পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 288 Thursday, 18 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮৮ সংখ্যা ❋ ১ আশ্বিন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

প্রতি বছরের মতো এ বছরেও 'দুরন্ত প্রকাশন'-এর অফিসে পালিত হল বিশ্বকর্মা পুজো। অফিসের সকল কর্মী এবং প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা পুজোয় অংশগ্রহণ করে জমজমাট এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করেন।

পুলিশই যদি টাকা চায়, সাধারণ মানুষ কাকে ভরসা করবে? রাজ্যকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ তারকেশ্বর থানার মহিলা অফিসারের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টের নির্দেশ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য। পুলিশ রিপোর্টে মহিলা অফিসারেরর টাকা চাওয়ার কথা স্বীকার করা হয়। সরকারি আইনজীবীর দাবি, তিনি টাকা নেননি। তাই তাকে সতর্ক করে বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে। রিপোর্ট দেখে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''কেন বিভাগীয় পদক্ষেপ? কেন ডিসমিস নয়? এর তো এখনই চাকরি চলে যাওয়ার কথা। মানুষ যে ভরসা রাখবে পুলিশকে, কী করে? যে পুলিশ অফিসার টাকা চায়, তিনি কী তদন্ত করছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এটা কি সরকারের নীতি? পুলিশ টাকা চাইবে!'' ১৯ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। ওইদিন নতুন করে রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে। তারকেশ্বর থানার মামলা দায়ের হয়েছে। বিল্টু হাজরা নামে ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রতিবেশীর গোলমাল। তিনি অভিযোগ জানালেও পুলিশ কিছু করেনি বলে অভিযোগ। উল্টে প্রতিবেশী তার নামে পাল্টা মহিলা ঘটিত অভিযোগ দায়ের করে।

তদন্তকারী অফিসার পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য ফোনে মোটা টাকা ঘুষ চান। সেই কথাবার্তা ফোনে রেকর্ড করেন ওই যুবক। এরপর মামলা করেন হাইকোর্টে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন। বাংলায় পুলিশের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিকবার ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে খোদ পুলিশকেও। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধেও কিস্তিতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সে বিষয়ে তদন্তে নামে সিবিআই। কয়েক জন গ্রেফতারও করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই সূত্রে খবর, এক মহিলার কাছে থেকে ঘুষ বাবদ 'ডাউন পেমেন্টে' ১১ হাজার টাকা নিয়েছিলেন দুই কনস্টেবল। পরে মাসিক কিস্তিতে টাকা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ।

বিচারব্যবস্থার বেলায় অর্থের টানাটানি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ হাইকোর্টের লাগাতার চাপের মুখে অবশেষে কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার। হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের মোট ১৪টি প্রকল্পের বকেয়া ৫০ কোটি টাকা ছাড়তে অর্থ দফতরে ফাইল পাঠানো হয়েছে বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। কিন্তু তাতে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের প্রশ্ন, বাকি যে ৫৩টি ফাইল রাজ্যের কাছে বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে, সেগুলোর কী অবস্থা? সেগুলোর নিস্পত্তি কবে হবে? এর জবাবে মুখ্যসচিব সাতদিন সময় চান। জেলাগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। বিচারপতির অভিযোগ, ''প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল প্রশাসনিক খরচের জন্য। মাত্র আড়াই লক্ষ দেওয়া হয়েছে, সেটাও শেষ হয়ে গেছে। নতুন টাকা দেওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।'' বিচারপতি আরও বলেন, ''নেটওয়ার্ক নেই, কাজ হচ্ছে না। স্টেশনারি কেনারও টাকা নেই জেলাগুলোর কাছে। শুধু আন্দামানে নাকি সব আছে! কিন্তু ওটা তো আমাদের মধ্যে পড়ে না।'' আদালত সূত্রের খবর, ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ হয়ে আছে 'পেপারলেস হাইকোর্ট' প্রকল্প। মুখ্যসচিব জানালেন, ''দ্রুত কাজ শুরু করব। আমরা ক্লোজ মনিটর করছি।''

এরপরই বেঞ্চ ফের জানতে চায়, হাইকোর্ট ও জেলা আদালতের জন্য অতিরিক্ত কর্মী দরকার। সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে আগেই। প্রশাসনিক বৈঠকে দুই অফিসার নিয়োগের কথাও বলা হয়েছিল। তার কী হল? মুখ্যসচিবের উত্তর, ''পে কমিশন সংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে চলছে। সেটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'' এই উত্তরে আরও অসন্তুষ্ট বিচারপতি। প্রশ্ন তোলেন, ''কী মামলা চলছে আমরা জানি না? আপনার মনে হয় না, এমন নজরদারি একেবারেই অপ্রত্যাশিত?'' শেষ পর্যন্ত মুখ্যসচিব আদালতের কাছে অনুরোধ করেন সাতদিন সময় দেওয়ার জন্য। তাঁর কথায়, ''আমি গোটা বিষয়টা নিজে দেখছি। চেষ্টা করব, পরবর্তী শুনানিতে যেন আপনাদের আমাকে আর ডাকার দরকার না পড়ে।'' মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। দেখার বিষয়, সাত দিনের মধ্যে 'ফাইল খুলে' রাজ্য কিছু করে দেখাতে পারে কি না!

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ

এবার ব্যালটে থাকবে সব প্রার্থীর ছবি, সিরিয়াল নম্বর

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ এসআইআর এবং ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগের মধ্যে অবশেষে স্বচ্ছতায় জোর দেওয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনেই ইভিএম ব্যালটে বড়সড় বদল আনছে নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের সুবিধার্থে এবার ইভিএম ব্যালট এবং ভিভিপ্যাট এবার থেকে থাকবে প্রার্থীদের রঙিন ছবি। সেই সঙ্গে প্রার্থীদের সিরিয়াল নম্বরও আরও স্পষ্ট করে দেওয়া থাকবে। বিহারের ভোট থেকেই এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। এতদিনের নিয়ম অনুযায়ী, ইভিএম ব্যালটে প্রার্থীদের নাম, ছবি এবং সিরিয়াল নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাদা কালো এবং ছোট ছবি থাকত। তবে সেটা বাধ্যতামূলকভাবে নয়। এবার থেকে রঙিন বড় এবং স্পষ্ট ছবি থাকবে। বরাদ্দ জায়গার দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই থাকবে ছবিটি। সেই সঙ্গে আগের চেয়েও স্পষ্ট করে ছাপা থাকবে

সিরিয়াল বম্বর। প্রার্থীর প্রতীক এবং দলের নাম আগের মতোই থাকবে। সেই সঙ্গে পেপারগুলি আগের চেয়ে ভালো মানের কাগজ ও রঙে ছাপা হবে। প্রত্যেক প্রার্থী এবং 'নোটা'র নম্বর বড় হরফে এবং মোটা অক্ষরে লেখা থাকবে, যাতে ভোটাররা সহজে দেখতে পান। নির্বাচন কমিশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে দাবি করা হয়েছে গত ছ'মাস ধরে দেশজুড়ে সব রাজনৈতিক দল-সহ অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে ভোটপ্রক্রিয়ার সব স্তরে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় শুদ্ধিকরণ, ভোটপ্রক্রিয়ায় সরলীকরণ, এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়ার উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি কমিশনের। সেই লক্ষ্যে কিছুদিন আগে মোট ২৮টি উদ্যোগ নেয় কমিশন। সেগুলির মধ্যেই অন্যতম এই ইভিএম ব্যালটে বদল। ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন, ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন, ভিভিপ্যাট গণনা নিয়ে প্রশ্ন, অকস্মা ভোটের হার বেড়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন। গত এক দেড় বছরে কার্যত দেশের সার্বিক নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই একের পর এক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। রীতিমতো প্রশ্নের মুখে কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা। যার ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এবার ভোটপ্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার কাজ শুরু করল নির্বাচন কমিশন।

নয়া ভারত কারও পরমাণু ধমকিতে ভয় পায় না, জন্মদিনে পাকিস্তানকে বার্তা মোদির

হি.স., ভোপাল, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ তম জন্মদিনে সেবা পক্ষ অভিযানের ঘোষণা। শুরু হচ্ছে সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার অভিযান। বিনামূল্যে ওষুধ ও টেস্টের সুবিধা পাবেন মহিলারা। ৪ কোটিরও বেশি

মহিলারা উপকৃত হবেন এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে। বুধবার মধ্য প্রদেশের ধরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই তিনি মহিলাদের জন্য এই বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের কথাও আরেকবার শোনান প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন যে ভারত পরমাণু হামলার হুমকিতে ভয় পায় না। মোদি বলেন, ''এটা আজকের নতুন ভারত। এই ভারত কাউকে ভয় পায় না। নতুন ভারত পরমাণু হামলার হুমকিতে ভয় পায় না। ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘরে ঢুকে শত্রুদের নিকেশ করে আসতে পারে।'' প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, ''পাকিস্তানি জঙ্গিরা আমাদের মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। আমরা অপারেশন সিঁদুর চালিয়ে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে এসেছি। আমাদের বীর সেনা জওয়ানরা চোখের পলকে পাকিস্তানকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে। গতকালই দেশ তথা গোটা বিশ্ব সাক্ষী থেকেছে যে আরেক জঙ্গি কীভাবে কেঁদে কেঁদে বর্ণনা দিয়েছে। জইশ জঙ্গিই পাকিস্তানের পর্দাফাঁস করে দিয়েছে।'' উল্লেখ্য, গতকালই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরী বলেছেন যে ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরে ভাওয়ালপুরে মাসুদ আজহারের পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এ দিন তিনি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিওন অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, যা সংক্ষেপে পিএম মিত্র পার্ক নামে পরিচিত হবে, তার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। একইসঙ্গে সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় পোষণ কর্মসূচিরও উদ্বোধন করেন। পিএম মিত্র স্কিমের অধীনে মধ্য প্রদেশ, তেলঙ্গানা, গুজরাট, কর্নাটক, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে বিশ্বমানের বস্ত্র উপাদন ইউনিট তৈরি করা হবে। 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' ক্যাম্পেনের অধীনে আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দির চালু করা হবে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা দেওয়া হবে। মানসিক স্বাস্থ্য, অ্যানিমিয়া ও লাইফস্টাইল সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার সুবিধাও পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, ''কোটি কোটি মা-বোনেরা আমায় আশীর্বাদ করেছেন। ধরে দেশের বৃহত্তম ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক দেশের শিল্পকে নতুন শক্তি দেবে। কৃষকরা পাবেন নায্য মূল্য।''

যাদবপুরের ক্যাম্পাসে মদের আসর ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষের

দেব ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ঝিলে পড়ে ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্ত ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একইসঙ্গে ক্যাম্পাসে মাদক সেবন নিয়েও অনেকেই সরব হয়েছেন। অভিযোগ, ক্যাম্পাসের ঝোপঝাড়ে মদের আসর বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে মাদক সেবন নিষিদ্ধ বলে নির্দেশিকা জারি করে কর্তৃপক্ষ। এবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঝোপঝাড় কাটতে উদ্যোগ নেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবর্জনা পরিস্কার করতে টেন্ডার ডাকল কর্তৃপক্ষ। এদিকে, ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানো নিয়ে এখনও আপত্তি রয়েছে পড়ুয়াদের একাংশের। যাদবপুরের ক্যাম্পাসের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ঝোপঝাড় রয়েছে। রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। ঝোপঝাড়ের আড়ালে মদের আসর বসে অভিযোগ। সেইসব ঝোপঝাড় ও আবর্জনা পরিস্কার করতেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষদিন। তারপর কাজ শুরু হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট লাগোয়া ঝিল থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং লটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে মদের আসর বসেছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে মদের আসর যাতে না বসতে পারে, তার জন্য যেমন উদ্যোগ নেওয়া হল, তেমনই পড়ুয়াদের নজর রাখতেও পদক্ষেপ করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে প্রফেসররা ছাত্রদের বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, একজন প্রফেসর ২০ জন পড়ুয়ার খেয়াল রাখবেন। তাঁরা বিপথে চালিত হচ্ছেন কি না, সেদিকে নজর রাখবেন। এদিকে, ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনার পরও সিসিটিভি বসানোতে আপত্তি রয়েছে যাদবপুরের পড়ুয়াদের একাংশের। নজরদারি শব্দে তাঁদের আপত্তি। তাঁদের বক্তব্য, নজরদারির জন্য সিসিটিভি বসানো যাবে না। তা ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ। যাদবপুরের গেট ছাড়া আর কোথাও সিসিটিভি নেই। যাদবপুরের পড়ুয়াদের জিবিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা না বলে সিসিটিভি লাগানো যাবে না। আগামিকাল বেলা আড়াইটেয় মিছিলের ডাক দিয়েছেন পড়ুয়ারা।

'অপেক্ষা করুন, আর মাত্র ৯ মাস!'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে শুরু হয়েছে এক বিশেষ প্রদর্শনী। প্রধানমন্ত্রী মোদির জীবন ও কর্মকে ঘিরে এই প্রদর্শনী চলবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ফের বাংলায় পালা বদলের ডাক দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শমীকের কথায়, ''অপেক্ষা করুন, আর মাত্র ৯ মাস, নতুন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে! বাংলাকে আর বাংলাদেশ হতে দেবেন না!'' এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলার শিল্পভবিষ্যৎ নিয়ে বলতে গিয়ে মোদির বিকাশ-দর্শনের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, ''যাঁরা একদিন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বলতেন নরখাদক, আজ তাঁরাই মোদিজিকে দেখছেন বিকাশ পুরুষ হিসেবে। উনি নিজের কাজের মাধ্যমে উন্নয়নের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন।'' এফডিআই-এর পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, ''গুজরাতে এফডিআই ৩৯.৬ শতাংশ, আর বাংলায় মাত্র ০.৬! এর থেকেই স্পষ্ট, আমরা কত পিছিয়ে। এই ব্যবধান আমাদের মুছতেই হবে।'' বাংলায় শিল্পের অনুকুল পরিবেশ গড়ে না ওঠার জন্য রাজ্য সরকারের সদিচ্ছাকে দায়ী করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। শমীকের স্পষ্ট কথা, ''কৃষি-শিল্পের সহাবস্থান নয়, শিল্পে কৃষকেরও অংশীদারিত্ব চাই। জমি দিলে, সেই শিল্পে কৃষকের ভাগ চাই।'' তিনি দাবি করেন, আগামী এক বছরের মধ্যে 'নতুন কলকাতাকে দেখতে চান মানুষ' - সেই লক্ষ্যেই এগোতে হবে। নতুন বিনিয়োগ আনতে হবে, কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। আর সেজন্য বাংলায় শিল্পের অনুকুল পরিবেশ তৈরিও অত্যন্ত জরুরি। শমীক ভট্টাচার্য আরও দাবি করেন, অশোকনগর ও রানাঘাটে তেলের খনি রয়েছে, পুরুলিয়ায় আছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, অথচ রাজ্য সরকার এসব নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাঁর কথায়, ''তেল-গ্যাসের উপর আমরা বসে আছি, কিন্তু রাজ্যের সরকার চুপ!'' বিজেপির রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, রানাঘাটে তেলের খনি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর তিনবার চিঠি দিয়েছে রাজ্যকে, কিন্তু কোনও সহযোগিতা নেই। শুধু তেল নয়, তিনি আরও বলেন, ''পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তে রয়েছে বিপুল ম্যাঙ্গানিজের ভাণ্ডার, তাতেও কোনও পদক্ষেপ নেই।'' আক্ষেপের সুরে শমীক এও বলেন, ''আমাদের এখানে সমুদ্র, নদী, মেধা- যা চাই সবই আছে, শুধু সদিচ্ছা নেই। সেই সদিচ্ছা নিয়েই আমরা এগোতে চাই।'' শমীক ভট্টাচার্যের এই বক্তব্যেকে কেন্দ্র করে নতুন করে চড়ছে রাজ্য-রাজনীতির উত্তাপ। জবাবে শাসক শিবির কী বলে, তা নিয়ে কৌতূহল সব মহলে।

কলকাতার সাতটি গঙ্গার ঘাট সেজে উঠবে নতুনভাবে! শহরের ঐতিহ্য বাঁচাতে এগিয়ে এল বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ গঙ্গা নদীর তীরবর্তী সাতটি ঐতিহাসিক ঘাটের রূপ পাল্টাতে চলেছে, তাও খুব তাড়াতাড়ি। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট, কলকাতা পুরসভা (কেএমসি), কলকাতা পুলিশ এবং একাধিক বেসরকারি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে এই ঘাটগুলিকে পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বাচিত ঘাটগুলি হল মায়ের ঘাট, সুরিনাম ঘাট, নিমতলা বিসর্জন ঘাট, ছোটেলাল কি ঘাট, দইঘাট, কুমারটুলি ঘাট এবং চাঁপাতলা ঘাট। কুমারটুলি থেকে চাঁপাতলা ঘাট পর্যন্ত নদীতীরের অংশটিও নতুনভাবে সাজানো হবে। শনিবার সিনিয়র পোর্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কলকাতা পুলিশ এবং কেএমসি প্রতিনিধিদের বৈঠকে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। এক পোর্ট আধিকারিক জানান, ''আমাদের লক্ষ্য হল ঘাটগুলিকে এমনভাবে পুনর্জীবিত করা, যাতে ঐতিহ্যের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে এগুলি আরও দৃষ্টিনন্দন হয়।'' পোর্ট চেয়ারপার্সন রথেন্দ্র রমন বলেন, ''ঘাটগুলি কলকাতার ঐতিহ্য ও দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সহযোগিতার মাধ্যমে পুনর্গঠন হবে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, পাশাপাশি নাগরিক ও পর্যটকদের জন্য ব্যবহারযোগ্য।'' কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সংস্থা এই কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে। আদানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড লিমিটেড কুমারটুলি থেকে চাঁপাতলা পর্যন্ত নদীতীরের সৌন্দর্যায়ন করবে। গার্ডেন রিচ

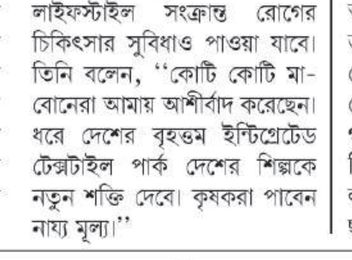

শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড মায়ের ঘাট ও সুরিনাম ঘাটের উন্নয়নের দায়িত্ব নেবে। পিএস গ্রুপ পুনর্গঠন করবে নিমতলা বিসর্জন ঘাট। আইএইচসিএল গ্রুপ (তাজ হোটেলস) গ্রহণ করেছে ছোটেলাল কি ঘাট, আর টিএনএস লগি পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড কাজ করবে দইঘাটে। পোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যেক সংস্থার সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এক পোর্ট আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রকল্প এখন নকশা তৈরির পর্যায়ে রয়েছে। এই ঘাটগুলির অনেকেরই অবস্থা বর্তমানে করুণ। ভাঙা সিঁড়ি, অপর্যাপ্ত আলো, শৌচাগার ও চেঞ্জিং রুমের অভাব, পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকা, সাজসজ্জার উপকরণের ম্লান হয়ে যাওয়া এবং অবহেলার কারণে নিরাপত্তাহীন পরিবেশ - সব মিলিয়ে দর্শনার্থীরা বারবার অভিযোগ জানিয়েছেন। শনিবারের বৈঠকে কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করেছে, যা সম্পূর্ণভাবে সিএসআর বাজেট থেকেই অর্থায়ন হবে। কেএমসি-র এক আধিকারিক জানান, কলকাতায় বর্তমানে গঙ্গা নদীর তীরে মোট ২৯টি সরকারিভাবে চিহ্নিত ঘাট রয়েছে। এর বাইরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যবহৃত আরও ছোট ঘাট আছে, যেগুলি সরকারি তালিকায় নেই। এক পোর্ট আধিকারিকের কথায়, ''এই প্রকল্প সফল হলে আশা করি আরও কর্পোরেশন এগিয়ে এসে অন্য ঘাটগুলিও পুনরুদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে।'' পোর্ট কর্তৃপক্ষ ঘাটগুলির রক্ষক হলেও নদীর তীর পরিস্কার রাখা, দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর সময় বিসর্জনের ব্যবস্থা এবং ছটপুজোর আয়োজনের দায়িত্ব কেএমসি-র। আইনশৃঙ্খলা ও যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে কলকাতা পুলিশ। বৈঠকের এক উপস্থিত সদস্য জানান, নদীতীরের ভাঙন অনেক ঘাটের অবস্থাকে খারাপ করেছে। তিনি বলেন, ''ভাটার সময় যে সিঁড়িগুলি জলের তলায় থাকে, সেগুলিতে বড় ফাঁক তৈরি হয়েছে। মানুষ সেগুলি ব্যবহার করতে গিয়ে পিছলে পড়তে পারেন, যা গুরুতর দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। পুনর্গঠনের সময় এই বিষয়গুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।'' পোর্ট কর্তৃপক্ষ আরও পরিকল্পনা করছে কুমারটুলি ও চাঁপাতলা ঘাটের মধ্যে একটি হাঁটার পথ তৈরি করার।

নজরদারি শিথিল হতেই ফের নিউমার্কেটের রাস্তা দখল হকারদের!

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগে নিউ মার্কেটের হকারদের জন্য যেন একটু ছাড় মিলল। প্রায় আড়াই মাস আগে কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে নিউ মার্কেট এবং আশপাশের রাস্তাগুলো থেকে হকারদের সরানো হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত নজরদারি না থাকায় ফের হকাররা রাস্তা দখল করতে শুরু করেছেন। মঙ্গলবার কেএমসি-র সদর দফতরে টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়, পুজোর আগে হকারদের উচ্ছেদ করতে নতুন করে বড়সড় অভিযান চালানো হবে না। তবে সব সদস্য একমত হয়েছেন, বিজয়া দশমীর পরে অর্থাৎ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ফের অভিযান শুরু হবে। ওই বৈঠকে কলেজ স্ট্রিটে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে ফুটপাথ দখল করে বসা দুই হকারের শুনানিও হয়। হকার সংগ্রাম কমিটির নেতা শক্তিমান ঘোষ অভিযোগ করেছেন, পুলিশ নজরদারি ঠিকমতো করছে না বলেই হকাররা আবার রাস্তা দখল করেছে। তিনি ছবি দেখিয়ে বলেন, জুনে যে অভিযান চালানো হয়েছিল, তার ফলাফল মাত্র দু'মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু সদস্য দাবি করেছেন, পুলিশকে আরও কড়া হতে হবে, কিন্তু অনেকেরই আবার মত যে পুজোর আগে হকারদের কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। সম্প্রতি নিউমার্কেটে দেখা গেছে, বারট্রাম স্ট্রিট, হুমায়ূন প্লেস, প্রায় সব জায়গাতেই হকাররা রাস্তার অর্ধেক দখল করে বসেছেন। আগে যে পার্কিং স্পেস পুলিশ খালি করেছিল, সেটিও ফের দখল হয়ে গেছে। পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, পুলিশকে নিয়ে একসঙ্গে চেষ্টা চলছে যাতে নিউ মার্কেটে নিয়মিত নজরদারি রাখা যায়।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার মিথ্যাচার ওড়াল পাকিস্তান

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির সুরে সুর মেলাল ইসলামাবাদ! এতদিনে তারা জানাল, অপারেশন সিঁদুরের পর সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনায় ভারত কখনই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় রাজি হয়নি। খোদ পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশক দার একথা বললেন সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। কার্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার মিথ্যাচার ওড়ালেন পাক বিদেশমন্ত্রী।াল জাজিরার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইশক দার বলেন, ভারত কখনওই কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় রাজি হয়নি। তবে পাশাপাশি পাক বিদেশমন্ত্রীর দাবি, ভারতের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাকিস্তান তৈরি থাকলেও, নয়াদিল্লি কোনও সাড়া দেয়নি। সাক্ষাৎকারে আল জাজিরার সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ভারতের সঙ্গে কোনও (শান্তি) আলোচনা চলছে কি? কোন তৃতীয় পক্ষ জড়িত? আপনারা কি তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে রাজি? উত্তরে ইশক দার বলেন, তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততায় আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু ভারত বরাবর বলে আসছে যে এটি একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়। দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আমাদের আপত্তি নেই, তবে স্পষ্ট আলোচনা চাই। সন্ত্রাসবাদ, বাণিজ্য, অর্থনীতি, জম্মু ও কাশ্মীর, এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।পাক বিদেশমন্ত্রী আল জাজিরাকে আরও বলেন, সংঘর্ষবিরতির কথা বলেছিল আমেরিকা। পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব করা হয়। আরও জানান, মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল পাকিস্তান। তখন তিনি স্পষ্টভাবে জানান, ভারত সর্বদা এটিকে দ্বিপাক্ষিক বিষয় হিসাবেই তুলে ধরেছে। ইশক দার আরও বলেন, ২৫ জুলাই ওয়াশিংটনে যখন আমি রুবিওর সঙ্গে দেখা করি, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আলোচনার বিষয়ে। তিনি বলেন, ভারত বলেছে যে এটি একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়। উল্লেখ্য, কাশ্মীর ইস্যু কেন্দ্রীক ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের বিষয়টিকে দিল্লি সব সময় দ্বিপাক্ষিক বিষয় হিসাবেই তুলে ধরেছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চায় পাকিস্তান। যদিও এক্ষেত্রে ভারতের বক্তব্যেই সিলমোহর দিল পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী।

গর্ভবতী মহিলা ও মেয়েদের পুষ্টির জন্য কাজ করছে সরকারঃ প্রধানমন্ত্রী

ধার, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ গর্ভবতী মহিলা ও মেয়েদের পুষ্টির জন্য মিশন মোডে কাজ করছে সরকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার-এ সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার কর্মসূচির সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে। মা, বোন ও কন্যাদের স্বাস্থ্য আমাদের অগ্রাধিকার। আমাদের সরকার গর্ভবতী মহিলা ও কন্যাদের পুষ্টির জন্য মিশন মোডে কাজ করছে। আজ থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টম জাতীয়য় পুষ্টি মাস। একটি বিকশিত ভারতে আমাদের অবশ্যই মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার কমাতে হবে। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে, আমরা ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনা চালু করেছি। এই প্রকল্পের অধীনে, প্রথম সন্তানের জন্মের জন্য ৫ হাজার সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় এবং দ্বিতীয় কন্যার জন্মের জন্য ৬০০০ টাকা। এখনও পর্যন্ত, ৪.৫ কোটিরও বেশি গর্ভবতী মা এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার মা ও বোনদের জন্য নিবেদিত। তথ্য বা সম্পদের অভাবে একজন নারী যাতে অসুস্থতার শিকার না হয় .তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য!

পাকস্তিনের মিথ্যাচার ফাঁস করল জইশ কমান্ডার

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের বাড়ি। শোনা গিয়েছিল, বিস্ফোরণে মারা গিয়েছে আজহারের পরিবারের ১৪ সদস্য। এটা যে কোনও দাবিমাত্র নয়, বরং একেবারে সত্যি ঘটনা তা মেনে নিল জইশ শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি! এক ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে সে বলছে, কীভাবে ভারতীয় সেনার দাপটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল আজহারের বাড়ি। সে নিজে প্রাণে বেঁচে গেলেও ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার পরিবার। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল। ভিডিওয় কাশ্মীরিকে বলতে উর্দু উচ্চারণে শোনা গিয়েছে, সন্ত্রাসবাদকে কাজে লাগিয়ে দিল্লি, কাবুল ও কাঃদাহারের সঙ্গে লড়ে আমরা দেশের সীমান্তকে রক্ষা করেছি। সব কিছু ত্যাগ করার পর ৭ মে মৌলানা মাসুদ আজহারের পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে যায় বাহাওয়ালপুরে ভারতীয় সেনার আক্রমণে! ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে তার পিছনে সশস্ত্র রক্ষীরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ মৃত্যুর বদলা নিতে ৬ মে (মঙ্গলবার) গভীর রাতে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জায়গার জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলায় বাহওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদ, মুরাক্কায় লস্কর-ই-তইবা ও হিজবুল মুজাহিদিনের সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দীর্ঘ ও সুস্থতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন। দীর্ঘ ও সুস্থতা কামনা করে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত বিশ্ব মঞ্চে ছাপ ফেলছে এবং বিকশিত দেশের লক্ষ্যের দিকে অবিচলভাবে এগিয়ে চলেছে। মাতৃভূমির সেবায় নিবেদিত আপনার দীর্ঘ, সুস্থ এবং পরিপূর্ণ জীবন কামনা করছি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যসরাও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এই বর্ষায় ৪৬ শতাংশের বেশি বৃষ্টি হিমাচলে, দুর্যোগ কাটছেই না

শিমলা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ চারিদিকে শুধুই ধ্বংসস্তুপ, প্রায় ৫০০টি রাস্তা এখনও বন্ধ। যোগাযোগ প্রায় থমকে গিয়েছে। বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। এবারের বর্ষায় হিমাচলে ৪৬ শতাংশের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তবুও দুর্যোগ থামছেই না। গত ২০ বছরের তুলনায় এবারের বর্ষায় ইতিমধ্যেই ব্যাপক পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, হিমাচলে এই মুহূর্তে ৪৯৩টি স।ক বন্ধ রয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যোগাযোগ বিপর্যস্ত ও স্তব্ধ। এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিমাচলে বৃষ্টিপাত চলবে। ফলে দুর্ভোগ যে এখনই শেষ হবে না, তা বলাইবাহুল্য।

চোরাচালানকারী সংস্থাগুলিকে জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবেই দেখা হবেঃ কাশ প্যাটেল

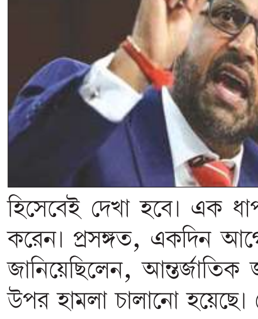

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ হুঙ্কার দিলেন এফবিআই প্রধান কাশ প্যাটেল। মঙ্গলবার সেনেটের একটি শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই এফবিআই প্রধানকে বলতে শোনা যায়, মাদক চোরাচালানকারী সংস্থাগুলিকে জঙ্গি গোষ্ঠী হিসেবেই দেখা হবে। এক ধাপ এগিয়ে তিনি আল কায়দার নাম উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত, একদিন আগেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক জল সীমান্তে একটি ভেনেজুয়েলার নৌকার উপর হামলা চালানো হয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে মাদক।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বিশেষ প্রার্থনা, বিশ্বনেতারাও জানালেন শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর জন্মদিনে তাঁর মঙ্গল কামনায় বারাণসীতে বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছে বুধবার। এছা।াও দেশের অন্যান্য ধর্মীয় স্থানেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা হয়। জন্মদিনে বিদেশ থেকেও শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফোন করে মোদীকে শুভেচ্ছা জানান ট্রাম্প। আবার শুভেচ্ছা বার্তায় বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং মাইক্রোসফ্টের প্রাক্তন সিইও বিল গেটস বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৭৫-তম জন্মদিনে আপনাকে আমার শুভেচ্ছা। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য এবং অব্যাহত শক্তি কামনা করছি, কারণ আপনি ভারতের দুর্দান্ত অগ্রগতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং বিশ্ব উন্নয়নে অবদান রাখছেন। গেটস ফাউন্ডেশন ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বকে মূল্যান মূল্যান করে। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির জন্য আবারও, এই মাইলফলক উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ বলেছেন, আমার বন্ধু

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ভারতের সঙ্গে এমন একটি দৃঢ় বন্ধুত্ব ভাগ করে নেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়া গর্বিত এবং এখানে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস্য অবদানের জন্য আমরা প্রতিদিন কৃতজ্ঞ। আমি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে আছি প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে চারাগাছ রোপণ করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বুধবার সকালে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর ৭৫-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে চারাগাছ রোপণ করেন শিবরাজ সিং চৌহান। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ বলেছেন, সমগ্র দেশ আজ খুশি, ১৪০ কোটি ভারতীয় নাগরিক তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করছে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন শুধু মৌখিক শুভেচ্ছা দিয়ে উদযাপন করা যাবে না। নিরন্তর কর্মই তাঁর ধর্ম। আমরা আজ একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেছি।

দীপাবলিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা ক্যালিফোর্নিয়া আইনসভার, অনুমোদনের জন্য বিল পাস

স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া), ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ক্যালিফোর্নিয়া আইনসভা গত সপ্তাহে দীপাবলিতে সরকারি ছুটি ঘোষণার বিল ২৬৮ পাস করেছে। গভর্নরের স্বাক্ষরের পর, দীপাবলি সরকারি ছুটির তালিকায় যুক্ত হবে। পেনসিলভেনিয়া এবং কানেকটিকাটের পর এবার ক্যালিফোর্নিয়াতেও দীপাবলিতে সরকারী ছুটি থাকবে। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই বিলটি কমিউনিটি কলেজ এবং পাবলিক স্কুলগুলিকে দীপাবলিতে বন্ধ রাখার অনুমতি দেবে। সরকারি কর্মচারীদের দীপাবলিতে ছুটি নেওয়ার বিকল্প প্রস্তাব থাকবে। প্রস্তাবিত আইনে কিছু কমিউনিটি কলেজ ও সরকারি স্কুলের কর্মচারীদের বেতন-সহ ছুটি দেওয়া হবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বর্তমানে ১১টি রাষ্ট্রীয় ছুটি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ডে, সিজার শ্যাভেজ ডে, লেবার ডে এবং ভেটেরানস ডে। গভর্নর গ্যাভিন নিউজমকে অবশ্যই ১২ অক্টোবরের আগে বিলটিতে স্বাক্ষর করতে হবে। আইনসভার সদস্য অ্যাশ কালরা (ডেমোক্র্যাট-সান জোসে), যিনি বিলটি উত্থাপন করেছিলেন, বলেছেন, দীপাবলিকে একটি সরকারী রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা শুধুমাত্র এই উৎসবের ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেবে না, তবে প্রবাসী ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের মানুষদের বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে একটিতে অংশ নেওয়ার আরও বেশি সুযোগ প্রদান করবে। স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ এশিয়ান আর্টের মতে, দীপাবলি পাঁচ দিন ধরে পালিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, উৎসবটি ভারতে অক্টোবর বা নভেম্বরে পালিত হয়। বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়রাও খুব উৎসাহের সাথে দীপাবলি উদযাপন করেন। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন অনুসারে, দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করার জন্য বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মন্দির এবং অন্যান্য সর্বজনীন স্থানে দিয়া (মাটির প্রদীপ) জ্বালানো হয়। আলোর উৎসবে পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য সদস্যদের সাথে জড়ো হওয়া এবং উপহার বা মিষ্টি বিনিময় করা হয়। এই বছর, ২০ অক্টোবর থেকে দীপাবলি উদযাপন শুরু হবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় দেশটির সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা রয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে যে কোনও মেট্রোপলিটন এলাকার চতুর্থ বৃহত্তম জনসংখ্যা রয়েছে। পেনসিলভেনিয়া ২০২৪ সালে দীপাবলিকে একটি সরকারী ছুটি ঘোষণা করার প্রথম মার্কিন রাজ্য হয়ে ওঠে। এই বছর, কানেকটিকাট দ্বিতীয় রাজ্যে দীপাবলিকে সরকারী ছুটির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। নিউ জার্সি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ছাত্রদের দীপাবলিতে ছুটি দিয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে, দীপাবলিতে পাবলিক স্কুলগুলি বন্ধ রয়েছে। এই ব্যবস্থা ২০২৩ সালে বাস্তবায়িত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসরত ভারতীয়রা দীর্ঘদিন ধরে দীপাবলির ছুটির দাবি জানিয়ে আসছেন। এই বিল পাস হওয়াটা আনন্দদায়ক। একজন হিন্দু নেতা সুসংবাদটি ভাগ করে বলেছেন, দীপাবলি শীঘ্রই ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি সরকারী ছুটিতে পরিণত হতে পারে। এখন গভর্নরের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করি, আমরা শীঘ্রই এই সুসংবাদটি শুনতে পাব। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন-এর মতো অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং আমাদের মতো অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলি গত কয়েক বছর ধরে এটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য কাজ করছে। হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ (এইচএসএস) এবং এর শাখাগুলির অংশ হয়ে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য কী আশ্চর্যজনক কাজ করতে পারি তা বোঝার এটি আমাদের জন্য একটি সুযোগ।

পূজিত হন দেবী, পঞ্চম বর্ষে বেলজিয়ামের পুজো

ব্রাসেলস, বেলজিয়াম ভারতের মতো এখন শরৎকাল। বৃষ্টির মধ্যেও আকাশ কখনও কখনও পরিষ্কার থাকলে উঁকি দিচ্ছে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। আর বাতাসে উৎসবের আমেজ। হোক না বিদেশ বিভুঁই, সব বাঙালির মতো সুদূর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের বাঙালিরাও মেতে উঠেছেন শারদোৎসবের আনন্দে। ব্রাসেলসের প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটি এর পুজো এবার পঞ্চম বর্ষে পড়ল। বিদেশের অন্য অনেক পুজোর মতো এখানে তিথির আগে বা পরে সকলের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী সপ্তাহান্তে পুজো হয় না। পুজো এখানে হয় ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর রীতি মেনেই। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ' পার্বণ'-এর এই পুজোর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল - এখানে নারী-পুরুষ উভয়ই পৌরোহিত্য করেন। বর্ণ-লিঙ্গের কোনও বৈষম্য নেই।

দুঃখিত আমিই', চার্লি কির্ককে হত্যার পরই 'প্রেমিক রূপান্তরকামীকে মেসেজ খুনীর

১৭ সেপ্টেম্বরঃ আমেরিকার উটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ চার্লি কির্কের। প্রাথমিক ভাবে সন্ধান

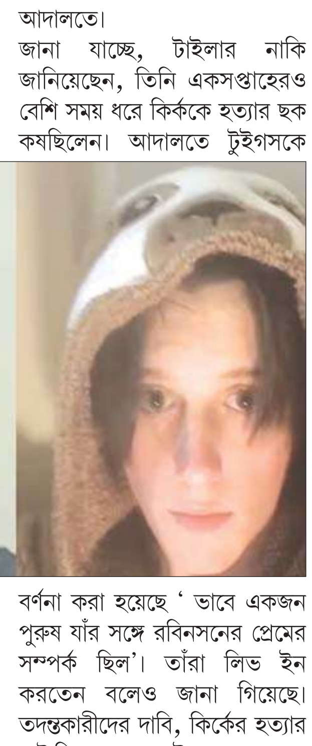

মেলেনি খুনির। তবে জানা গিয়েছিল দূরপাল্লার স্নাইপার রাইফেল থেকে গুলি করা হয়েছিল তাঁকে। পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সন্দেহভাজন টাইলার রবিনসনকে। এবার তদন্তকারীদের হাতে এল ২২ বছরের ওই তরুণ ও তাঁর সঙ্গী রূপান্তরকামী ল্যান্স টুইগসের মধ্যে চালাচালি হওয়া টেক্সট মেসেজ। দাবি, একটি নোটও হাতে এসেছে পুলিশের। নোট ও টেক্সট মেসেজ থেকে পরিস্কার, রবিনসন নিজের অপরাধ কবুল তো করেছিলেনই এবং জানিয়েছিলেন তিনি কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁর ' তদন্তকারীরা রবিনসনের মৃত্যুদণ্ডের আর্জি জানিয়েছেন আদালতে।

জানা যাচ্ছে, টাইলার নাকি জানিয়েছেন, তিনি একসপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে কির্ককে হত্যার ছক কষছিলেন। আদালতে টুইগসকে বর্ণনা করা হয়েছে ' ভাবে একজন পুরুষ যাঁর সঙ্গে রবিনসনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল'। তাঁরা লিভ ইন করতেন বলেও জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, কির্কের হত্যার ঘণ্টাতিনেকের মধ্যেই মেসেজ করেন টুইগসকে। তাঁকে জানান, কম্পিউটারের তলায় রাখা নোটটা দেখতে। টুইগস সেই নোটটি খুঁজে পেলে দেখেন সেখানে লেখা, ' কির্ককে অপসারিত করার সুযোগ পেয়েছি। আর এটা আমি নিতে চাই।' এমন বার্তা পেয়েই টুইগস বারবার মেসেজ করতে থাকেন তাঁর সঙ্গীকে। বলা হচ্ছে রবিনসন নাকি জানিয়ে দেন, তিনি তখনও পর্যন্ত নিরাপদেই রয়েছে। এবং এই গোপন কথাটি তিনি বৃদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া পর্যন্ত নিজের সঙ্গেই রেখে দেবেন। এমন বার্তাও আরও হকচকিয়ে টুইগস জানতে চান, কির্ককে তিনিই খুন করেছেন কিনা। তদন্তকারীরা আদালতে দাবি করেছেন, এর জবাবে রবিনসন পরিস্কার জানিয়ে দেন, 'খুব দুঃখিত।'

কিন্তু কির্ককে হত্যা করলেন ওই তরুণ? এব্যাপারে তাঁর জবাব, 'এই ঘৃণায় আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। কিছু ঘৃণা আছে যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। আমি যদি আমার রাইফেলটা গায়েব করে দিতে পারি, তাহলে আমার কাছে কোনও প্রমাণই থাকবে না। ওটা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আশা করি ওরা এগিয়ে গিয়েছে। আমি এমন কিছু দেখিনি যা থেকে বোঝা যায় ওরা এটা পেয়েছে।' রবিনসন নাকি এও জানান, তিনি বঃদুকটা কাছের ঝোপে লুকিয়ে নিজের পোশাক বদলে নিয়েছেন পুলিশের চোখে ধুলো দিতে।

প্রসঙ্গত, উটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় হাজার তিনেক দর্শক হাজির ছিল। সেই সময়ই আচমকা গুলিবিদ্ধ হন কির্ক। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গত বছর নির্বাচনী সভায় ট্রাম্পের কানের লতি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আততায়ীর বুলেট। কোনওমতে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও ভাগ্য সহায় হয়নি ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ ৩১ বছর বয়সি কির্কের।

বুধবার দেশীয় বাজারে বাড়লো সোনার দাম, কমলো রুপোর দর

মুম্বই , ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ দেশীয় বাজারে বুধবার বা।লো সোনার দাম, তবে কমেছে রুপোর দর। এদিন দিল্লিতে কেজি প্রতি রুপোর দাম ১,৩২,০০০ লক্ষ টাকা। বুধবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৮৬০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৫৫০ লক্ষ টাকা। মুম্বইতে, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৭১০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৪০০ লক্ষ টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৭৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৪৫০ লক্ষ টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৭১০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৪০০ লক্ষ টাকা। কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৭১০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৪০০ লক্ষ টাকা। লখনউয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৮৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৫৫০ লক্ষ টাকা। পাটনায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৭৬০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৪৫০ লক্ষ টাকা। জয়পুরে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,১১,৮৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,০২,৫৫০ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার -সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায়।

সমগ্র বিশ্ব মোদীজিকে সমস্যা সমাধানকারী নেতা বলে জানেন ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন অমিত শাহ। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ অমিত শাহ লিখেছেন, মোদীজির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হলো সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর দূরদৃষ্টি এবং নিষ্ঠা। সমগ্র বিশ্ব তাঁকে সমস্যা সমাধানকারী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধ, উত্তেজনা এবং গ্লোবাল লবির যুগে, মোদীজি সমগ্র বিশ্বের জন্য যোগাযোগের সেতু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এই কারণে, ২৭টি দেশ মোদীজিকে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান, বিশ্ব-মিত্র দিয়ে সম্মানিত করেছে। এটি তাঁর বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের প্রমাণ। অমিত শাহ আরও জানান, একটা সময় ছিল যখন বলা হত, উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কাজ একসঙ্গে সম্ভব নয়। মোদীজি দেখিয়েছেন কিভাবে দরিদ্রদের কল্যাণ এবং অর্থনীতির উন্নয়ন সমান্তরালভাবে সম্ভব। তাঁর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের একাদশ বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। আইএমএফ ভারতকে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি উজ্জ্বল স্থান বলে অভিহিত করেছে এবং দেশের প্রবৃদ্ধির হার বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এখন ভারতের ৬০ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং দেশ বিশ্ব অর্থনীতির গুরুও হয়ে উঠছে। এটি কেবল মোদী যুগেই সম্ভব হয়েছিল।

উন্নতি আবহাওয়ার, ২২-দিন পর ফের শুরু বৈষ্ণো দেবী যাত্রা

কাটরা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ঃ আবহাওয়ার উন্নতি হতেই শুরু হল শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী যাত্রা। বিগত ২২ দিন স্থগিত থাকার পর বুধবার থেকে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে যাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। আর তাই বুধবার থেকে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টা মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনুভূত হবে। এরপর ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২০ সেপ্টেম্বর পর থেকে ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।

গাজার বুকে ইজরায়েলি বুট, প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে ঢুকছে শয়ে শয়ে ট্যাঙ্ক

গাজা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ হামাসকে উখাত করতে বদ্ধপরিকর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার গাজা সিটির আরও ভিতরে প্রবেশ করে অভিযান শুরু করল ইজরায়েলি সেনা। এতদিন আকাশপথে কিংবা গাজা সিটির সামান্য ভিতরে প্রবেশ করে হামলা চালাত নেতানিয়াহুর দেশ। কিন্তু এই প্রথম পুরোপুরি ' অফেনসিভ'-এর পথ বেছে নিল ইহুদি সেনাবাহিনী। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৭৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা বহু। ইতিমধ্যেই বাসিঃদাদের গাজা সিটির দক্ষিণ দিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইজরায়েলি সেনা।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন নেতানিয়াহু। তারপর থেকেই ল।াই জারি রয়েছে। ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা গাজা। সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনা চললেও তার ভবিষ্য অজ্ঞাত। ২ বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা গাজা যুদ্ধ থামাতে উঠে প।ে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি সফল হননি। যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজারেরও বেশি। পাশাপাশি, আহতের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন ৪ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ।অন্যদিকে, হামাসের হাতে এখনও পণবঃদি রয়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার গাজার আরও ভিতরে প্রবেশ করে অভিযান শুরু করল ইজরায়েলি সেনা। শয়ে শয়ে ঢুকেছে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কও। শুধু গাজা নয়। এদিন ইয়েমেনের হোদেইদাহ বঃদরেও গোলাবর্ষণ করে ইজরায়েলি সেনা। তারা জানিয়েছে, হাউথিদের সাম্প্রতিক ড্রোন হামলার জবাব দিতেই আক্রমণ।

গাজায় ইজরায়েলি হামলা নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। অভিযোগ উঠেছে, এই হামলার জেরে মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ প্যালেস্তিনীয়দের। শুধু তা-ই নয়, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক আইন মানছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তার পরেও আক্রমণের ঝাঁজ একবিঃদুও কমেনি। উলটে ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছিল, গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ জমি দখল করে নিয়েছে ইজরায়েল। বাকি জমিও দখল করতে ইহুদি দেশটি বদ্ধপরিকর। এর পাশাপাশি, গোটা গাজা পরিস্থিতি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। রিপোর্টে গাজায় গণহত্যার জন্য সরাসরি ইজরায়েলকেই কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। এসবের মাঝেই গাজায় ' অফেনসিভ' শুরু করল ইজরায়েল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহুদি দেশটির এই পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে।

হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ লাইনে বন্ধ পরিষেবা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পুজোর সকালে ফের মেট্রো বিভ্রাট। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ পরিষেবা। প্রবল সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়। বুধবার সকাল দশটা বেজে ৩৫ মিনিট নাগাদ যান্ত্রিক সমস্যা শুরু হয় গ্রিন লাইনে। একপর্যায়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। অবস্থা স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। বিশ্বকর্মা পুজোয় এদিন এমনিতেই রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা ছিল কম। তার উপর মেট্রো বন্ধ থাকার সময়কালে যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন।

পঞ্জিকা

৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৫৩৯ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫১২৬, সৌর ১ আশ্বিন, চন্দ্র ২৬ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৭ শকাব্দ ২০৮২ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৯ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ২ আশ্বিন ১৪৩২, ভারতীয় সিভিল ২৬ ভাদ্র ১৯৪৭, মৈতৈ ২৬ লাংবন, আসাম ৩১ ভাদ্র, মুসলিম ২৪-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৭ হিজরী।

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মা পুজা শ্রীইঃদিরা একাদশী

সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫২৬২৪ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৪২০। চন্দ্র উদয় শেষ রাত্রি ০১৫৮০৪(১৭) এবং অস্তবিকাল ০৩৩৪৫৮(১৮)।

কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথি একাদশী (নন্দা) সকাল ঘ ০১১২২৫ দং ৪৯২৪৫ পর্যন্ত

নক্ষত্র পুনর্বসু সকাল ঘ ০৯২৯৩৫ দং ১০৭৪২.৫ পর্যন্ত পরে পুষ্যা সকাল ঘ ০৮৫২৫২ দং ৮৩৫১২.৫ পর্যন্ত পরে অশ্লেষাকরণ বব দুপুর ঘ ০২৫৩২৭ দং ২১৭২২.৫ পর্যন্ত পরে বালব সকাল ঘ ০১১২২৫ দং ৪৯২৪৫ পর্যন্ত পরে কৌলব যোগপরিঘ সকাল ঘ ০২২০৫০ দং ৫২১৫৭.৫ পর্যন্ত পরে শিব অমৃতযোগ দিন ০৫২৬৩০ থেকে - ০৭০৩৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৯২৯০৮ থেকে - ১১০৬১২ পর্যন্ত, তারপর ০৩০৮৫১ থেকে - ০৪৪৫৫৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬২১৫৪ থেকে - ০৮৪৪১৯ পর্যন্ত, তারপর ০১২৯০৮ থেকে - ০৫২৬৩০ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০১৩১৪৭ থেকে - ০৩০৮৫১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮৪৪১৯ থেকে - ১০১৯১৬ পর্যন্ত।

কুলিকবেলা দিন ১১০৬১২ থেকে - ১১৫৪৪৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১০১৯১৬ থেকে - ১১০৬৪৪ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১৩০২৮ থেকে - ০১০১২৭ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৮২৮২৯ থেকে - ০৯৫৯২৮ পর্যন্ত।

কালরাত্রি ০২২৮২৯ থেকে - ০৩৫৭২৯ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)

রবি ৫০২৪১৭ (১২) ২ পদ,চন্দ্ ৩১৩২৯৫৮ (৮) ৪ পদ,মঙ্গল ৬১২০৫১ (১৪) ৩ পদ, বুধ ৫৪১৭৫০ (১২) ৩ পদ,বৃহস্পতি ২২৭২৪৪৬ (৭) ৩ পদ, শুক্র ৪৩৩৯৫৩ (১০) ২ পদ,শনি ১১১৩৫৩৪ (২৫) ৪ পদ, রাহু ১০২৫৪৮৩১ (২৫) ২ পদ, কেতু ৪২৫৪৮৩১ (১১) ৪ পদ, শনি বক্রি। লগ্ন কন্যা রাশি সকাল ০৭৩২৫১ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯৪৭০১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২০২৪৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২০৮০৩ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩৫৪৫৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫২৮২০ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬৫৯২৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সন্ধ্যা ০৮৩৯৫৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১০৩৮২১ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২৫১৪২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩০৭২৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৫১৮৪৫ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ আজকের দিনটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ এবং উদ্যমী দিন হবে। আপনি আপনার ভেতরের শক্তি অনুভব করবেন।

বৃষ রাশিঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন।

মিথুন রাশিঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য যোগাযোগের দিন।

কর্কট রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে।

সিংহ রাশি ঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী এবং ইতিবাচক দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস শীর্ষে থাকবে।

কন্যা রাশিঃ চোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

তুলা রাশিঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সম্প্রীতি এবং ভারসাম্য বয়ে আনবে।

বৃশ্চিক রাশিঃ পিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুণ্ণ হবেন না। মনে রাখবেন সমৃদ্ধি মনকে প্রশ্রয় দেয়, বঞ্চনা এটিকে মজবুত করে।

ধনু রাশিঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উসাহ এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে।

মকর রাশিঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুম্ভ রাশি ঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হবে।

মীন রাশিঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়েগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

পণ্যবাহী গাড়ির পিছনে ধাক্কা, মৃত্যু মোটরবাইক আরোহীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ দাঁড়িয়ে থাকা পণ্যবাহী গাড়ির পিছনে ধাক্কা মেরে মৃত্যু হল এক মোটরবাইক আরোহীর। জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোররাতে, ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার জেমস লং সরণির মাঝিপাড়ার কাছে। জানা গেছে, মৃত মোটরবাইক আরোহীর বাড়ি বেহালার বীরেন রায় রোডে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই পণ্যবাহী গাড়িতে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন মোটরবাইক আরোহী। ঘটনার পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

বিশ্বকর্মার আরাধনায় মেতেছে রাজ্যের আপামর বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। দেব কারিগর বিশ্বকর্মার আরাধনায় মেতেছে আপামর বাঙালি। গণেশ পুজো শেষ হতে না হতেই, বুধবার বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছে আপামর বাঙালি। সরস্বতী পুজোয় যেমন বই ছুঁতে নেই, পড়াশোনা বারণ, বিশ্বকর্মা পুজোয় আগুন জ্বলে না কামারশালায়। কাজ বন্ধ থাকে বিভিন্ন শিল্পীদের। বুধবার সকাল থেকেই বিশ্বকর্মা পুজোয় মেতেছেন বিভিন্ন শিল্প ও নির্মাণ পেশার সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কারিগর ও কর্মীরা। বিশ্বকর্মা পুজো প্রতি বছরেই ১৭ সেপ্টেম্বরের জন্য নির্দিষ্ট। ধরে নেওয়া হয়, ১৭ সেপ্টেম্বরই হচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। এবারও অন্যথা হল না। বুধবার সমগ্র বাংলায় যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পূজিত হচ্ছেন শিল্পী ও নির্মাতাদের দেবতা বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা পুজো মনেই আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে রকমারি ঘুড়ির সম্ভারে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই মতো এদিন শহর থেকে শহরতলি ও জেলা সর্বত্রই আকাশে উ।তে দেখা গেল বিভিন্ন রকমের ঘুড়ি।

কাকদ্বীপের স্কুলে শাসক নেতার বিরুদ্ধে শিক্ষক নিগ্রহের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কাকদ্বীপের বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তিনি জানিয়েছেন, সিসি ক্যামেরার মারধরের ফুটেজও মুছে ফেলা হয়েছে। স্কুলে ঢুকে শাসক নেতা তাকে মারধর করেছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। অভিযুক্তের বাড়ি স্কুলের পাশেই থাকায় আতঙ্ক কাটছে না। এই ঘটনায় কাকদ্বীপের স্কুলে তৃণমূল নেতার গুন্ডাগিরির অভিযোগে রাজ্যজুড়ে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে, এবং বিরোধীরা আক্রমণ শানিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, তৃণমূলকে যতদিন না বাংলার মানুষ বাংলা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে, ততদিন ধরে তৃণমূল নেতারা এভাবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শিক্ষককে বের করাটা চালিয়ে যাবেন। এটা নিয়ে আক্ষেপ করা যেতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হবে না। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ হয় না, শিক্ষক নিগ্রহ হয়। গত ১৪ বছর ধরে এটাই আমরা দেখছি। আরাবুল শিক্ষককে জগ ছুড়ে মারছে। ১৪ বছরে ক্যাম্পাসে কত শিক্ষককে আমরা মার খাওয়া দেখলাম, তা নিয়ে বই লেখা হয়ে যাবে। না মুখ্যমন্ত্রীর লজ্জা আছে, না কোনও অনুশোচনা।

উলুবেড়িয়া-১ ব্লকে অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা কর্মশালা ও 'পুষ্টি দিবস' উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ সুপুষ্টি মাস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এক বিশেষ অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা কর্মশালা ও সুপুষ্টি দিবস উদযাপন করা হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই, মা ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ সমাজ গঠন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ. এম. রিয়াজুল হক, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও সুমন বিশ্বাস , বিএমওএইচ ডা. অর্পিতা রায়, সিডিপিও সুদীপ্ত চক্রবর্তী, এসিডিপিও সমিত ঘোষ, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরজ মন্ডল সহ পঞ্চায়েত সমিতির সকল কর্মাধ্যক্ষ। এছাড়াও ব্লকের স্বাস্থ্যকর্মী, আইসিডিএস কর্মী ও স্থানীয় জনগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বুধবার এই কর্মশালায় মোট ৫০ জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৫ জন এস এ এম শিশু, ১০ জন এম এ এম শিশু ও তাঁদের মায়েরা, পাশাপাশি ১৫ জন গর্ভবতী মা। সারা দিনভর কর্মসূচির প্রধান আকর্ষণ ছিল-স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান,পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা অধিবেশন। বিভিন্ন প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র। কর্মশালায় আলোচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মাতৃদুগ্ধ পানের গুরুত্ব ও শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি,স্বাস্থ্যবিধি ও হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি,শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অপুষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব,কম বয়সে বিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্বের ঝুঁকি।শিশুদের মানসিক বিকাশে সুষম খাদ্যের অপরিহার্যতা। আইসিডিএস কর্মীরা কম খরচে পুষ্টিকর খাবার তৈরির নানা সহজ রেসিপি প্রদর্শন করেন। কর্মসূচির শেষে এস এ এম ও এম এ এম শিশু এবং গর্ভবতী মাদের হাতে বিশেষ পুষ্টি সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বিডিও এইচ. এম. রিয়াজুল হক বলেন,সকল শিশু ও মা যাতে অপুষ্টিমুক্ত থাকে, সেটি আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। এ ধরনের কর্মশালা সমাজে স্থায়ী পুষ্টি-সচেতনতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

ভুয়ো কল সেন্টারে বসেই কোটি টাকা প্রতারণা, কলকাতা পুলিশ ফাঁস করল আন্তর্জাতিক চক্রের পর্দা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতার বুকে আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের সন্ধান মিলল! ভুয়ো কল সেন্টারের কাণ্ড ফাঁস করেছে কলকাতা পুলিশ। মার্কিন নাগরিকদের ফোন করে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ১০ লাখ টাকার বেশি নগদ, একাধিক মোবাইল এবং দু'টি গাড়ি। ঘটনার তদন্ত চলছে পুলিশি নজরদারিতে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার বুকে বিভিন্ন জায়গায় ভুয়ো কল সেন্টার খুলে বসেছিল প্রতারকরা। নিজেদের ডেরা থেকে আন্তর্জাতিক এক অর্থ প্রযুক্তি সংস্থার নাম নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের ফোন করতেন নানা অছিলায়। কোনও সময় টেকনিক্যাল সাপোর্ট, কখনও টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিতেন প্রতারকরা। সেই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারণার শিকার হতেন তাঁরা। এই সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পর, তদন্তে নামে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে একাধিক জায়গায় অভিযান চালান তদন্তকারীরা। দু'টি ফ্ল্যাট থেকে এবং জালিয়াতি কল সেন্টার পরিচালনার সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে।

১০জনকে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা। মূল অভিযুক্ত জাভেদ খানকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১০টি মোবাইল, ৮টি ল্যাপটপ, একটি রাউটার এবং প্রচুর পরিমাণে সোনা। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ১০ লাখের বেশি নগদ অর্থ। তিনটি এক্সারসাইজ বুকও পাওয়া গেছে, যাতে টাকার হিসাব ধৃতদের কাছ থেকে একটি স্কোডা স্লাভিয়া এবং একটি মাহিন্দ্রা এক্সইউভি গাড়ি, পাশাপাশি ১০টি বহুজাতিক সংস্থার ঘড়িও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বুধবার আদালতে পেশ করে পুলিশ তাদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না।

হুগলিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পূণ্যার্থী বোঝাই বাসের ধাক্কায় মৃত্যু, জখম ১২ জন!

নিজস্ব সংবদদাতা, হুগলি,১৭ সেপ্টেম্বর ঃ হুগলির গুড়াপে ১৯ নম্বর জাতীয় স।ড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পূণ্যার্থী বোঝাই একটি বাস। এই ঘটনায় একজন পূণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে, আরও ১২ জন জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। খবর অনুযায়ী, একটি লরির পিছনে বাসটি সজোরে ধাক্কা মারে। বাস চালকের ঘুমিয়ে পড়ার কারণে কি দুর্ঘটনা ঘটেছে-এই প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ তৎপরতার সাথে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫২ জন পূণ্যার্থীকে নিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে গিয়েছিল। গতকাল, মঙ্গলবার দেওঘর থেকে পূণ্যার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। আজ, বুধবার ভোরে হুগলির গুড়াপে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বাসটি যাওয়ার সময় বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানা গিয়েছে, বাসটি সজোরে গিয়ে একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। বাসটির গতি এতটাই বেশি

ছিল যে, লরিটিকে নিয়েই সেটি বেশ কিছু সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

ভোরে বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে যান স্থানীয়রা। বাসের মধ্যে থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পূণ্যার্থীদের উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় গুড়াপ থানায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। জখম যাত্রীদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। দুর্ঘটনায় এক পূণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জখম ১২ জন পূণ্যার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর। বাকিদের গুড়াপেরই একটি কমিউনিটি হলে সাময়িক থাকার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা রাত বাস চালানোর পর ভোরের দিকে চালক কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা লাগার ফলে বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, বাসটি যথেষ্ট গতিতে চলছিল। পুলিশ চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে জানিয়েছে। ঘাতক বাসটিকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

জয়নগরে এবারের পুজো মন্ডপ গুলিতে মহানায়ক উত্তম কুমারকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এবারের পুজো মহানায়ক উওমময় হতে চলেছে জয়নগর।এবারের দুর্গাপুজোয় জয়নগরের রাস্তা ঘাটে বা পুজো মণ্ডপে ঘুরলে কানে আসতে পারে উত্তম কুমারের বিভিন্ন সিনেমার কালজয়ী সব গান। মহানাযকের জন্ম শতবর্ষে পুজোর একটি দিন জুড়ে তাঁরই সিনেমার বিভিন্ন গান বাজানোর পরিকল্পনা করেছে এলাকার পুজো কমিটিগুলি।এই রীতি শুরু হয়েছিল বছরকয়েক আগে জয়নগর থানার বহড়ুর ভূমিপুত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েয় জন্ম শতবর্ষে। সেবার জয়নগর থানার তকালীন আইসি অতনু সাঁতরা পুজো কমিটিগুলিকে প্রস্তাব দেন, পুজোর একটি দিন হেমন্তকে উসর্গ করে দিনভর তাঁর গান বাজানো হোক। সেই প্রস্তাব মেনে সপ্তমীর দিন হেমন্তের গান বাজে জয়নগর থানা এলাকার প্রতিটি পুজো মণ্ডপে। এমনকী হেমন্তের ছবি রেখে শ্রদ্ধাঞ্জলিও দেওয়া হয় মণ্ডপে মণ্ডপে। পরে সত্যজিত রায়ের জন্ম শতবর্ষেও একই ভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিলজয়নগরে। এবার একই ভাবে উত্তমকুমারের জন্ম শতবর্ষে উওম শ্রদ্ধার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।সোমবার জয়নগর শিবনাথ

শাস্ত্রী সদনে পুজো বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানেই জয়নগর জয়চণ্ডীতলা সর্বজনীন দুর্গোসব কমিটির সম্পাদক চঃদন চট্টোপাধ্যায় হেমন্ত, সত্যজিতের শতবর্ষ উযাপনের প্রসঙ্গ টেনে এবার সপ্তমীতে দিনভর মণ্ডপে উত্তমকুমারের গান বাজানোর প্রস্তাব রাখেন। উপস্থিত পুজো কমিটির কর্মকর্তারা হাততালি দিয়ে প্রস্তাবে সমর্থন জানান। পরে বহু পুজো উদ্যোক্তারাই জানান,হেমন্ত সত্যজিতের ধাঁচে এবার পুজোয় উত্তমের গান বাজাবেন তাঁরা।চঃদন এও বলেন, জয়নগর মজিলপুর সংস্কৃতির শহর। এর আগে আমরা সকলে মিলে দুর্গাপুজো হেমন্তময় করে তুলেছিলাম।এবারও উত্তম কুমারের গানে মুখরিত হবে এলাকা। উত্তম কুমার বাঙালির অন্যতম সেরা আইকন। বাংলা বিদ্বেষী এই আবহে তাঁর গান বাজানোর থেকে ভাল আর কী হতে পারে! আমাদের পুজোয় এবার প্রতিদিনই উত্তমের গান চালানো হবে। উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানাতে অন্য নানা পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে আমাদের।

সম্প্রীতি বিঘ্নিত করতে পারে বিজেপি, দলের নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি অভিষেকের!

নিজস্ব প্ররতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেমম্বর ঃ সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু এলাকায় ফের সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার আশঙ্কা করছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বসিরহাট এবং যাদবপুর-ডায়মন্ড হারবার দুই সাংগঠনিক জেলার দলীয় বৈঠকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন তিনি। এসআইআর তো বটেই একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে টার্গেট করে বিজেপি অশান্তির আগুন জ্বালানোর ষড়যন্ত্র করতে পারে বলে দলীয .নেতৃত্বকে সতর্ক করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। সেখানেই বসিরহাটের সঙ্গে যাদবপুর-ডায়মন্ডহারবার জেলাতেও বিজেপির ঘৃণ্য চক্রান্ত নিয়ে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের সতর্ক করেন অভিষেক। বলেন, কেউ যেন গেরুয়া শিবিরের এই ফাঁদে পা না দেন।

বসিরহাট ওসন্দেশখালি নিয়ে এর আগেও লোকসভা ভোটের মুখে সাম্প্রদায়িক উসকানির অভিযোগ-সহ মহিলাদের অসম্মান করার মিথ্যা প্লট বানিয়ে বাংলাকে বদনাম করার অভিযোগে বিজেপিকে কোণঠাসা করেছিল তৃণমূল। আবারও বিধানসভা ভোটের আগে এসআইআরকে সামনে রেখে নতুন করে যাতে কোনও অশান্তির ঘটনা

না ঘটাতে পারে, সেজন্য সতর্ক থেকে জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দেন অভিষেক। ষড়যন্ত্র করে বসিরহাট লোকসভার উপনির্বাচন বিজেপি আটকে রেখেছে, তবে বিধানসভা ভোটের সঙ্গে সেই নির্বাচন হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করে বলেছেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষ সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করছে। হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক ও স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনের সভাপতির মধ্যে বিরোধ নিয়েও অসন্তুষ্ট দল। বিশেষ করে পুজোর সময় জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারেও সাংসদ সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। উৎসব চলাকালীন কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তাতেও নজর রাখতে বলেছেন তিনি। পুজো কমিটিগুলোর মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়ানোর কথাও বলেছেন। বড় সভার পরিবর্তে ছোট ছোট সভায় রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্প তুলে ধরে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর জেলাকে। দুই সাংগঠনিক জেলার টাউন ও ব্লক সভাপতিদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা দল সংগ্রহ করেছে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর! কেন্দ্রকে টেক্কা দিয়ে নবান্নের বড় ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বড় সুখবর। পুজোর আগেই তাদের বেতন পরিশোধের ঘোষণা দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, যা কেন্দ্রের পরিকল্পনার থেকেও এগিয়ে। ইতিমধ্যেই অর্থদপ্তর এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর প্রদান করা হবে। একই সঙ্গে গ্র্যান্ট ইন এড বেতন, ওয়েজেস, রেমুনারেশন, স্টাইপেন্ড এবং অনারারিয়ামও ওই দিন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই মাসের পেনশন পাওয়া যাবে আগামী ১ অক্টোবর থেকে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকেই পুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে। চলবে আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। সে কারণেই এবার মাসের বেতন আগে মিটিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত। এহেন সিদ্ধান্তে পুজোর মাসে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে সরকারি কর্মীদের। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর মাসের জয় বাংলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন

আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের অর্থ উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি মারফযাবে। আর তা আগামী ১ অক্টোবর দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন দপ্তরের ডিডিও এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস অফডিপোজিট অ্যাকাউন্টসগুলিকে ট্রেজারিতে বিল বা অ্যাডভাইস আগে জমা দিতে নির্দেশদিয়েছে অর্থদপ্তর।

ভোটমুখী বাংলায় বাঙালির 'জয়ের' উদ্দেশ্যে পুজোর সময় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আগাম বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, চলতি মাসের ২৬ তারিখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন। এই প্রসঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু এক ধাপ এগিয়ে, কেঃদ্রের বেতন পাওয়ার আগেই এবার রাজ্য সরকারি কর্মীরা পুজোর আগে তাদের বেতন হাতে পাবেন।

আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড় , ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভাঙড়ে ফের আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষের ঘটনা, এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, আইএসএফ নেতা কারিমুল ইসলাম ও তাঁর অনুসারীরা তৃণমূল কর্মী আসরাফুল মোল্লাকে বেধড়ক মারধর করেছেন। ঘটনার সময় ভাঙড়ের হাতিশালা সিক্স-লেন এলাকায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি পোলেরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, হাতিশালা ইনফোসিসের সামনে সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আড্ডা খাওয়া দাওয়ার জনে এসে উপস্থিত হয়। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত আসরাফুল মোল্লা কয়েকজনের সঙ্গে উপস্থিত ছিল। অপর দিকে আইএসএফ নেতা কারিমুল মোল্লা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে তাঁকে লাঠি, রড নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। ঘটনায় তৃণমূল কর্মী আসরাফুলের মাথা ফেটে যায় বলে অভিযোগ। পরে খবর পেয়ে অনান্য তৃণমূল কর্মীরা ঘটনাস্থলে চলে এলে, আইএসএফের কর্মীরা চলে যান বলে দাবি। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পোলেরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে পরপর দুদিন ভাঙড়ের এই হাতিশালাতে আইএসএফ এবং তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আতঙ্কে এলাকার সাধারণ মানুষ। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, ওরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখানে তৈরি ছিল। আমাদের নেতারা যাঁরা প্রত্যেকদিন ওখানে বসেন, তাঁদেরকে প্রাণে মারার চক্রান্ত করছিল। বিগত কয়েকদিন ধরেই কারিমূলের নেতৃত্বে পরিকল্পনা করা ছিল, আমাদের যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে। যদিও আইএসএফের নেতৃত্বের বক্তব্য, তৃণমূল সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। তৃণমূলের কর্মীরাই আইএসএফের ওপর হামলা চালিয়েছে।

শ্যামা মায়ের পুজোর সূচনায় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস

,জয়নগর, সামনে দূর্গাপুজো, আর তার পরেই শ্যামা পূজো। দূর্গাপুজোর প্রস্তুতির মাঝেই শ্যামাপূজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল জয়নগরে।বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বিকালে ধর্মীয় রীতি মেনে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত অটো স্ট্যান্ডে দক্ষিন বারাশত ইয়ং ব্লাডের পরিচালনায় ৫৩ তম বর্ষের শ্যামা পুজোর খুঁটি পুজো হয়ে গেল।এদিনের এই খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী হালদার, দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা তৃনমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর,দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের সভাপতি তাপস বিশ্বাস, সজল দাস সহ আরো অনেকে।ধর্মীয় রীতি মেনে পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এদিন খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে শ্যামা পুজোর সূচনা হয়ে গেল।

তিনটি এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি সংশোধিত

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, (হি.স.).বৃহস্পতিবার (১৮৯) থেকে পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে ১৩৪৩৫ মালদা টাউন - গোমতী নগর অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের সময .পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছে। ট্রেনটি মালদা টাউন থেকে ১৯২.৫ টার পরিবর্তে ২০০.৫ টায .ছাড়বে এবং নিউ ফারাক্কা (আগমনপ্রস্থানঃ ২০২৮২০৩০ ঘন্টা), বারহাওড়া (আগমনপ্রস্থানঃ ২০৫০২০৫২ ঘঃটা), সাহেবগঞ্জ (আগমনপ্রস্থানঃ ২১৪০২১৪২ ঘন্টা), কাহালগাঁও (আগমনপ্রস্থান ২২১৩২২১৫ ঘন্টা), ভাগলপুর (আগমনপ্রস্থান ২৩২০২৩৩০ ঘন্টা), সুলতানগঞ্জ (আগমনপ্রস্থানঃ ২৩৩৮২৩৪০ ঘন্টা), জামালপুর (আগমনপ্রস্থানঃ ০০৫০০০৫৫ ঘন্টা) এবং অভয়পুর (আগমনপ্রস্থান০১১২০১১৪ ঘন্টা) থামবে। তাছাড়া, ১৫৭৩৩ বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক তিনবার) এবং ১৫০৯৭ ভাগলপুর - জম্মু তাওয়াই অমরনাথ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের সমযসূচী জামালপুর, ধরহারা এবং অভইপুর স্টেশনে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে.১৫৭৩৩ বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (সপ্তাহে তিনবার) জামালপুর (আগমনপ্রস্থানঃ ০০৫০০১০০ ঘন্টা) এবং অভয়পুর (আগমনপ্রস্থানঃ ০১১৯০১২১ ঘন্টা) এবং ১৫০৯৭ ভাগলপুর - জম্মু তাওয়াই অমরনাথ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস জামালপুর (আগমনপ্রস্থানঃ ০১০৫০১১০ ঘন্টা), ধরহারা (আগমনপ্রস্থানঃ ০১২০০১২২ ঘন্টা) এবং অভয়পুর (আগমনপ্রস্থানঃ০১২৯০১৩১ ঘন্টা) থামবে।

আরতি কটন মিল নিয়ে মুখ খুললেন মনোজ তিওয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দাসনগরের আরতি কটন মিল নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। বুধবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সকালে হাওড়ায় সাঁতরাগাছি বাস মালিক সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাসনগরের আরতি কটন মিলের বিষয় নিয়ে মুখ খোলেন মনোজ। তিনি বলেন, আরতি কটন মিলের আর্থিক অর্ডার রাজ্য সরকারের হাতে নেই। রাজ্য সরকারের হাতে থাকলে তা দিযে দিত। কিছুদিন আগে আরতি কটন মিলস এর সামনে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে ওখানে গত ৫ বছর ধরে শ্রমিকদের বোনাস, গ্র্যাচুইটি কিছুই দেওয়া হয়নি। অর্ধেক বেতন পায় ওরা। তাও গত সাত মাস বন্ধ। সেই কারণে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। প্রতিবাদ করায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কটন অর্গানাইজেশন এর মেন্ট র শমীক ভট্টাচার্য আশ্বাস দেন খুব তাড়াতাড়ি মিলের উৎপাদন চালু করার ব্যবস্থা করবেন। যদি প্রতিবাদ না করা হত তাহলে ঐতিহ্যমন্ডিত পুরনো আরতি কটন মিলস বন্ধই থাকত। আশা করছি উনি কথা দিয়ে কথা রাখবেন। কিন্তু অতীতেও দেখা গেছে, বিজেপি কথা দিয়ে কথা রাখেনা। নির্বাচন সামনে আসছে বলে বিজেপি কর্মীরা জেগে উঠেছেন।

খড়দহের বেআইনি অস্ত্র চক্রে পুরুলিয়ার যোগ,গ্রেপ্তার এক কর্মচারী!

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার খ।দহ ও খাস কলকাতার বিবাদী বাগে বেআইনি অস্ত্র কারবারের তদন্তে এবার পুরুলিযার নামও উঠে এসেছে। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের দোকানগুলোতে মেযাদ উত্তীর্ণ আগ্নেযাস্ত্র ব্যবহার করে বেআইনি ব্যবসা চলছিল বলে অভিযোগ। তদন্তে নেমে এসটিএফ পুরুলিয়া থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।ধৃতের নাম শেখ মনু। তার বাড়ি পুরুলিযার ঝালদা থানার হুসেনডি গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ঝালদা থানায. বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। বর্তমানে মাঝবযসি ওই ব্যক্তি শহর পুরুলিযা. ঘেঁষা টামনা থানার দুলমি এলাকায. একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ঝাড়খণ্ড ছুঁযে. থাকা পুরুলিযায়.হানা দিযে.তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পাশাপাশি পুরুলিযা. শহরের দশের বাঁধ মোড়ে ওই বঃ দুকের দোকানও সিল করে দেয়। সেখানে মজুত থাকা অস্ত্রের নথিপত্র নিযে.ওই দোকানের মালকিন সুশীলা আধিযাকে কলকাতায.তলব করেছে এসটিএফ। গত ৪ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ পুর শহরের রহড়া রিজেঃট পার্কের একটি আবাসনে হানা দেয. এসটিএফ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয. প্রচুর আগ্নেযাস্ত্র, গুলি ও নগদ টাকা। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে এসটিএফ জানতে পারে বেআইনি অস্ত্র কারবারে যোগ রয়েছে উত্তর কলকাতার একটি বহু পুরনো নামজাদা আগ্নেযাস্ত্রের দোকানের। ফলে গত ৪ সেপ্টেম্বর ওই বঃদুক দোকানে হানা দিযে.তিন মালিককে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে পাওযা. তথ্যের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার কলকাতা থেকে বেঙ্গল এসটিএফের একটি দল পুরুলিযায়. আসে।

তদন্তকারীরা শহরের দশেরবাঁধ মোড়ে গান হাউসে হানা দেন। পরে দুলমি এলাকা থেকে আটক করা হয় শেখ মনুকে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। স্থানীয. সূত্রে জানা গিয়েছে, দশেরবাঁধ মোড়ে গান হাউসটি শেখর আধিযার নামে ছিল। সেখানে বঃ দুক-গুলি কেনাবেচা ছাড়াও লাইসেন্সপ্রাপ্ত বঃদুক ভাড়া দিযে. হেফাজতে রাখা হত। ২০১০ সালে শেখর আধিযা. মারা যাওযার পর বেশ কিছুদিন দোকানটি বন্ধ থাকে। তারপর ওই দোকানের মালকিন তারাপদ নামে এক কর্মচারীকে দিযে. দোকানটি পুনরায.চালু করেন। পরে তারাপদকে সরিযে. সেই জাযগায. শেখ মনু আসে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিযেছে, বর্তমানে ওই দোকান থেকে বঃদুক-গুলি কেনাবেচার কোনও বৈধ লাইসেন্স ছিল না। তবে পূর্বে জমা হওযা. বহু আগ্নেযাস্ত্র ও গুলি এখনও ওই দোকানেই সেফ কাস্টডিতে আছে। ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ২২ অক্টোবর অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ওই দোকানটি পরিদর্শনে গিযে.দোকানের মালকিন সুশীলা আধিযাকে পাননি। ফলে এই মর্মে তকালীন পুরুলিযার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)

অরি ঃদম বিশ্বাসের সই করে একটি নোটিস দোকানের বাইরে সাঁটিযে. দেওযা. হয। সুশিলাকে তলব করে প্রশাসন।তবে ওই নির্দেশের পরেও সুশীলা আধিযা. জেলা প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করেননি বলে অভিযোগ। এদিন ওই দোকানের মালকিন সুশীলা অধিযা. বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার চালাতে চরম সমস্যায. পড়েছিলাম। ফলে দোকানের এক কর্মচারীকে বিশ্বাস করে দোকানটি পুনরায.চালু করেছিলাম। কে জানে ওই কর্মচারী কী করেছে। পুলিশ আধিকারিকরা রেজিস্টার ও বঃদুক দেখে সঃদেহ প্রকাশ করেন। তাই আমাকে বৈধ নথি নিযে.কলকাতায. দেখা করতে বলা হযেছে। তবে তাঁকে শেখ মনু সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তিনি জানান, ও পার্টনার ছিল। কাঠের ব্যবসা করে। ওর ব্যবসা আলাদা, আমার ব্যবসা আলাদা। ওর সঙ্গে জড়াবেন না।পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, মনুর এই দোকানের মালিকের সঙ্গে ধৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুশীলার বাড়িতেও তার অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি বেআইনি অস্ত্র কারবার চালাতেন। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, পূর্বে যে সমস্ত বঃদুক ওই দোকানে জমা প।ছিল, তার সঙ্গে রেজিস্ট্রারের কোনো মিল নেই। ফলে ধৃতকে হেফাজতে রেখে আরও তথ্য খুঁজে বের করতে চাইছে এসটিএফের তদন্তকারীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১ আশ্বিন, ১৪৩২

সোনার কেল্লার সাহসী দৃশ্য

সোনার কেল্লার এক দৃশ্যে ফেলুর বিছানায় কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দিয়েছিল মন্দার বোস। সেই দৃশ্যের শুটিং রাজস্থানে হলেও কাঁকড়া বিছে কিন্তু কলকাতা থেকে গিয়েছিল। কলকাতা ময়দানের শহিদ মিনারের নীচ থেকে বিছে দুটো কেনা হয়েছিল। সেখানে একটা মেলা বসে। সেই মেলা দেখেই কিন্তু বাবার মাথায় 'ফটিকচাঁদ'-এর প্লট এসেছিল। বাবার ভয় ছিল রাজস্থানে গিয়ে যদি বিছে জোগাড় করা না-যায়, তা হলে তো শুটিংই বানচাল হয়ে যাবে! আলাদা-আলাদা কাচের শিশিতে ভরে বিছে দুটোকে নেওয়া হয়েছিল। শিশির মাথায় ছোট-ছোট ফুটোও করা ছিল। যাতে বিছে দুটো নিশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু এত আয়োজনের পরও রাস্তায় একটা বিছে মারা যায়। অন্যটা অবশ্য ঠিক ছিল। শুটিংয়ের পর ওটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছবিতে কাঁকড়াবিছে ছাড়ার দৃশ্য তো সবার দেখা। তবে সেটা ছাড়াও কামু মুখোপাধ্যায় আরও সাহসী দৃশ্য করেছিলেন। চিত্রনাট্যে যে দৃশ্যগুলো ছিল, সেই সব তোলার পর বাবা বলেছিলেন, তুমি কাঁকড়া বিছেটা তুলে ধরতে পারবে? কামু বলেছিলেন, না-পারার কী আছে? বাবা তৎক্ষণাৎ আরও একটা দৃশ্য তুলেছিলেন। তাতে বিছের লেজ ধরে মন্দার বোস সেটা তুলে নিচ্ছে। কিন্তু এডিটিংয়ে বসে বাবা সেই দৃশ্যটা বাতিল করেন। বাবার যুক্তি ছিল, যে বিছেকে ভিলেন অনায়াসে ধরতে পারছে, সেটা দেখে ফেলু ভয় পাচ্ছে, এটা ঠিক নয়। এতে ফেলুর ইমেজে ধাক্কা লাগবে। শুধু কাঁকড়াবিছে ধরা নয়, কামু আরও দুঃসাহসী শট দিয়েছিলেন সোনার কেল্লায়। মনে আছে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় লাঠি স্টেশনের সেই রাতের শুটিং। লাঠি ছিল। রাজস্থানের এক শুনশান স্টেশন। সেই স্টেশনকেই ছবিতে রামদেওয়া স্টেশন হিসেবে দেখানো হয়েছিল। সেই স্টেশন থেকে ফেলুরা তিনজন রাতের ট্রেনে উঠবে। ওদিকে মন্দার বোসও উঠবে ওদের শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ঠিক হল, দুটো ক্যামেরা নিয়ে শুট করা হবে। একটা থাকবে ইনস্পেকশন ট্রলিতে। সেই ট্রলি ট্রেনের পাশে-পাশে ছুটবে। আর- একটা ক্যামেরা থাকবে ট্রেনের মাথায়। ট্রলিতে থাকবেন বাবা আর সৌমেন্দু রায়। ট্রেনের মাথায় উঠবেন সহকারী ক্যামেরাম্যান পূর্ণেন্দু বসু। তখন তো স্টান্টম্যান বলে কিছু ছিল না। স্টেশনে দাঁড়িয়ে শট বোঝানোর সময় বাবা একবার কামুকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি ট্রেনের এক কামরা থেকে ঝুলে ঝুলে আর-এক কামরা যেতে পারবে? কামু এক পায়ে রাজি। সত্যজিৎ বলেছিলেন, ট্রেন চলবে কিন্তু! ভেবে দেখো! কামু তাতেও পিছপা হলেন না। তখন ওই দৃশ্য তোলা হল। যেখানে ফেলুর রিভালভারের সামনে থেকে পালাতে গিয়ে মন্দার বোস এক কামরা থেকে আর-এক কামরায় ঝুলে-ঝুলে গেল। ছোটবেলা থেকে সত্যজিৎ রায়কে নানা ভূমিকায় দেখেছিলেন সন্দীপ রায়। কখনও তিনি স্নেহশীল পিতা। পিতার ওপরে আগাধ বিশ্বাস ছিল সন্দীপ রায়ের। বহু আসাধ্য সাধন করতে পারতেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর ছবিতে বহু দুঃসাহসিক দৃশ্য রয়েছে তা ক্যামেরায় তুলতে হয়েছে।

লেখক বিভূতিভূষণ

লেখক হতে গেলে বিশেষ করে তিনটি ক্ষমতার অধিকারী হওয়া চাইই চাই। প্রথমত, প্রচুর পড়াশোনা, অর্থাৎ বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন; তৃতীয়ত, কতখানি সিমেন্টের সঙ্গে কতখানি বালি মেশালে ইমারত গাঁথা যায়, সে কলাকৌশলটুকুও জানা চাই। অর্থাৎ কতখানি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতটুকু কল্পনার মিশেল দিলে সেটি যে লেখা সাহিত্যে পদবাচ্য হবে সে বিষয়ে অবশ্যই থাকা চাই টনটনে জ্ঞান। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তিন ক্ষমতার ক্ষমতার অধিকারী তো ছিলেনই। তাঁর লেখাতে ছিল আর একটি জাদুকরী ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাটি হচ্ছে মায়া। বিভূতিভূষণ যে এত মায়া দিয়ে সমাজ ও দেশ গ্রামের তুচ্ছ জিনিসগুলো এত মনোমুগ্ধ করে তার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার তুলনা স্বয়ং তিনি নিজে। তাঁর তালনবমী কিংম্বা মেঘমল্লার গল্প পড়ি সেই কিশোর বয়সে। তখনই গভীর একটা দাগ কেটে যায় মনে। তালনবমী, ছোট গল্পে দেখানো হয়েছে গ্রাম বাংলার ছবি সেই সাথে দারিদ্র্যকে, আর দেখানো হয়েছে ছোট দুই ভাই নেপাল-গোপালের সুন্দর শৈশবকে। নেপাল, গোপাল খুব গরীব গৃহস্থের ছেলে ঘরে চালের আকাল তাই এখন পেটপুরে খেতে পারে না। এর মধ্যে শুনতে পাই গ্রামের জটিপিসির বাড়িতে তালনবমী তে সবাইকে খাওয়াবে। তারা নেমন্তন্নের আশায় দিন গুণে বিশেষ করে ছোট ভাই গোপাল। গোপাল নেমন্তন্ন যাতে হাতছাড়া না হয় এই জন্য পিসিকে সকাল সকাল তাল দিয়ে এসেছে বিনে পয়সাতে। অবশেষে সে শুভ দিন চলে আসে গোপালের হিসাব মেলে না, কেন পিসি তাদের এখনো দাওয়াত দেয়নি বা কিছু বলেনি। এমন সময় সে দেখে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তার পরিচিত বাচ্চারা তাদের বাবা-মা কে নিয়ে পিসির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে, ছোট গোপালের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। জলে ঝাপসা মানে একটি স্বপ্নের ইতি যেটা সে বিগত কয়দিন ধরে দেখে আসছিল। ছোট ছোট জিনিস গুলো শিশুকালে আমাদের হৃদয়ে আঁচড় কাটে। যখন গোপাল বড় হবে এই নেমন্তন্ন না দেওয়ার বিষয়টা তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে কিন্তু ছোট বলেই এত কষ্ট। ওর খেলার সাথীরা যখন নেমন্তন্ন খেয়ে গল্প করবে তখন নেপাল, গোপালকে চুপ থাকতে হবে। তাদের যে নেমন্তন্ন করেনি ভুলে সেটা বলা যাবেনা এটা বলা মানে নিজের অপমান ছোট্ট গোপাল সেটা ঠিক বোঝে। কিংবদন্তি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী। যাপিত জীবনের জঠরযন্ত্রণা, দুই চোখে দেখা বিচিত্র ঘটনা, জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা তার সবই স্থান পেয়েছে তাঁর অমর সাহিত্যে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

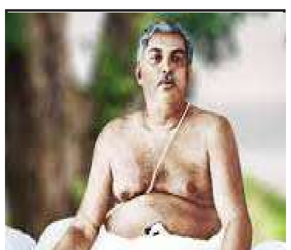

মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা সম্পদ। সেই মানব সম্পদকে সঠিকভাবে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। মাতৃভক্তি দিয়ে স্বদেশ এবং পরিবারকে আপ্লুত করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মা সবার মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি সবার মা। তাঁর কাছে ধনী দরিদ্র সবাই সমান। তিনি সবার ভালোবাসার ধাত্রী। উত্থিত হবে মহা দৈব্য মহাশক্তির। সেই মহৎ মাতৃ দৈব্যশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মানব সেবায় এবং দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী শক্তির উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্ব জগত পরিচালিত হয়ে থাকে নারী শক্তিকে গ্রহণ করে।

ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গোয়াতে, তারপরেই বাংলায়

দেবাঞ্জন দাস, কলকাতা

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপিত হয় ১৫৫৬ সালে, গোয়ায়। পর্তুগিজরা প্রথম এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে, ১৫৬৭ সালে গোয়ার ছাপাখানা থেকে এ অঞ্চলের প্রথম বইটি ছেপে বের হয়।

খ্রিস্টান মিশনারিরা তাঁদের ধর্মীয় ভাবনা বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন। যদিও ১৫ শতকের মধ্যভাগে জার্মান বিজ্ঞানী জোহানেস গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কার মুদ্রণ ব্যবস্থায় বিপ্লব আনে। আর এই বিপ্লব পৃথিবীতে রেনেসাঁর সূত্রপাত করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারণ তো এখান থেকেই শুরু। মুদ্রণযন্ত্র সহজলভ্য হওয়ায় বই ছাপাও সুলভ এবং সহজ হয়ে ওঠে। আর তখন থেকে পৃথিবীর ইতিহাস আরো সহজে ছাপার অক্ষরে বইয়ের পাতায় স্থান পেতে শুরু করে। অথচ যার হাত ধরে এই ছাপাখানা আবিষ্কার, তার জন্মের ইতিহাসই সঠিকভাবে ছাপা হয়নি!

আর বাংলায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৭৭৭ সালে। জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৭৭ সালে 'স্ক্র— স্থুব্ধথিত্রঠ্ঠত্র' নামের সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। প্রথম বই প্রকাশের কৃতিত্ব প্রথম দেখান আরেক ইংরেজ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালে (১৭৫১-১৮৩০)। ১৭৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি থেকে প্রকাশিত তাঁর 'ঙ ঝুথদ্বদ্বথন দ্ধ ঠ্ঠত্র স্ক্র— স্থুজ্রথ— স্তুথত্ত্ব গ্রন্থে বাংলা হরফের প্রথম মুদ্রিত উপস্থিতি দেখা যায়।

পূর্ববঙ্গে আরো পরে বই মুদ্রিত হয় সেটা প্রায় ১৮০০ সালে, কারন মুসলিম বাঙ্গালীরা বাংলা স্কুলে যাওয়া শুরু করে ১৭৯০ এর দিকে, এর আগে আরবী, ফারসি পড়ার প্রচলন ছিল।

কাজেই বাঙ্গালি মুসলমানরা বাংলা পড়ার সুযোগ ১৭৯০ এর আগে ছিলইনা।

মূলত ঐতিহাসিক বরিশাল জিলা স্কুল তৎকালীন বরিশাল জেলার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট মি. এন. ডব্লিউ গ্যারেট এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়। তার নির্দেশনায় ১৮২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশনের মাধ্যমে বরিশাল ইংলিশ স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫ জুলাই ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল'। এটিই বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রথম (সরকারি) স্কুল। ঢাকা শহরে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ব্যাপটিস্ট মিশনারি ওয়েন লিওনার্দোর। তিনি ঢাকায় আসেন ১৮১৫ সালে। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলেন। ১৮১৬ সালে লিওনার্দো একক প্রচেষ্টায় প্রধানত খ্রিষ্টান শিশুদের জন্য স্কুল খোলেন। এটিই ঢাকা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রথাগত স্কুল।

অ্যান্ড্রুজ নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক হালের বইটি ছেপেছিলেন তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা থেকে। ঐতিহাসিক এই ছাপা খানাটি 'অ্যান্ড্রুস প্রেস' নামে সবার কাছে পরিচিত। বাংলা হরফ নির্মাণকারী তথা বাংলা ছাপাখানা ও মুদ্রণ শিল্পের জনক হিসেবে যাঁকে আমরা জানি তিনি ব্রিটিশ সিভিলিয়ান স্যার চার্লস উইলকিন্স

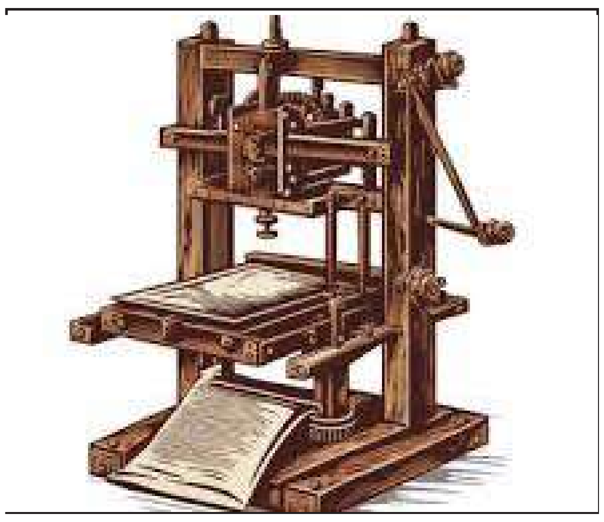

(১৭৫০-১৮৩৬)। ছেনি কেটে হরফ তৈরির কৌশল তিনি লন্ডনে থাকার সময়ই আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতে এসে সেই বিদ্যা কাজে লাগান। হালের অনুরোধে উইলকিন্স পর পর সাজানো ধাতুনির্মিত চলনশীল বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। হরফ নির্মাণে উইলকিন্সের সহযোগী ছিলেন বাঙালি খোদাইশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। হুগলির ত্রিবেণীর অধিবাসী পঞ্চাননই একমাত্র বাঙালি, যিনি ঢালাই করা চলনশীল ধাতব হরফ তৈরি করার কৌশল রপ্ত করতে পেরেছিলেন। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয় পঞ্চাননের তৈরি অক্ষরে।

১৭৮৫ সালে জোনাথন ডানকানের 'ইম্পে কোড'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তাঁর তৈরি হরফে। মূলত ডানকানের এই গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা গদ্য রচনার সূচনা হয়।

বাংলা মুদ্রণ ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের অবদান আলাদা করে বলতে হয়। উইলিয়াম কেরি, জশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭), উইলিয়াম ওয়ার্ডের (১৭৬৯-১৮২৩) মতো কিছু উৎসাহী ব্যক্তি ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা থেকে ধর্মপুস্তকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। ছাপাখানাটির সঙ্গে ইংরেজদের পাশাপাশি দুজন বাঙালির নাম জড়িয়ে আছে। প্রথমজন সেই পঞ্চানন কর্মকার আর দ্বিতীয়জন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। গঙ্গাকিশোর ছিলেন একাধারে মুদ্রণশিল্পী, পুস্তক ব্যবসায়ী, প্রকাশক এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকার। তিনি প্রথম বাঙালি প্রকাশক হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। গঙ্গাকিশোর কলকাতায় 'বাঙ্গালী প্রেস' নামের একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' তাঁরই ছাপখানা থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশেও পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে বাংলা প্রকাশনার সূচনা হয়। জানা যায়, ঢাকার ভাওয়াল পরগনায় নাগরীর গির্জা ও মিশনে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো। যদিও সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি, তবে এতটুকু জানা গেছে যে এখান থেকে পাদ্রি ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাও তিনটি বাংলা বই প্রকাশ করেছিলেন। বইগুলো বাংলা ভাষায় রচিত হলেও এর হরফ ছিল রোমান। লিসবন শহরে বইগুলো ছাপা হয়েছিল বলেও কেউ কেউ বলে থাকেন। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, পূর্ববঙ্গের প্রথম ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরের জনপদ রংপুরে। ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বার্ত্তাবহ যন্ত্র' ছাপখানাটি থেকে প্রকাশিত হতো রংপুরের প্রথম সাময়িকপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ'। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন গুরুচরণ রায় নামের একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। পরে এর মালিকানা পরিবর্তন হয়। বেশ কিছুকাল পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ছাপাখানাটি কাঁকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী কিনে নিয়ে 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। এ ছাড়া রংপুরের 'লোকরঞ্জন শাখা' (১৮৮৩), 'মহীগঞ্জ পদ্মাবতী' (১৮৯৪), 'সরস্বতী' (১৮৯৯), 'জয়' (১৯০০) ইত্যাদি ছাপাখানা এ অঞ্চলের প্রকাশনাকে অনেক দূর নিয়ে যায়।

রংপরের পর ঢাকার ছোট কাটরায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটিকে বাংলার পুরনো প্রেস বলা যায়, যা পরে 'ঢাকা প্রেস' নামে পরিচিত হয়। এখান থেকে 'দ্য ঢাকা নিউজ' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তবে ১৮৫৯ সালে বাবুবাজারের 'বাঙ্গালা যন্ত্র'কেই ঢাকার পুরনো ছাপাখানার মর্যাদা দেওয়া হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মালিক ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র। বিখ্যাত 'ঢাকা প্রকাশ' সাময়িকপত্রটি প্রকাশিত হতো এই ছাপখানা থেকে। 'সুলভ প্রেস' (১৮৬৩) বা 'গন্ডেরিয়া যন্ত্র' (১৮৯১) ঢাকার ছাপাখানার প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রেস।

উল্লেখ্য, উনিশ শতকের শেষ অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলাদেশের সর্বত্র ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। বই প্রকাশের চেয়ে এসব ছাপাখানা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের লিফলেট প্রকাশিত হতো বেশি। এসব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিলেন বিভিন্ন এলাকার রাজ-জমিদাররা। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় কারা কাজ করতেন, শ্রমনীতি কেমন ছিল, কাগজ-কালির জোগান কিভাবে হতো ইত্যাকার প্রশ্ন আজ অমীমাংসিত।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় যে মুদ্রণযন্ত্র ছিল, তা নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতির। তখন বেশির ভাগ প্রকাশনা কলকাতা থেকে মুদ্রিত হতো। ক্রমে ঢাকায় নিজের প্রয়োজনে আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সরকারি ফরম, গেজেট, নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ছাপার প্রয়োজন তো ছিলই, সেই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্র মুদ্রণের বিপুল চাহিদা থাকার কারণে সরকারি ও বেসরকারি; উভয় ক্ষেত্রে দ্রুত মুদ্রণশিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলসহ যন্ত্রপাতি সরকারি ও বেসরকারি খাতে আমদানি হয়ে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এই যন্ত্রপাতি আমদানি সহজ ছিল না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'হিজলী দিবস'

তরুণ বিশ্বাস, বৈঠকখানা

কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার এর নাম জানেন নিশ্চয়ই..! তবে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দূর্গা পূজো দেখতেও গেছেন হয়তো..!

ইংরেজদের গণহত্যায় মৃতদের মরদেহ আনতে হিজলী এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। বন্দিদের উপর গুলি চালানো এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা। এই হত্যাকাণ্ডের পরেই কলকাতা কর্পোরেশন তরফে সেন্ট জেমস স্কোয়ার-এর নাম বদলে নাম রাখা হয় 'সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার'। তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, তিনিই ছিলেন এই নামবদলের প্রধান কাণ্ডারি..আজকের এই পার্ক সংলগ্ন ১সি হলধর বর্ধন লেনের বাড়িতে জন্ম হয়েছিল সন্তোষ মিত্রের । সেখানে এক স্মারক বানানো হয়েছে তাঁর স্মৃতিতে। কলকাতা কর্পোরেশন 'সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার'-এর ভিতরে তাঁর একটি মর্মর মূর্তিও স্থাপন করেছে। উত্তর কলকাতার এই সন্তোষ মিত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী।

১৯০০ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায়, এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তোষ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৫ সালে কলকাতায় হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রেসিডেন্সি কলেজ) থেকে দর্শন শাস্ত্রে সাম্মানিক স্নাতক হয়েছিলেন। সন্তোষ মিত্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র, এরপরে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ হন। তিনি এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ভারতে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। অত্যাচারী ইংরেজকে দেশছাড়া করতে বাংলার প্রত্যেক যুবক তখন প্রায় বদ্ধপরিকর। সেই সংকল্পে সামিল হয়েছিলেন যুবক সন্তোষ কুমার মিত্র। উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে সরিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশ স্বাধীন করতে। কলেজ পাশ করার পর দুইয়ের দশকে বিপ্লবী সন্তোষকুমার মিত্র অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি হুগলি বিদ্যামন্দিরে বিপ্লবী কাজের জন্যে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। হুগলি বিদ্যামন্দিরের প্রধান ছিলেন, বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার। তাঁর মাধ্যমেই সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষ এবং যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের পরিচয় হয়। ১৯২২ সালে গড়ে তোলেন স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ। গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তিনি এক সময়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রভাবিত হন সশস্ত্র বিপ্লব মতাদর্শে। শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহের সময় অস্ত্র সাহায্য করতেন গোপনে। অহিংস আন্দোলনের সময় কারাবাসও করেছিলেন, ফলে চট করে ব্রিটিশদের নজরে পড়ে গিয়ে ছিলেন।১৯২৩ সালে 'শাঁখারী টোলা হত্যা মামলায়'; এক ইংরেজ পোস্ট মাস্টারকে খুনের অভিযোগে, সন্দেহের বশে তাঁকে গ্রেফতার করা। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যান সন্তোষ মিত্র। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলাতেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবারেও প্রমাণ ছিল না, ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন যান। সন্তোষ কুমার মিত্র ক্রমেই, ইংরেজদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ সরকার 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' প্রয়োগ করে, দেশের নিরাপত্তার জন্যে তাঁকে বিপদজনক ঘোষণা করে। এই আইন অনুযায়ী, বিনা বিচারে যেকোনো মানুষকে আটকে রাখা যায়। ফলে সন্তোষ মিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, 'সিকিউরিটি প্রিজনার'।তখন প্রচুর সংখ্যক মানুষকে বিনা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে রাখা হতো, ফলে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে গ্রেফতার করে জেলবন্দি করে রাখার কারণে, শাসকের সামনে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, পর্যাপ্ত জায়গার অভাব। আলিপুর ও অন্য কারাবাসগুলোতে সাধারণত দাগি আসামিদের সঙ্গেই এঁদের রাখতে হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, এই বন্দিদের যেহেতু কোনও পূর্ব অপরাধের অভিযোগ ছিল না; তাই সমাজে ও জনমানসে এই বিষয় নিয়ে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। 'সিকিউরিটি প্রিজনার' রাখার জন্যে ১৯৩১ সালে ইংরেজ সরকার আলাদা তিনটি ডিটেনশন ক্যাম্প, তৈরি করে। বহরমপুর, বক্সাদুয়ার এবং খড়গপুর রেল জংশনের কাছে হিজলীতে তৈরি হয়েছিল তিনটি ক্যাম্প। হিজলীতে সন্তোষ মিত্রকে রাখা হয়েছিল। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির সাজা ঘোষণাকারী বিচারক রেনোল্ড গার্লিককেও ২৭শে জুলাই আলিপুরে কোর্টের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার খবর বেশ কিছুদিন পর হিজলী ক্যাম্পে পৌঁছয়। বন্দিদের মধ্যে উৎসব ও জয়ের উন্মাদনা দেখা যায়। ফলে শাসকদের সমস্ত রাগ হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে হিজলী ক্যাম্প ঘিরে ফেলা হয়। হিজলী জেলের মধ্যে গুলি তে শহিদ হলেন সন্তোষ মিত্র।

খেলাধূলাকে রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখা যায় না

কনক বড়ুয়া

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হ্যান্ডশেক বিতর্ক উগ্র সমালোচকদের গর্জন ও খেলাধুলার আসল চেতনা। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট মানেই উত্তেজনা, রোমাঞ্চ এবং আবেগের এক বিস্ফোরণ। ক্রিকেট কেবল একটি খেলা নয়, দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাস, সীমান্ত সংঘাত, কূটনৈতিক টানাপোড়েন এবং জনগণের আবেগের এক প্রতীকী লড়াই। তাই যখনই ভারত ও পাকিস্তান মাঠে নামে, তখন তা কেবল ক্রিকেট ম্যাচের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা জাতীয় মর্যাদা, আত্মসম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের এক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে ঘিরে আবারও সেই পুরনো বাস্তবতা সামনে এসেছে। কিন্তু এ বার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ক্রিকেটের ব্যাট-বল নয়, বরং একটি হ্যান্ডশেক। খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌজন্য বিনিময়ের মুহূর্তই একাংশ সমালোচকের কাছে জাতীয়তাবাদ বনাম দেশবিরোধিতার তর্কে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি খেলাকে খেলাধুলার চেতনায় দেখতে ভুলে যাচ্ছি? নাকি উগ্র সমালোচনার আওয়াজে ক্রীড়া সুলভ মনোভাব ডুবে যাচ্ছে?

ম্যাচ শেষে খেলোয়াড়দের হ্যান্ডশেক করা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটি প্রচলিত প্রথা। এটি কেবল প্রতিপক্ষকে সম্মান জানানোর একটি প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টান্ত নয়, বরং খেলাধুলার আত্মাকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর হ্যান্ডশেকের মুহূর্তকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। সমালোচকদের একটি অংশ দাবি করে বসে যে, পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সৌজন্য বিনিময় করা মানে নাকি জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা। অন্যদিকে, শান্তিপ্রিয় এবং ক্রীড়াসুলভ মনোভাবাপন্ন মানুষেরা বলেন, মাঠের লড়াই শেষ হওয়ার পর খেলোয়াড়দের হ্যান্ড শেক করাই স্বাভাবিক, এবং এটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা ভুল।

এই বিতর্কের পেছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক বরাবরই সংঘাত, যুদ্ধ এবং অবিশ্বাসে ভরা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৬৫, ১৯৭১ সালের যুদ্ধ,

কারগিল সংঘাত এবং সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ; সবই দুই দেশের জনগণের মনে এক তিক্ত সম্পর্ক তৈরি করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সংঘাত ক্রিকেট মাঠেও প্রভাব ফেলেছে। অনেক সময় দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ হয়ে গেছে, আবার বহু ম্যাচ রাজনৈতিক চাপের কারণে বাতিল হয়েছে। ফলে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনাকে কি ক্রিকেট মাঠে টেনে আনা উচিত? এখানেই বিতর্ক শুরু হয়। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ক্রিকেট মাঠে প্রতিপক্ষ পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করা কোনওভাবেই জাতীয়তাবিরোধী নয়। বরং এটি আন্তর্জাতিক খেলাধুলার চর্চার অংশ। যখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা শ্রীলঙ্কার প্রতিপক্ষদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেন, তখন সেটিকে কেউই দেশ বিরোধিতা বলে মনে করেন না। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হ্যান্ড শেকের এই সাধারণ ঘটনা হঠাৎই রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এর কারণ, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ইতিহাস ও তার আবেগময় মাত্রা। উগ্র সমালোচকরা যুক্তি দেন যে, পাকিস্তান যেহেতু ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়, তাই পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ও দেশের শহিদদের প্রতি অবমাননা। এ ধরনের যুক্তি আবেগপ্রসূত হলেও বাস্তবতা হলো, পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা রাজনৈতিক শাসক নন, বরং তাঁরাও পেশাদার ক্রীড়াবিদ। তাঁরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, যেমন ভারতীয় খেলো য়াড়রা করেন। দুই দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে খেলোয়াড়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া খেলাধুলার আত্মাকে আঘাত করে।

হ্যান্ডশেক বিতর্কের আরেকটি দিক হল সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা। ফেসবুক, টুইটার বা ইনস্টাগ্রামের যুগে একটি ছবি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ভারতীয় ও পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের একসঙ্গে হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করার ছবি ছড়িয়ে পড়তেই উগ্র সমালোচকরা সেটিকে রাজনৈতিক বিতর্কে রূপ দেন। তাঁদের গর্জন সামাজিক মাধ্যমে তীব্র আকার নেয়। অথচ একই ছবি বহু দর্শকের কাছে খেলাধুলার সৌন্দর্য ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের প্রতীক। এটাই দেখায়, একটি ঘটনার ব্যাখ্যা কেমন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি বড় প্রশ্ন সামনে এসেছে; জাতীয়তাবাদ কি খেলাধুলার সৌজন্যকে গ্রাস করছে? জাতীয়তাবাদ অবশ্যই দেশের প্রতি ভালোবাসা ও গর্বের প্রতীক। কিন্তু যখন তা যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে অন্ধ উগ্রতায় রূপ নেয়, তখন তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। খেলাধুলা সবসময়ই মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। অলিম্পিক, বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপে বিভিন্ন দেশের মানুষ একত্রিত হয়েছেন খেলার মাধ্যমে। যদি খেলাধুলার এই সেতুবন্ধন ভেঙে দেওয়া হয়, তবে তার ক্ষতি কেবল খেলার জগতের নয়, সমগ্র মানবতার। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সবসময়ই চাপ ও উত্তেজনার প্রতীক। খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকেন। একদিকে দেশের কোটি কোটি দর্শকের প্রত্যাশা, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এর মধ্যেও তাঁরা যদি প্রতিপক্ষকে সম্মান জানাতে সক্ষম হন, তবে সেটি তাঁদের ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার নিদর্শন। এই মানসিকতাকে যদি আমরা উগ্র সমালোচনার আওয়াজে ঢেকে দিই, তবে খেলোয়াড়রা আরও বেশি চাপে পড়বেন এবং খেলা ধুলার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যাবে। হ্যান্ডশেক বিতর্ক আমাদের সমাজের একটি বড় অসুস্থতাকে সামনে নিয়ে আসে; আমরা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় ঘটনাকে বাড়িয়ে তুলতে ভালোবাসি, অথচ আসল সমস্যার দিকে নজর দিই না। ভারতীয় ক্রিকেটের সামনে বহু বাস্তব সমস্যার সমাধান করা দরকার

'দৃষ্টিকোন' হাওড়ায় লেখক শরৎচন্দ্র

কানাইলাল সরকার, হাওড়া

বঙ্গবাণী, ২৪ জুলাই ১৯২৯ / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর চিঠিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসই ছিল এতাবৎ একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহার শক্তি ছিল ক্ষুদ্র, উদ্যম ছিল অকিঞ্চিৎকর, পরিসর ছিল সঙ্কীর্ণ, এবং জীবন ছিল নৈরাশ্যপীড়িত, দেশের যৌবন শক্তি না যতদিন ইহাতে যোগ দিয়াছিল। ইহা যে অত্যুক্তি নয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই তাহা দেখা যাইবে।

কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়াছে দেশের যৌবন, তথাপি সেই কংগ্রেসের কাটা-ছাঁটা, ধরা-বাঁধা মুষ্টিভিক্ষায় যৌবনের ক্ষুধা মিটিল না; তাই যুব-সমিতির সৃষ্টি। এই তো সেদিনের কথা,;জন্মের তারিখ গণনায় ইহার হিসাব মিলিবে না, কিন্তু যে মুহূর্তে সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়াছে তাহার বাধা নাই, বিনাশ নাই, সে অপরাজেয় এবং তাহার 'পরেই এ দুর্ভাগা দেশের সব চেয়ে বড় দাবী, সেই দিন হইতেই এই সমিতির বিস্তৃতির আর বিরাম নাই। সঙ্ঘ-শক্তির অপরিমেয় বিকাশে আজ এই প্রতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান যে কোথায় এ কথা নিজে বাঙ্গালী হইয়া উচ্চারণ করিলে আমার অবিনয়ের অপরাধ স্পর্শিবে। কিন্তু এই বঙ্গদেশের মাঝখানে হাওড়া জেলার নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে আর কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার বিগত ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারাই এ কথার সত্যতা বুঝিবেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় হাওড়ার যুব-সমিতির সম্মিলনও আসন্ন প্রায়। ইহার অনেক কাজ রহিয়াছে। তাই সর্বসাধারণের কাছে, বিশেষ করিয়া দেশের তরুণসম্প্রদায়ের কাছে আমার একান্ত নিবেদন, তাঁহারা যেন একযোগে এই সম্মিলনীকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে অবহেলা না করেন। আপনাদের পক্ষ হইতে আমি বঙ্গদেশের সকল জেলার সকল কর্মীকেই আমন্ত্রণ করিব এবং নিঃসন্দেহে জানি আমার আহ্বান তাঁহারা কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

যৌবনে নিজের আর আমার দাবী-দাওয়া নাই, সামর্থ্যও নিঃশেষিতপ্রায়, তথাপি ইহার উদ্বোধনের ভার যুবকেরা স্নেহবশতঃ আমার হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছেন। যথাশক্তি কর্তব্য সমাপন করিব প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে এই ব্যাপারে আর একটা কথা সকলকে জানানোর প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। যুব-সমিতির সম্মিলনের আয়োজনের প্রারম্ভেই জন-কয়েক বিশিষ্ট কর্মী-যুবক ব্যক্তিগত মতবিরোধের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। প্রথমে, উভয় পক্ষই আমাকে মীমাংসা করিয়া দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক পক্ষের আহ্বানে বোধ করি আন্তরিকতা ছিল না।

আমার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ আমার নির্ধারণ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না, 'কর্মী-সম্মিলনী' নাম দিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র আয়োজনে ব্যাপৃত।

এইভাবে যুব-শক্তি খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হওয়া যত বড় বেদনার বস্তুই হোক, যাহা হইল না তাহা লইয়া ক্ষোভ করা নিষ্ফল। বোধ করি, ইহাই এ দেশের সনাতন-রীতি। যাই হোক, তাঁহাদের অধিকাংশই আমার সুপরিচিত, কর্মনৈপুণ্যে, নিষ্ঠায়, দেশের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগে তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। সেও দেশেরই কাজ, দেশের মুক্তি তাঁহাদেরও সাধনার সামগ্রী। প্রার্থনা করি, সে অনুষ্ঠানও যেন জয়যুক্ত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তরুণদের জানান।

অভাবের তাড়নায় সুন্দরবনের দুর্গাদের আজও সম্বল জঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শুধুমাত্র অভাবের তাড়নায় বাস্তবের দুর্গারা সুন্দরবনের জঙ্গলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়

ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন, জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, এর সৌন্দর্যও প্রশ্নাতীত। কথায় আছে, সুন্দর জিনিসের পিছনে একটা ভয়ানক দিক ও লুকিয়ে থাকে। সুন্দরবনও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানকার জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে যেসব মানুষ রুজিরুটি অর্জন করেন, তাঁদের অনেকের কাছেই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এই সুন্দরবন। এক্ষেত্রে প্রথমেই উঠে আসে মৎস্যজীবীদের কথা। শুধুমাত্র পেটের দায়ে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হানার শিকার হচ্ছেন একের পর এক মৎস্যজীবী। ফলে দিন দিন বাড়ছে 'বাঘ বিধবা'র সংখ্যাও। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া বিপদগ্রস্ত ব্লকগুলির মধ্যে রয়েছে কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী, রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা। প্রতিবছর বহু মৎস্যজীবী বাঘের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেন। কুমিরের আক্রমণে ও বহু মৎস্যজীবী মারা যান।এই জঙ্গলমুখী জীবন ছিল দৈনিক রুজিরুটির মাধ্যম। পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীর সঙ্গে জঙ্গলে গিয়েছিলেন এক মৎস্যজীবী পরিবারের মহিলা। সেখানে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। এক মুহূর্তে জঙ্গলে যাওয়া পরিবারের সমস্ত আশা শেষ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যু পর ভেবেছিলেন আর জঙ্গলের দিকে মুখ ফেরাবেন না। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন জোগাতে সুন্দরবন ঘেষা দুর্গম এই অজ পাড়াগাঁয়ের দুর্গাদের ভরসা সেই নদীতে মাছ, কাঁকড়া ও গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে মধু সংগ্রহ করা। এরপর তা বাজার জাত করে যেটুকু রোজগার আসে তা দিয়ে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া। এক্ষেত্রে কুলতলির মৈপিঠ নগেনাবাদের পঞ্চু মুন্ডাও তাঁর স্ত্রী কমলা মুন্ডার কথা মনে পড়ে যায়। স্বামীর সঙ্গে বৈঠাভাঙা ঢুলি ভাসানির জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন কমলাদেবী। সেখানে বেশ কিছু কাঁকড়া ধরেন তাঁরা। এরপর হঠাৎ জঙ্গলের বাঘ পঞ্চুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টানতে টানতে ঘন জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে। দাদা, বৌদি, স্ত্রীর চিৎকারে বাঘ পঞ্চুকে ছেড়ে দিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। তিনি থাকলেও আড়চোখে শিকারের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। কয়েক ঘন্টা বাঘকে সামলাতে হয়েছিল তাঁদের। এরপর পঞ্চুর মৃতদেহ বাড়িতে আনলে নিকটবর্তী মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ তা জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁরা কুলতলি থানায় পঞ্চুর নিথর দেহ হস্তান্তর করে। ওখান থেকে কলকাতার মর্গে নিয়ে যাওয়ার পয়সাটুকুও এই আদিবাসী অধ্যুষিত পরিবারের কাছে ছিল না। এপিডি আর ও সাধারণ মানুষের সহায়তায় ময়নাতদন্ত ও শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এদিকে স্বামী মারা যাওয়ার পর নাবালক সন্তানদের নিয়ে অথৈ জলে পড়ে যায় কমলাদেবী। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এলাকায় বসবাসের কারণে তাঁদের কাছে আর কোনও রোজগারের উপায় নেই। এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। একদিকে স্বামীর মৃত্যুর শোক, অন্যদিকে সন্তানদের করুণ কাকুতি বিদ্ধ করতে থাকে কমলার মতো অসহায় মায়েদের। অবশেষে ফের জঙ্গলের অভিমুখে রওনা দেয় কমলা। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বয়স হলেও সন্তানদের মুখে অন্ন তুলতে এখন ও জঙ্গলের মধ্যে মাছ, কাঁকড়া ধরে রুজি রোজগার চালান তিনি। নিজের সম্মুখে স্বামীর মৃত্যুর দৃশ্য মনে পড়ে। এতে সর্বদা ভয় করলে ও কিছু করার নেই। সন্তানদের বাঁচাতে, দু'মুঠো অন্নের জোগাড়ের জন্য সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে যান তিনি। এই রকম ভাবে মৈপীঠের অমল দণ্ডপাত ও সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। চোখের নিমেষে এই পরিবারের সুখ,শান্তি, আনন্দ সব শেষ হয়ে যায়। জঙ্গলের গভীর থেকে ভয়ংকর এক দৈত্যাকৃতি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অমলের ঘাড়ে কামড় দিয়ে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে দিকে নিয়ে যেতে থাকে। সহ মৎস্যজীবীরা তড়িঘড়ি নৌকায় থাকা বৈঠা নিয়ে বাঘের উপরে চড়াও হলে বাঘ অমলকে ছেড়ে পালায়। আজও পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে তপতীরও একমাত্র ভরসা নদী খাঁড়ি ও জঙ্গল। সেখানেই মাছ কাঁকড়া ধরতে হয় তাঁদের। বন দফতর কিছুটা সহযোগিতা করলেও তাঁরা সরকারি সাহায্যের আশায় রয়েছেন। তবে তাদের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন।এই বিষয়ে অমল দণ্ডপাতের মায়ের সঙ্গে শাশ্বতী মন্ডল বলেন, অভাবের তাড়নায় আমার অসহায় মা বিপদ জেনেও এখনও আমার ভাইয়ের সঙ্গে নদী এবং জঙ্গলে যায়। আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি। সরকারি সাহায্যের দিকে চাতক পাখির মতন চেয়ে রয়েছে 'বাঘ বিধবা' পাড়ার শতাধিক পরিবার। সামনে পুজো মা দুর্গা আসবে বাপের বাড়িতে, আর বাস্তবের দুর্গাদের জীবন মৃত্যুর লড়াই চলতে থাকবে।

পুরানো প্রথা মেনে জলদাপাড়ার জঙ্গলে পুজো পেল হাতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পুজোয় হাতিদের মহাসুখ। যন্ত্রের দেবতার পাশাপাশি, তাঁর বাহনের পুজোও চলছে সর্বত্র। আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়ার জঙ্গলে জ্যান্ত হাতিরা পুজো পেল। বনকর্মীদের থেকে জানা গিয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজোয় হাতিদের পুজো করা হয়। প্রায় একশো বছরেরও পুরনো এই প্রথা। সকালে কুনকি হাতিদের স্নান করিয়ে, চন্দন পরিয়ে, খড়িমাটি দিয়ে অঙ্গসজ্জা করে দেবজ্ঞানে পুজো করা হয়। মাহুতদের সঙ্গে বনকর্মী থেকে আধিকারিক সকলেই পুজোয় মেতে ওঠেন। হাতিরা অবশ্য পুজোর বিশেষ কিছু বুঝতে পারে না। নৈবেদ্য হিসাবে কলা, ছোলা, গুড়, ফল, ডাল, লবণ পেয়েই তারা খুব খুশি। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে হাতি পুজো হল জলদাপাড়াতে। প্রতিবছরের মতো এবছরও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে সরকারি বন্যপ্রাণ আধিকারিকের কার্যালয়ে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে হাতি পুজো করা হয়। পুজো শেষে কুনকি হাতিদের ফল খাওয়ানো হয়। এদিন হাতি পুজো উপলক্ষে এলাকার বাসিন্দা ও পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছিলেন জলদাপাড়াতে। বনকর্মীরা জানান,হাতি তাদের মতোই কর্মচারী। তাদের জঙ্গলের সুরক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। পুজোর আয়োজন তাঁরা সকলে মিলেই করেন। বিশ্বকর্মা পুজো তাদের কাছে আনন্দের দিন।

গর্তের মধ্যে পড়ে মৃত দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ খেলতে খেলতে গর্তের মধ্যে জমা জলে পড়ে মৃত্যু হয় দুই শিশুর। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের হারুডপয়েন্ট এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া। শিশু দুটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতদের নাম সুদীপ্ত সিং (১১) এবং ফারুক খান (৭)। সুদীপ্ত বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতনের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ১২ টা নাগাদ কাকদ্বীপের হারুডপয়েন্ট কোস্টাল থানার লট নম্বর আট এলাকায় ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুড়িগঙ্গা নদীর কাটা বালির গর্তে ডুবে যায় দুই শিশু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ১১.৩০ টা নাগাদ খেলতে খেলতে গর্তের জলে নেমে যায় তারা। মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যায় দু'জনেই। দুটো শিশুকে উদ্ধার করে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। অল্প বয়সেই এমন করুণ মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার ও প্রতিবেশীরা শোকে ভেঙে পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে এই ধরনের কাটা বালির গর্ত যথাযথভাবে ভরাট বা চিহ্নিত করার দাবি তুলেছেন, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

জেনারেল ম্যানেজার, সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতি

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে (SER) ১৭.০৯.২০২৫ তারিখে গার্ডেন রিচের সদর দপ্তরে স্বচ্ছতা প্রতিশ্রুতির পরিচালনার মাধ্যমে স্বচ্ছতা হি সেবা (SHS) ২০২৫ অভিযান শুরু করেছে। SER ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত SHS অভিযানটি পালন করবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, SER সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। সকল কর্মকর্তা একযোগে পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার, স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য সময় দেওয়ার এবং ভারতকে পরিচ্ছন্ন-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে SER সদর দপ্তর এবং এর চারটি বিভাগে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের সূচনা হবে। সকল কর্মকর্তা ও কর্মীরা এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। স্বচ্ছতা হি সেবা পাক্ষিকের সময়, সাফাই মিত্র সুরক্ষা শিবির, ওয়াকাথন, ম্যারাথন, সাইক্লোথন, SBM স্পোর্টস লীগ, বৃক্ষরোপণ অভিযান, রিডুস-রিইউজ-রিসাইকেল (RRR) কার্যক্রম, বর্জ্য থেকে শিল্প, পরিবেশ বান্ধব এবং শূন্য বর্জ্য উদযাপন, পুনর্ব্যবহৃত পণ্য বিক্রয়, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ওয়েবিনার, ঘরে ঘরে সচেতনতা প্রচারণা, শ্রমদান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নুকড় নাটক ইত্যাদি সহ বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৫ SER সদর দপ্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগেই পালিত হবে।

'বেআইনিভাবে' চলছে সোনাঝুরির হাট! কেটে ফেলা হচ্ছে গাছ, বেড়ে চলেছে রিসর্টের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোলপুর শান্তিনিকেতনের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হস্তশিল্পীদের সোনাঝুরির খোয়াই হাট নিয়েই উদ্বিগ্ন জাতীয় পরিবেশ আদালত। বোলপুরের পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত জানান, বন দফতরের জায়গায় শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হস্তশিল্পীদের হাট সম্পূর্ণ বেআইনি। বন দফতরের আইন অনুযায়ী বনাঞ্চলে বাণিজ্যিক কাজকর্ম করা যায় না। হাজার হাজার ব্যবসায়ী পসরা সাজিয়ে দোকান বসানোয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সোনাঝুরি জঙ্গলের পরিবেশ। এই হাট 'বেআইনি' মামলায় পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের অভিযোগগুলোকে জাতীয় পরিবেশ আদালত হলফনামা দিয়ে কার্যত মান্যতা দিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বনবিভাগ। হলফনামায় দাবি অনুযায়ী, বন দফতরের জমি দখল করে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে রিসর্ট। পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে ব্যবহার হচ্ছে প্লাস্টিকের। রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে পার্কিং করারও অভিযোগ উঠেছে। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের অভিযোগ এই হাট বসার ক্ষেত্রে সরকারের কোন দপ্তর অনুমতি দিয়েছে তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বনবিভাগ। এই সোনাঝুরির হাটের বৈধতা নিয়ে কোনও উত্তর নেই সরকারের কাছে। তবে কবে শুরু হয়েছিল এই সোনাঝুরির হাট? এই বিষয়ে জানা যায় সোনাঝুরি জঙ্গলের মধ্যে একটি শৈল্পিক হাটের সূচনা করেছিলেন আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। নিছক কয়েকজন স্থানীয় আদিবাসী গ্রামের মানুষজন সপ্তাহে মাত্র একটি দিন, শনিবার নিজেদের হাতে তৈরি শিল্পকর্ম নিয়ে হাটে বসতেন। এই হাটের নাম ছিল 'খোয়াই হাট' বা 'শনিবারের হাট'। তবে দিন যত এগিয়েছে ততই এই হাটের গুরুত্ব বেড়েছে। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ পর্যটক

সারাবছর এই হাট ঘুরতে আসেন। এরপরেই ২০১৬-২০১৭ সাল থেকে এই হাট আরও বৃহৎ আকার ধারণ করে। বর্তমানে প্রায় ১৮০০-১৯০০ দোকান বসে হাটে। তাদের কাছ থেকে টাকাও নেওয়া হয়। সেই টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ে কেউ জানে না। আর এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিন রাত দেদার চলেছে গাড়ি, আর তার ফলে জঙ্গলের গাছ নষ্ট হচ্ছে। নতুন করে আর গাছ জন্মাচ্ছে না। এই ধরনের সব বিষয় মিলিয়ে বন বিভাগের জায়গায় পরিবেশ ধ্বংস করে কেমন ভাবে ব্যবসায়িক হাট বসতে পারে, এই অভিযোগ তুলেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। তবে তাহলে কী এবার বন্ধ হতে চলেছে এই হাট? যদিও তার উত্তর এখনও মেলেনি।

উত্তর রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল 'স্বাস্থ্য নারী, সশক্ত পরিবার' জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল আজ 'স্বাস্থ্য নারী, সশক্ত পরিবার' (সুস্থ

নারী, ক্ষমতায়িত পরিবার) অভিযানে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে, যা নারী এবং তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ প্রচারের জন্য দেশব্যাপী একটি উদ্যোগ। ব্যাপক স্ক্রিনিং এবং স্বাস্থ্যসেবার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই অভিযানটি প্রধান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়েছিল। উত্তর রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সতীশ কুমার এবং উত্তর রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অশোক কুমার ভার্মা। তাদের উপস্থিতি জাতীয় স্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রতি ভারতীয় রেলওয়ের অঙ্গীকারকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রনালয় কর্তৃক শুরু হওয়া 'স্বাস্থ্য নারী, সশক্ত পরিবার' অভিযানের লক্ষ্য হল সম্প্রদায় পর্যায়ে ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য রক্তাল্পতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির জন্য স্ক্রিনিং পরিচালনা করার জন্য এই কর্মসূচিটি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের মহিলাদের স্বাস্থ্য একটি শক্তিশালী পরিবার এবং একটি শক্তিশালী জাতির ভিত্তি, নর্দার্ন রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতালের সিএমডি রুশমা ট্যান্ডন বলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আমরা রেল কর্মচারী, তাদের পরিবার এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়কে সহজলভ্য এবং উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগটি একটি স্বাস্থ্যকর এবং আরও উৎপাদনশীল সমাজ গঠনে অবদান রাখার আমাদের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নর্দার্ন রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করবে, যার মধ্যে প্রতিরোধমূলক যত্ন, পুষ্টি পরামর্শ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্তকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে।

কালনা শান্তিপুর সেতুর সয়েল টেস্টিংয়ের কাজ শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর দেখতে দেখতে প্রায় ৮ বছর কেটে গেছে। ভাগীরথীর উপর কালনা ও নদীয়ার শান্তিপুরের মধ্যে সেতু তৈরির জন্য জমি কেনার কাজ প্রায় শেষ। এবার মাটির সয়েল টেস্টিংয়ের কাজ শুরু হল। ফলে ব্রিজ হওয়ার দিকে আরও একধাপ এগোল সরকার। স্থানীয় সাতগাছি পঞ্চায়েতের প্রধান হরেকৃষ্ণ মন্ডল বলেন, বাইরে থেকে মেশিন এসে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কালনা শান্তিপুর ব্রিজের কথা বলেছিলেন। তার আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হল বলা যেতে পারে। যদিও এখনও ৯৮ জমি কেনা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যারা এখনও জমি দেননি, তাঁরাও জমি দেবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান। ২০১৮ সালে কালনায় একটি সভা থেকে এই সেতুর কথা ঘোষণা করার সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। এর জন্য খরচ ধরা হয় হাজার কোটি টাকা। কিন্তু শরিকি বিবাদ, জমির দাম নিয়ে আপত্তির মতো নানা সমস্যায় জমি জট দেখা দেয়। এবার মাটির সয়েল টেস্টিংয়ের কাজ শুরু হওয়ায় আশার আলো দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে জমিদাতারা। এই প্রসঙ্গে এক জমিদাতা বলেন, আমিও জমি দিয়েছিলাম। এবার কাজ শুরু হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। মুখ্যমন্ত্রী কথা রেখেছেন।

এক ফোনেই দু ঃস্থ মানুষের ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার উদ্যোগ বিধায়কের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এক ফোনে খোকন - বর্ধমান দক্ষিণে বিধায়কের অভিনব উদ্যোগ। এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে আরও এক ধাপ এগোলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। এদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো তাঁর নতুন উদ্যোগ - ''এক ফোনে খোকন''। বিধায়ক নিজেই

জানিয়েছেন, আমি ইতিমধ্যেই দু ঃস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তাতেই থেমে থাকিনি। মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে এবং সাহায্য পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের দেওয়া এই নাম্বারে - ৮১৭০৯৯৯১৫৯ - ফোন করলে আমরা যথাসম্ভব দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেব। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় বহু মানুষ প্রতিদিন নানা সমস্যায় পড়েন- চিকিৎসা, প্রশাসনিক জটিলতা, রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল কিংবা হঠাৎ বিপদের মুহূর্ত। এতদিন সাধারণ মানুষকে সাহায্যের জন্য একাধিক দপ্তরে ঘুরতে হতো। এবার শুধুমাত্র একটি ফোন কলেই পৌঁছে যাবে বিধায়কের সাহায্যের হাত। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে জনগণের আস্থা বাড়াবে। মানুষের সমস্যার সময় যদি তারা দ্রুত বিধায়কের কাছ থেকে সহায়তা পান, তাহলে তাঁদের সঙ্গে জননেতার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। এলাকার মানুষও উদ্যোগটিকে স্বাগত জানিয়েছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, আজকের দিনে ফোনই হলো সবচেয়ে সহজ যোগাযোগের মাধ্যম। যদি সত্যিই এক ফোনে বিধায়কের কাছে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এটা বড় স্বস্তির ব্যাপার। বর্ধমান দক্ষিণের অনেকেই এখন অপেক্ষা করছেন এই নতুন পরিষেবার কার্যকারিতা দেখার জন্য। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই উদ্যোগ ভোটারদের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবে এবং আগামী দিনে এর প্রভাব রাজনীতিতেও দেখা যেতে পারে।

বিশ্বকর্মা থাকলেও জৌলুস নেই দুর্গাপুর বিশ্বকর্মা নগরীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুর শিল্পশহরের বুক জুড়ে তালাবদ্ধ একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি কারখানা। আত্মনির্ভরতার ফিরিস্তি মিললেও, পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস আজও অধরাই। ফলে শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মার পুজোতেও নেই আগের জৌলুস। শিল্পশহরবাসী এখনও তাড়া খাচ্ছেন ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার আতঙ্কে। ১৯৫০ সালে দামোদর নদে ব্যারেজ গড়ে ওঠার পর দুর্গাপুরে শুরু হয় শিল্পায়ন। সেইল-এর দুর্গাপুর ইস্পাত, অ্যালয় স্টিল, এমএএমসি, বিওজিএল, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজারসের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে নগরায়ন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের পর থেকে অন্ধকার নেমে আসে শিল্পশহরে। দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজারস কর্পোরেশন (এইচএফসিএল) ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ১৯৯২ সালে লোকসানের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সার মন্ত্রক দেশের ছ'টি বন্ধ সার কারখানার সঙ্গে দুর্গাপুরকেও পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে। ৬ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ, জার্মান প্রযুক্তির প্রতিশ্রুতি-সবই কাগজে- কলমে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে জমি জটের কারণে। একইভাবে মাইনিং অ্যান্ড অ্যালয়েড মেশিনারি কর্পোরেশন (এমএএমসি) ২০০২ সালে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। প্রায় ৬ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে বিইএমএল, ডিভিসি ও কোল ইন্ডিয়ার মিলিত কনসোর্টিয়াম আদালতের নিলামে কারখানাটি অধিগ্রহণ করে। প্রতিশ্রুতি ছিল ৬ মাসের মধ্যে উৎপাদন শুরু হবে, কিন্তু ১৫ বছর পরও তা অধরাই। কনসোর্টিয়ামের শেষ পরিদর্শন হয়েছিল ২০২০ সালে। শ্রমিক নেতা অসীম চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেন, আত্মনির্ভরতার সাফাই দেওয়া হলেও খনির যন্ত্রাংশ চিন থেকে আমদানি হচ্ছে। অথচ দেশে পরিকাঠামো ও মেধা-দুটোই আছে। শুধু সরকারের সদিচ্ছার অভাব। প্রতি বছর দেড় কোটি টাকা পাবলিক মানি খরচ হচ্ছে, কিন্তু কারখানা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে না। এমএএমসি ও বিওজিএল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বকর্মানগরীর রূপ বদলে গেছে। একসময় চারদিন ধরে চলা বিশ্বকর্মা পুজো, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখন কেবল নামমাত্র। কারখানা প্রাঙ্গণ দখল করেছে লতাপাতা, জঙ্গলি পশু আর সাপের আড্ডা।

আমমোক্তার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে শ্রীমতা বাসন্তী সেনগুপ্ত, স্বামী স্বর্গীয় সুধাংশু সেনগুপ্ত গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁটুল, থান- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন কোড ৭১১৩১২, গত ইংরাজী ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১৭১৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী বিশ্বজিৎ রায়, পিতা স্বর্গীয় সমর রায়, গ্রাম ও ডাকঘর - বাঁটুল, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন কোড ৭১১৩১২। মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা - হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান এর অন্তর্গত মুগকল্যান বেনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৮৯ নং জে. এল. ভুক্ত মুগকল্যান মৌজায় হাল ৩৮০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৮৮১ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ৩২ শতক এর মধ্যে ০.১০৩১ অংশে ০৩.৩০ শতক শালি জমি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল বরহান হাজরা, পিতা মৃত আনোয়ার হাজরা, গ্রাম- টাকিপাড়া, ডাকঘর- কাশমলি, থানা জয়পুর, জেলা- হাওড়া, পিন কোড ৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ০৪/০৭/২০২৩ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে যথাক্রমে ৩১৩১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে ক্রয় করিয়া বাগনান- ২ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বাগনান- ২ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

প্রিয়জিৎ নন্দী (আইনজীবী)

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
SHRI BADAL DEBNATH
আমোক্তারনামা দাতাঃ **LATE RAJAT GHOSH S/o, LATE CHITTA RANJAN GHOSH**
ঠিকানাঃ **RAIKAT PARA, P.S. KOTWALI, P.O.& DIST: JALPAIGURI**
গ্রহীতাঃ **SHRI BADAL DEBNATH, S/o Late KRISHNA KR. DEBNATH**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **IV-87** নং বহি **Date 04.09.2009** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3236, 16 SEPT 2009**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/9584**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
MOUZA: KHARIA, RS KHATIAN NO. 2301, RS. PLOT No. 439, SHEET NO. 33 (ka) Holding No.9/A/52 of Ward No.8; LR Sheet NO 119, JL NO. 7, PLOT NO. 141, LR Khation No-188, 189, 0.0328 acere (1430 sq. ft.) P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **SHRI BADAL DEBNATH**
পিতা ঃ **LATE KRISHNA KUMAR DEBNATH**
ঠিকানাঃ **4/B, SUKASAGAR APPARTMENT, BABUPARA, WARD NO. 8, P.S. KOTWALI, P.O: JALPAIGURI, DIST.: JALPALGURI. PIN CODE: 735101.**

Kalekhantala-II Gram Panchayat

NIT no. 340/NIT/CFC-T/K2GP/2025(2 Nos new sinking tubewell) date 15/09/2025,Published on eNIT site on 17/09/2025Fund:15th CFCG Tied(24-25). For Details,Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

পাবলিক নোটিশ

২০১১ সালের লিগ্যাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড কমোডিটিস) রুলসের বিধান মেনে, জেডিয়াক এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর জিএসটি হারের সংশোধনের কারণে, ZODIAC, Z3 & ZOD! ব্র্যান্ডের অধীনে বাজারজাত করা কিছু প্রি-প্যাকেজড পোশাক পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) সংশোধন করা হয়েছে।
লিগ্যাল মেট্রোলজি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত স্টিকারগুলির মাধ্যমে সংশোধিত MRP পণ্যের লেবেলে জানানো হবে।
পণ্যের অন্যান্য বিবরণ অপরিবর্তিত রয়েছে।
যেকোনো ভোক্তা প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ **জেডিয়াক ক্লোথিং কোম্পানি লিমিটেড**।
নিবন্ধিত অফিসঃ নাইরুক হাউস, ২৫৪, ডি-১, ডঃ অ্যানি বেসান্ত রোড ওয়ার্লি, মুম্বাই - ৪০০ ০৩০।
মহারাষ্ট্র রাজ্য, ভারত
গ্রাহক হেল্পলাইনঃ +৯১ ২২ ৬৬৬ ৭৭০০০,
ইমেলঃ contactus@zodiacmtc.com

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নং: ইলেক্ট-এনআইটি-২৫-২৬-কেজিপিএল, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিশন কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং মাধ্যমে সিঙ্গল টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অফলাইন দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য করা হবে না। বিশদের জন্য আপলোড করা নথি অংশের টেন্ডার নথি যত্ন সহকারে পড়তে বলা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** তিন বছরের মেয়াদের জন্য সাঁতরাগাছি, শালিমার, পশ্চপুর কোচিং ডিপোতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত ডিজি সেট সহ প্রাথমিকভাবে রক্ষিত কোচগুলির পাওয়ার কারে ফিট করা বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বস্তু সমেত বিভিন্ন রেক-এর পাওয়ার কার-এ প্রতিটি 'কেওইএল' নির্মিত ডিজি সেটগুলির (৫০০ কেভিএ) এএমসি, পরিচালনা, 'এ', 'বি', 'সি' চেক-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,৪৫,৭৬,৮২৭.৩৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৮,২৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায়। টেন্ডার নোটিশ, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** এ পাওয়া যাবে।
(PR-638)

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এএসএন-কন-জিইএলএল-১৭২-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ঃ ১৬.০৯.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, আসানসোল, স্টেশন রোড, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা এবং যথোপযোগ্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রভৃতির থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-কন-জিইএলএল-১৭২-২০২৫। কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনে নিউ অণ্ডাল ডিএফসিসি চেনেজ ১৮৯.৯২২ (অণ্ডাল -কেএম -১৮৯.৩৫) থেকে প্রধানখুন্তা ডিএফসিসি চেনেজ ২৬১.১৩৫ (প্রধানখুন্তা - কেএম - ২৬০.২) পর্যন্ত মাল্টি ট্র্যাকিং ডিএফসিসিআইএল কাজ-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ।" **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৭০,৯৮,৬২০.৪০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না জমা ঃ** ৫,৮৫,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩০ (ত্রিশ) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে প্রদান করার পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার **www.ireps.gov.in** -এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১ স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে দেখাও যাবে।

CON-38/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, ডিজেল মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরের প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক, ডিওয়াই.সিএমই ই-টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন- ক্রম নং. ১, **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নাম**: দরপত্র নং - "29-GKP-MWS&2025-26" ৩-কোচ MEMU (DMC TC) কোচের এয়ার ব্রেক সিস্টেমের সরঞ্জামাদি স্ট্রিপিং এবং ফিটিং, পাশাপাশি ৩-ফেজ MEMU কোচের পরিবহন এবং পরিবর্তন, যা ১২ মাসের জন্য মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরে ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় গতি বৃদ্ধি করবে। **আনুমানিক খরচ (টাকায়)ঃ** ৪৩০২১৪০.৬৪, **বকেয়া টাকা (টাকায়)ঃ** ৮৬১০০.০০, **দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ** ১১.০০ তারিখ পর্যন্তঃ ০৯.১০.২০২৫, **দরপত্র ফর্মের মূল্য**- শূন্য, **চুক্তির সময়কালঃ** ১২ মাস, উপরোক্ত দরপত্রের বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই.সিএমই/ ওয়ার্কস মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরখপুর

CPRO/Mech-65

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট ধূমপান করবেন না

নোটিশ

বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় থাকা একটি সিজার গাড়ি (ফরচুনার) ২০২২ সালে সিজার হয়েছিল সেটি মহামান্য এসি জি এম বিধাননগর কোর্টের অর্ডারে নিলাম করা হইবে যার ন্যূনতম মূল্য ২৩ লক্ষ ১১ হাজার ৩১৩ টাকা। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ১৭.৯.২০২৫ থেকে ২৪.৯.২০২৫ পর্যন্ত কোটেশন জমা করতে পারবেন। কোটেশন পাঠানোর ঠিকানা বিধাননগর সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন ইডি ব্লক সল্টলেক সেক্টর ২ কলকাতা ৯১। ২৬.৯.২৫ নিলামের দিন ধার্য করা হয়েছে।

Office of the Budhakhali Gram Panchayat

Notice Inviting Tender No:- (1) 266/BGP/2025-26, (2) 268/BGP/2025-26, Date-16/09/2025

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 19+19=38 (Thirty Eight)Nos. different works. Last date of submission of Tender form on or before **19/09/2025 (23/09/2025 up to 10.30 am for NIT-268) up to 5.30 PM.** Date of Opening of Tender **22/09/2025 (25/09/2025 at 11.00 am for NIT-268) at 11.00 am**. For details visit office of the undersigned on any working days.

Sd/-Pradhan
Budhakhali Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৯৮, তারিখ ঃ ১৬.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ●(ক) **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৭৯। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসনে পিনরগড়িয়া গুড্স শেডগুলি উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ"- এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,৩৯,২৭২.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৭৮,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৮৫। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিম-এর অধীনে চন্দননগর স্টেশনের সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়ন এবং বুকিং অফিস, শৌচালয় এবং ওয়েটিং হলের অভ্যন্তরের উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৮,০৭,৪১৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯৬,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৮৭। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিম-এর অধীনে তারকেশ্বরে সম্প্রসারিত স্টেশন বিল্ডিং (একতলার) এবং 'ডোম' গঠনের অবশিষ্ট কাজ, বারান্দা সহ সম্মুখভাগের অংশের উন্নয়ন সহ স্টেশন বিল্ডিং এবং তীর্থযাত্রীদের শেড এর মধ্যে বিদ্যমান স্টেশন বিল্ডিং-এ যোগাযোগ, বুকিং অফিস, শৌচালয় ও ওয়েটিং হল-এর অভ্যন্তরভাগের উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৮,৩৪,৯০৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯৬,৭০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য ০৯.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে।

●(খ) **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩২৮। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান - বলগোনা শাখায় কিমি ১১/১২-১৩ - তে লেভেল ক্রশিং নং ৬/সি/টি-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) গঠন নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৬,৯৬৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২০,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩২৯। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান - বলগোনা শাখায় কিমি ৯/৪-৫ - এ লেভেল ক্রশিং নং ৪/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) গঠন নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৮,৬১৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২১,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৩০। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান - বলগোনা শাখায় কিমি ২৩/৭-৮- এ লেভেল ক্রশিং নং ১৪/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪০,৩০২.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২০,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৪০। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান - বলগোনা শাখায় কিমি ২১/৮-৯ -তে লেভেল ক্রশিং নং ১৩/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৩,৯৬৬.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২০,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৫। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪১৯-আর। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া - ঝিল সাইডিং কোচিং ডিপোতে ট্রেন সেট রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজের" পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭০,৪১,১৪৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,৩৫,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৬। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৭৮। কাজের নাম ঃ** "ডানকুনি গুড্স শেড-এ সিসিটিভি কভারেজ ব্যবস্থা এবং ফগ ক্যানন, এএকিউ, নয়েজ মনিটরিং যন্ত্রের ব্যবস্থা সহ হোয়্যার্ফ ও নর্দমা ব্যবস্থার" উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৯,২৫,১৫৯.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৭৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৭। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৮৮। কাজের নাম ঃ** বর্ধমান, কাটোয়া এবং আজিমগঞ্জ শাখায় আনুষঙ্গিক কাজ সহ বহির্ভাগের আলোকিতকরণের স্তর উচ্চতর করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৮,৭৬,৭৫২.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৭৭,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৮। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৯০। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান - বলগোনা শাখায় কিমি ১৬/১-২ -তে লেভেল ক্রশিং নং ৮/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার গঠন (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,৪৮,৪৭৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২১,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৯। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৯২। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া - বর্ধমান মেন লাইনে লিলুয়া স্টেশনে পুরোনো আরআরআই প্রতিস্থাপন করে ইআই বসানোর কাজ"-এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩২,৭৯,১৬০.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৬৫,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৯-এর জন্য ১৩.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-297/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চলুন বেড়াতে যাই

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঋক্কণ্ডীর প্রাচীন শিব মন্দিরে মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের মহিমা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঋক্কণ্ডী শিব মন্দির, একটি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন, যা মধ্যযুগীয় এই রাজ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাক্ষী। কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরটি শুধু ধর্মীয় তাৎপর্যের জন্যই নয়, বরং এর অনন্য স্থাপত্যশৈলীর জন্যও পরিচিত। ঋক্কণ্ডী শিব মনিন্দর পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, এবং এটি প্রকৃতির কোলে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভক্ত ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এই মন্দিরটি বাংলার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির একটি অমূল্য সম্পদ।

ঋক্কণ্ডী শিব মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য সীমিত হলেও, স্থানীয় ঐতিহ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে এটি মধ্যযুগে, সম্ভবত ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি ওড়িশার কেশরী বা সোমবংশী রাজবংশের প্রভাবে নির্মিত বলে মনে করা হয, যা মেদিনীপুর অঞ্চলে তাদের শাসনকালে প্রচলিত ছিল। এই অঞ্চলের অন্যান্য মন্দির, যেমন কর্ণগড়ের চাপলেশ্বর ও মহামায়া মন্দির, ওড়িশার স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। ঋক্কণ্ডী শিব মন্দিরও এই শৈলীর একটি উদাহরণ।

ঋক্কণ্ডী শিব মন্দির ওড়িশা শৈলীর মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, যা বাংলার পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন শৈলীর সঙ্গে মিলে যায়। মন্দিরটি একটি উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত, এবং এর গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিদরের চূড়া বা শিখর বাঁকা, যা ওড়িশার রেখা-দেউল শৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেওয়ালে টেরাকোটা খোদাই এবং পাথরের কাজ দেখা যায়, যা পৌরাণিক কাহিনী, ফুল, লতাপাতা এবং জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু খোদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবুও এর স্থাপত্যশৈলী মধ্যযুগীয় বাংলার কারুকার্যের উৎকর্ষতা প্রকাশ করে। মন্দিরের প্রবেশপথে খিলানযুক্ত দরজা এবং পাশে দুটি স্তম্ভ রয়েছে, যা স্থানীয় কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় দেয়।

ঋক্কণ্ডী শিব মন্দির স্থানীয়দের কাছে একটি পবিত্র তীর্থস্থান। শিবরাত্রি, শ্রাবন মাসের সোমবার এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে এখানে ভক্তদের ভিড় জমে। মন্দিরের পাশে একটি ছোট কুণ্ড রযেছে, যা শিব কুণ্ড নামে পরিচিত, এবং এটি ধর্মীয় আচারের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন, এই মনিন্দরে পূজা দিলে মনোকামনা পূর্ণ হয়। মন্দিরটি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যই নয়, এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও জনপ্রিয়। পুরুলিয়ার নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে সাঁওতাল ও মুন্ডা সম্প্রদায়ের মানুষও পূজা-অর্চনায় অংশ নেন।

ঋক্কণ্ডী শিব মন্দির পর্যটকদের জন্যও একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। কাংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরের চারপাশের প্রাকৃতিক সৌনন্দর্য এটিকে আরও মনোরম করে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বা মেদিনীপুরের কর্ণগড় মন্দিরের তুলনায় ঋক্কণ্ডী কম পরিচিত হলেও, এর প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব ক্রমশ পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

মন্দিরের পাশে ছোট ছোট গ্রাম এবং সবুজ প্রকৃতি ভ্রমণকে আরও আকর্ষণীয় করে। স্থানীয়রা এখানে ছৌ নৃত্য এবং সাঁওতাল সংস্কৃতির প্রদর্শনী আয়োজন করে, যা পর্যটকদের জন্য অতিরিক্ত আকর্ষণ।

ঋক্কণ্ডী শিব মন্দির মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কলকাতা থেকে মেদিনীপুর পৌঁছানো যায় ট্রেন বা বাসে। হাওড়া-মেদিনীপুর লোকাল ট্রেন বা রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস নিযমিত চলাচল করে। মেদিনীপুর থেকে বাস বা ভাড়া গাড়িতে ঋক্কণ্ডী পৌঁছানো যায়। পথে কাংসাবতী নদীর দৃশ্য এবং পাঞ্চেত বাঁধের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ভ্রমণকে স্মরণীয় করে।

ঋক্কণ্ডী শিব মন্দিরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকলেও, এটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে। টেরাকোটা খোদাই এবং দেওযালের কিছু অংশ সময়ের সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন এই মন্দিরটিকে সংরক্ষণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেও, আরও সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। পর্যটন বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণের ঝুঁকিও রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং ভক্তদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য রক্ষা করা জরুরি।

ঋক্কণ্ডী শিব মদির মেদিনীপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এর মধ্যযুগীয় স্থাপত্য, ধর্মীয় তাৎপর্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এটিকে ভক্ত ও পর্যটকদের কাছে একটি বিশেষ গন্তব্য করে তুলেছে। এই মন্দিরের সংরক্ষণ এবং প্রচারের মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধ হবে। তাই, ইতিহাস ও প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে চাইলে, ঋক্কণ্ডী শিব মনিন্দরে পুজোর ছুটিতে ঘুরে আসুন।

এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো রহস্যে ঘেরা কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান

রাজ্যের দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং শহরে অবস্থিত ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান একটি ঐতিহাসিক স্থান, যা শুধুমাত্র একটি সমাধিক্ষেত্র নয়, বরং ঔপনিবেশিক যুগের গল্প এবং রহস্যের একটি জীবন্ত সাক্ষ্য। এই কবরস্থানটি কার্সিয়াংয়ের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ১৮০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিদ্যমান। এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের স্মৃতি বহন করে এবং এখানে সমাহিত ব্যক্তিদের জীবন ও অবদানের মাধ্যমে দার্জিলিং পাহাড়ের ইতিহাসের একটি অংশ প্রকাশ পায়। তবে, এই কবরস্থানের রহস্যময় গল্প এবং অবহেলিত অবস্থা এটিকে একটি বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র করে তুলেছে।

কবরস্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য-কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান, যা প্রায়শই ‘ সিমেট্রি’ নামে পরিচিত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকের বসতি স্থাপনকারীদের শেষ বিশ্রামস্থল। এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটিশ প্রশাসক, চা বাগানের মালিক, এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব, যারা দার্জিলিং এবং কার্সিয়াংকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই কবরস্থানে প্রায় ১০০টিরও বেশি সমাধি রয়েছে, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমাধির শিলালিপি অস্পষ্ট হয়ে গেছে বা ভেঙে পড়েছে। কিছু সমাধিতে এখনও পড়া যায় এমন শিলালিপি রয়েছে, যা ঔপনিবেশিক যুগের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির একটি আভাস দেয়।

কবরস্থানটির উল্লেখযোগ্য সমাধিগুলোর মধ্যে রছে লুই মান্ডেলির সমাধি, যিনি ছিলেন একজন ইতালীয় চা বাগানের মালিক এবং অপেশাদার পাখি বিশেষজ্ঞ। তাঁর সমাধির শিলালিপিতে তাঁর প্রতি সম্মান এবং তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, এই কবরস্থানে আরও অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তির সমাধি রয়েছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ব্রিটিশ, স্কটিশ, আইরিশ এবং ওয়েলশ। কিছু সমাধিতে ভিক্টোরিয়ান যুগের শৈলীতে লেখা শিলালিপি রয়েছে, যেমন একটি সমাধিতে লেখা রযেছে, Like the flower of the field which to day is and to-morrow withered away. Blessed are the pure in heart as they shall see god. এই ধরনের শিলালিপি সেই সময়ের ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়।

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থানের সবচেয়ে বড় রহস্য হলো এর অবহেলিত অবস্থা এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড। ১৯৭০-এর দশকে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের তত্ত্বাবধানে এই কবরস্থানের সমাধিগুলোর শিলালিপির ছবি তোলা হযেছিল এবং একটি রেকর্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই রেকর্ডটি এখন হারিয়ে গেছে। ফলে, অনেক সমাধির পরিচয় এখন অজানা। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট সমাধি, যেমন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জর্জ অ্যালমার লয়েড এবং হাঙ্গেরিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার সোমা দে কোরোসের সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করে। বাকি সমাধিগুলোর দেখাশোনার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

কার্সিয়াংয়ের এই কবরস্থানটি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা দ্বারা ‘খুব গুরুত্ব’ সম্পন্ন স্থান হিসেবে ঘোষিত। এটি শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটি স্মৃতিস্তম্ভ নয়, বরং দার্জিলিং পাহাড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ। এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিরা, যেমন লয়েড এবং দে কোরোস, দার্জিলিংকে একটি বিশ্বখ্যাত চা উপাদনকারী অঞ্চল এবং স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে, এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ডগুলো এর ঐতিহাসিক মূল্যকে বিপন্ন করছে।

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান পর্যটকদের জন্য একটি অপরিচিত গন্তব্য হলেও ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ। লেবং কার্ট রোডে অবস্থিত এই কবরস্থানটি শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং এটি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশমূল্য ফ্রি। কবরস্থানের পটভূমিতে সবুজ চা বাগান এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য এটিকে একটি মনোরম স্থান করে তোলে। তবে, স্থানীয় বাসিন্দদারা এবং পর্যটকদের মধ্যে এটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সিমেট্রিজ ইন সাউথ এশিয়া এই কবরস্থানের সংরক্ষণে কাজ করছে, কিন্তু আরও স্থানীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান একটি ঐতিহাসিক ধন, যা দার্জিলিং পাহাড়ের ঔপনিবেশিক অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। এর রহস্যময় গল্প, অবহেলিত সমাধি এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড এটিকে একটি বিশেষ রহস্যের আবেশে ঘিরে রেখেছে। এই কবরস্থানটি কেবল ইতিহাসের একটি অংশ নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক স্মৃতিস্তম্ভ, যা সংরক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য জীবন্ত রাখা সম্ভব। ইতিহাসপ্রেমী এবং পর্যটকদের জন্য এটি একটি অবশ্য-দর্শনীয় স্থান, যা কার্সিয়াংয়ের ঐতিহ্যের একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর বিরুদ্ধে এক লক্ষ কোটির মামলা ট্রাম্পের

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকার কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে দশকের পর দশক ধরে মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে। এই অভিযোগে এবার মার্কিন দৈনিক ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মানহানির মামলা করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ধনকুবের প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, প্রতিবেদনে প্রকাশিত খবরের সত্যতা আদালতে প্রমাণ করতে না-পারলে ওই বিপুল পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন হাউসের ওভারসাইট কমিটির ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশ করেন জেফ্রি এপস্টিনকে লেখা যৌনগন্ধী চিঠি, যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর রয়েছে। যদিও এই চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করেন ট্রাম্প। এমনকী প্রথমবার চিঠিটি প্রকাশ করা ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেন। এবারে সমাজমাধ্যমে ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমি ‘নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স’-এর বিরুদ্ধে ১৫০০ কোটি ডলারের মানহানির মামলা করছি। এরা আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ফালতু খবরের কাগজ। ক্রমশ ওই সংবাদপত্র বিপ্লবী বাম ডেমোক্র্যাট পার্টির মুখপত্র হয়ে উঠেছে। ট্রাম্পের এই পোস্টের পরেই নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।প্রসঙ্গত, ওয়াল স্ট্রিট প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ২০০৩ সালে এপস্টেইনের ৫০তম জন্মদিনে অনেকেই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ট্রাম্পও।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসককে সাজা

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ৫৫ বছরের এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসককে যৌন কেলেঙ্কারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ৬ বছরের সাজা শোনাল ব্রিটেনের আদালত। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মহিলা সহকর্মীদের যৌন হেনস্তা করার। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বারবার জুনিয়র কর্মীদের নির্যাতন করেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁকে সাজা শোনাল আদালত। তাঁকে বর্ণনা করল ‘ পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারী’ হিসেবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম অমল বোস। তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার ব্ল্যাকপুল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে হৃদরোগ চিকিৎসার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। কিন্তু ২০২৩ সালে কর্মীদের লাগাতার অভিযোগের পর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে পাঁচজনকে যৌন হেনস্তায় দোষী সাব্যস্ত তিনি। অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতির সময় এক

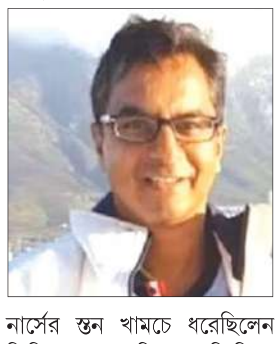

নার্সের স্তন খামচে ধরেছিলেন তিনি। আরেক মহিলার দাবি ছিল, কলম খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর পকেটে হাত দেন ও স্তন খামচে ধরেন। এমনই নানা অভিযোগ ওঠে পাঁচ সন্তানের বাবার বিরুদ্ধে। প্রিস্টন ক্রাউন কোর্টে বিচারক ইয়ান আনসওয়ার্থ অমলকে বলেন যে, তিনি তাঁর ‘উচ্চ অবস্থান’ ব্যবহার করে সহকর্মীদের ‘টর্গেট’ করেছেন! এই বিশ্বাসেই এই কাজ করেছেন যে তিনি কোনওভাবেই অভিযুক্ত হবেন না। সেই সময়ই তাঁকে ‘শিকারী পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারী’ বলে বর্ণনা করে আদালত। অভিযুক্ত চিকিৎসক একজন ‘ অত্যন্ত দক্ষ শল্য চিকিৎসক’ ছিলেন একথা স্বীকার করেও বিচারক জানান, এতে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব কমে না। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, অমলের মধ্যে কৃতকর্মের কোনও প্রকৃত অনুশোচনা দেখা যায়নি। এরপরই আদালত তাঁকে ৬ বছরের সাজা শোনায়।

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৭৬ জনের মৃত্যু

শেনজেন, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) বুধবার শেনজেনে অনুষ্ঠিত বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর সুপার ৭৫০ ইভেন্ট চায়না মাস্টার্সে সাত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি সরাসরি গেমে জয়ের মাধ্যমে রাউন্ড অফ ১৬-তে তাদের স্থান নিশ্চিত করেছেন। দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিনশিপের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী সাত্বিক এবং চিরাগ ৪২ মিনিটের খেলায় মালয়েশিয়ান জুটি জুনাইদি আরিফ এবং রয় কিং ইয়াপকে ২৪-২২, ২১-১৩ গেমে পরাজিত করেন। গত সপ্তাহে হংকং ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালেও এই দুই জুটির মুখোমুখি হয়েছিল, যেখানে ভারতীয়রা তিনটি খেলায় জয়লাভ করেছিল। পরের রাউন্ডে সাত্বিক-চিরাগ জুটির মুখোমুখি হবে চাইনিজ তাইপেইয়ের চিউ সিয়াং চিহ এবং ওয়াং চি-লিন। পুরুষদের একক বিভাগে, হংকং ওপেনে রানার্সআপ হওয়া লক্ষ্য সেন প্রথম রাউন্ডে আধ ঘন্টার মধ্যে ফরাসি খেলোয়াড় টোমা জুনিয়র পপভের কাছে ২১-১১, ২১-১০ ব্যবধানে হেরে যান।ধ্রুব কপিলা এবং তানিশা ক্রাস্টোর মিশ্র দ্বৈত জুটিও পরাজিত হন চীনের ফেং ইয়ান ঝে এবং হুয়াং ডং পিংয়ের কাছে ২১-১৯, ২১-১৩ ব্যবধানে। দিনের শেষে, মহিলা দ্বৈত জুটিতে রুতপর্ণা এবং শ্বেতাপর্ণা পান্ডা মালয়েশিয়ার ওং জিন ই এবং কারমেন টিং-এর মুখোমুখি হবেন।

যৌথ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিদর্শনে জিএম

গোরখপুর, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৫ অভিযানের সূচনা করেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর, গোরখপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে, সেখানে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিচ্ছন্নতার শপথ গ্রহণ করেন এবং একটি যৌথ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেন।শপথ গ্রহণের সময়, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী বোরওয়ানকর বলেন যে মহাত্মা গান্ধী যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল না, বরং একটি পরিস্কার ও উন্নত জাতির দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। তিনি দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ভারত মাতাকে মুক্ত করেছিলেন। এখন, ময়লা দূর করে ভারত মাতার সেবা করা আমাদের কর্তব্য।জেনারেল ম্যানেজার বলেন, আমি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সতর্ক থাকার এবং এর জন্য সময় দেওয়ার অঙ্গীকার করছি। আমি প্রতি বছর ১০০ ঘন্টা অথবা প্রতি সপ্তাহে দুই ঘন্টা শ্রম দান করে পরিচ্ছন্নতার এই অঙ্গীকার পূরণ করব। আমি মযলা-আবর্জনা তৈরি করব না এবং অন্য কাউকে তা করতে দেব না। প্রথমে, আমি নিজেকে, আমার পরিবার, আমার পাড়া, আমার গ্রাম এবং আমার কর্মক্ষেত্র দিয়ে শুরু করব। আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিস্কার দেখায় কারণ তাদের নাগরিকরা ময়লা-আবর্জনা করে না এবং করতেও দেয় না। এই চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে, আমি প্রতিটি গ্রাম এবং রাস্তায় স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রচার করব। আমি আজ যে শপথ নিচ্ছি তা আরও ১০০ জনকে নিতে চাই। আমি নিশ্চিত করব যে তারাও আমার মতো পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ১০০ ঘন্টা ব্যয় করবে। আমি জানি যে পরিচ্ছন্নতার দিকে আমার এক পদক্ষেপ পুরো দেশকে পরিস্কার করতে সাহায্য করবে।শপথ গ্রহণের পর, জেনারেল ম্যানেজার জনাব উদয় বোরওয়ানকার ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পরিস্কারক যন্ত্রটি পরিচালনা করেন এবং ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনে প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ইউনিটটি স্বেচ্ছায় পরিস্কার করেন।

Name Change

I,MOUSUMI KHATUN MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY AADHAAR CARD AS MOUSUMI MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 16-9-25 I MOUSUMI KHATUN MONDAL AND MY FATHER ASRAB MANDAL AND ASHRAFALI MONDAL BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS MOUSUMI KHATUN FATHER ACTUAL NAME IS ASRAB MANDAL R/O VILL DANGA PARA BET NA HANSKHALI NADIA

Name Change

I,MOUSUMI KHATUN MY MOTHER NAME HASBEEN RECORDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS RUKIYA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 16.9.25 MY MOTHER RUKIYA MANDAL AND RUKIYA BIBI IS SAME PERSON R/O VILL DANGAPARA BETNA HANSKHALI NADIA MY MOTERE ACTUAL NAME IS RUKIYA MANDAL.

Name Change

I, Sarifun Neassa (old name) wife of Gaffar Ali Mollah, residing at Vill: Uttar Kolsur, PO: Kolsur, PS- Deganga, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743438, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sarifun Nessa (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/09/2025. Sarifun Neassa and Sarifun Nessa both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Shahariyar Zzaman (old name) son of Moniru Zzaman, residing at Tegharia, P.O- Golabari Bazar, P.S – Shasan, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shahriyar Zzaman (new name) as declared before the Notary Public at Barasat, North 24 Parganas, vide affidavit No. 139/25 dated 15/09/2025. Mohammed Shahariyar Zzaman and Md Shahriyar Zzaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Muhur Sk & Mohur Sk (Old Name) S/O–Hablu Sk residing at Vill-Baruipara Dangapara , PO-Baruipara , PS-Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Muhur Sk & Mohur Sk to Mahur Sk and henceforth I shall be known as Mahur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Mahur Sk (new name) & (old name) Muhur Sk & Mohur Sk both are same and one identical person.

Name Change

I , Amal KR Roy S/O- Amulya Kumar Roy resident of Chhora Colony, Chhora Bamnabagram, Ausgram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713152, shall henceforth be known as ‘AMAL KUMAR ROY’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/09/2025. That Amal KR Roy and Amal Kumar Roy both are same and one identical person.

Name Change

I , Sidharth Mehra S/O- Sandip Mehra resident of Hazramath, P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713103, shall henceforth be known as ‘SIDDHARTH MEHRA’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 16/09/2025. That Sidharth Mehra and Siddharth Mehra both are same and one identical person.

Name Change

I , Pameli Jash W/O- Ujjal Roy resident of Vill-Rakona, P.O.-Jharul, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713403, shall henceforth be known as ‘PAMELI ROY JASH’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 17/09/2025. That Pameli Jash and Pameli Roy Jash both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nazma Parvin (পুরাতন নাম) স্বামী Anowar Raza Khan ঠিকানা Aguri Band Punisol, District - Bankura, Pin - 722101, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-09-2025 এর Affidavit no 30/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nazma Pervin (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nazma Pervin (নতুন নাম) ও Nazma Parvin (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Anowar Raja Khan (পুরাতন নাম) পিতা Amir Ali Khan ঠিকানা Aguri Band Punisol, District - Bankura, Pin - 722101, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 17-09-2025 এর Affidavit no 31/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anowar Raza Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anowar Raza Khan (নতুন নাম) ও Anowar Raja Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ambujaksha Mahanty (old name) son of Nakul Chandra Mahanty, residing at Maity Dubrajpur, Brahmandiha, Indpur, Bankura, Pin: 722173, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ambujakshya Mahanty (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/09/2025. Ambujaksha Mahanty and Ambujakshya Mahanty both are same and one identical person.

Name Change

I, Rashida Begum W/o Late Abdur Rashid Molla Residing at Vill - Parijat, P.o+P.s - Uluberia, District - Howrah, Pin- 711315, West Bengal India that my deceased Husband who previously known as Abdul Rasid Molla (Old Name) shall henceforth be known as Abdur Rashid Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 17/09/2025. I declare that my deceased Husband Abdul Rasid Molla (Old Name) and Abdur Rashid Molla (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, Rafi Ahamed Molla S/o Late Abdur Rashid Molla Residing at Vill - Parijat, P.o+P.s - Uluberia, District - Howrah, Pin- 711315, West Bengal India that my deceased father who previously known as Abdul Rashid (Old Name) shall henceforth be known as Abdur Rashid Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 17/09/2025. I declare that my deceased father Abdul Rashid (Old Name) and Abdur Rashid Molla (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, Rafi Amed Molla (Old Name) S/o Late Abdur Rashid Molla Residing at Vill - Parijat, P.o+P.s - Uluberia, District - Howrah, Pin - 711315, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rafi Ahamed Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-09-2025. Rafi Amed Molla (Old Name) and Rafi Ahamed Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Santi Biswas (Old Name) W/o Late Shiba Pada Biswas Residing at Vill - Manicnagar, P.o - Maniktala, P.s - Ashoknagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743263, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Santilata Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-09-2025. Santi Biswas (Old Name) and Santilata Biswas (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sirajul Haque Sk (Old Name) S/o Atiyar Rahaman Sekh Residing at Vill - Mollarchak, P.o - Khankar Bazar, P.s - Magrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743355, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sirajul Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-09-2025. Md Sirajul Haque Sk (Old Name) and Sirajul Sekh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Abdul Hasem Laskar (Old Name) S/o Kuisi Laskar Residing at Vill - Danga, P.o - Bonhooghly, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abul Hasem Laskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-09-2025. Md Abdul Hasem Laskar (Old Name) and Abul Hasem Laskar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rukshana Khatun (Old Name) W/o Imrajul Haque Laskar Residing at Vill - Danga, P.o - Bonhooghly, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Ruksana Laskar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Baruipur vide affidavit no 7825 Dated 16-09-2025. Rukshana Khatun (Old Name) and Ruksana Laskar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Atikur Rahaman (Old Name) S/O– Md Akram Ali Resident Of Vill- & Po-Kadamtali , Ps-Pukuria , Dist-Malda, West Bengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Atikur Rahaman to Md Atikur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Atikur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Md Atikur Rahaman & Mohammad Atikur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Akram Ali (Old Name) S/O–Late Shish Mahammad Resident Of Vill- & Po-Kadamtali , Ps-Pukuria , Dist-Malda, West Bengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Akram Ali to Md Akram Ali and henceforth I shall be known as Md Akram Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Md Akram Ali & Mohammad Akram Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Hozorat Sk (Old Name) S/O–Kurmaan Sk resident of Vill- Lakshminarayanpur , Po-Jibanti , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Hozorat Sk to Hazrat Sk and henceforth I shall be known as Hazrat Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Hazrat Sk & Hozorat Sk both are same and one identical person.

Name Change

AI, Ataul Hq (Old Name) S/O– Ahiya Sk resident of Vill-Bausi, Po-Upar Fatepur , Ps- Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742148 do hereby declared that I have changed my name from Ataul Hq to Ataul Hoque and henceforth I shall be known as Ataul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Ataul Hoque & Ataul Hq both are same and one identical person.

Name Change

I, Darab Shaikh (Old Name) S/O– Ahesan Seikh resident of Vill-Udaychandpur Dhala, Po-Jibanti , Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742136 do hereby declared that I have changed my name from Darab Shaikh to Darab Ali Seikh and henceforth I shall be known as Darab Ali Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Darab Ali Seikh & Darab Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Jahar Ahammed & Md Jahar Ahammad (Old Name) S/O–Masiruddin Ahamed resident of Vill- Khelenpur , Po-Chanchal , Ps- Chanchal, Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732123 do hereby declared that I have changed my name from Md Jahar Ahammed & Md Jahar Ahammad to Md Jahar Ahamed and henceforth I shall be known as Md Jahar Ahamed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Md Jahar Ahamed (new name) & (old name) Md Jahar Ahammed & Md Jahar Ahammad both are same and one identical person.

Name Change

I, Saramin Hq (Old Name) S/O–Ataul Hoque resident of Vill-Bausi, Po-Upar Fatepur , Ps- Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742148 do hereby declared that I have changed my name from Saramin Hq to Saramin Hoque and henceforth I shall be known as Saramin Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/09/2025. My name Saramin Hoque & Saramin Hq both are same and one identical person.

Change of Name

I Shankar Somani S/o Jaynarayan Somani, residing at Bolpur ,Dist:- Birbhum, Pin- 731204 , do hereby declare that on 16/09/2025 before the Ld JM 1st Court , Bolpur , made an Affidavit , vide serial No- 5940 ,where i have changed my Father's name from Jainarayan Somani to Jaynarayan Somani . That Jaynarayan Somani and Jainarayan Somani is same and one identical person in the eye of law.

Change of Name

I, REHENA KHATUN, W/o KAZI SALAUDDIN, resident of VILL-MANDARI, PO – KURUMBA, DIST – BIRBHUM, PS – LABPUR, WEST BENGAL – 731303 do hereby declare that I have changed my name from REHENA KHATUN to REKHA BIBI and henceforth I shall be known as REKHA BIBI in all purpose, that my actual name is REKHA BIBI which has been recorded in my Aadhar Card vide no. 8696 3563 8765 vide affidavit no.5958. sworn before that Notary Public at BOLPUR COURT Date. 16/09/2025 REKHA BIBI and REHENA KHATUN both are same and one identical person.

Change of Name

Rejual Karim Mondal (old Name) S/o Late Mondal Abdul Gaffar, Resident at Vill-Jagyanagar, P.O-Bahiri, P.S-Bolpur, Dist-Birbhum West Bengal, India, Pin No-731240. I have changed my name Rejual Karim (New Name) I shall be known as Rejual Karem vide affidavit before the Notary Public Bolpur on 11.09.2025. Rejual Karim Mondal (old Name) and Rejual Karim (New Name) both are same and one indentical person.

Name Change

I, Babar Sk S/o Late Ekramul Sk residing at Vill + P.O. Gagdharpara, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, India do hereby declare my actual name Babar Sk instead of Bablu Sk and my father's actual name Ekramul Sk instead of Ekramul Haque, vide an affidavit sworn before the Court of S.D.E.M (S) 1st Class Magistrate at Berhampore, Dist. Murshidabad on dated 13/08/2025. Babar Sk and Bablu Sk both are same and one identical person and also Ekramul Haque and Ekramul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Latif(old Name) S/o Nifajuddin Sk residing at Vill.-Pirtala, P.O.-Choa, P.S.-Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742182 West Bengal, India do hereby declare that I have changed my name from Abdul Latif to Latib Sk and henceforth I shall be known as Latib Sk(New Name) Date of birth 11/01/1960 in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive/1st Class Magistrate at Berhampore, Murshidabad on dated 16/09/2025. Abdul Latif and Latib Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Narayan Sardar (old name) son of Shuklal Sardar, residing at Vill & P.O-Berela, P.S- Pandua, Dist: Hooghly, Pin: 712134, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Narayan Chandra Sardar as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Sadar Hooghly at Chinsurah vide affidavit No. 7042 dated 06/08/2025. Narayan Sardar and Narayan Chandra Sardar both are same and one identical person.

গরুমারায় বন দফতরের তরফে নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ তিন মাস বন্ধ থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে খুলে গেল গরুমারা জাতীয় উদ্যান। পাশাপাশি চাপড়ামারি, নেওরাভেলি সহ রাজ্যের সমস্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও জাতীয় উদ্যান খুলে দেওয়া হল পর্যটকদের জন্য। জঙ্গল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই খুশির হাওয়া বইছে পর্যটক মহলে। অন্যদিকে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মুখে হাসি ফুটেছে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়টিকে বন্যপ্রাণীর প্রজননকাল হিসেবে ধরা হয়। যে কারণে এই

সময় জঙ্গলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকে। বর্ষার কারণে জঙ্গলে গাছপালা বেড়ে ওঠে, পাশাপাশি বন্যপ্রাণীরা প্রজননকালে থাকে। তাই যাতে প্রাণীদের কেউ বিরক্ত না করেন, বা গাছপালার কোনও ক্ষতি না হয়, তারজন্য এই সিদ্ধান্ত। যে কারণে এই তিন মাস বনাঞ্চল বন্ধ রাখা হয়। তবে পর্যটকদের জন্য দরজা খুলে দেওয়ার পাশাপাশি গরুমারায় নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন দফতরের তরফে নেওয়া হয়েছে বিশেষ কিছু উদ্যোগ। পর্যটকদের সুবিধার্থে গরুমারায় বাড়ানো হয়েছে কুনকি হাতির সংখ্যা। ফলে যাতে হাতির পিঠে সাফারির সুযোগ বেশি করে পাবেন পর্যটকরা। পাশাপাশি খুলে দেওয়া হয়েছে গরুমারার বনবাংলো ও চাপড়ামারির গভীরে থাকা বনবাংলোও। জঙ্গল খুলতেই চালু হয়েছে এই নয়া নিয়ম। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানকে ঘোষণা করা হয়েছে প্লাস্টিক মুক্ত জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের পক্ষ থেকে। নথিভুক্ত জিপসি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বাঁশের ঝুড়ি। এই ঝুড়ি প্রকৃতি বান্ধব, ঝুড়ির মধ্যেই আবর্জনা ফেলতে বলা হবে পর্যটকদের সাফারি চলাকালীন। কোনওভাবেই নোংরা করা যাবে না জঙ্গল। অন্যদিকে পর্যটকরা পাবেন অনলাইনে বুকিং করার সুযোগও। মঙ্গলবার থেকেই থেকে গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপা।।, নেওরাভেলি ও বক্সা সহ সমস্ত বনাঞ্চলে পর্যটক প্রবেশের পাশাপাশি রাত্রিবাসের জন্য অনলাইনে বুকিং করা যাবে। জানা গেছে, বন দফতরের সরকারি ওয়েবসাইটে বুকিংয়ের সুবিধা চালু হয়েছে। ফলে সেখান থেকে আগেই বুকিং করে রাখতে পারবেন পর্যটকরা।

তিলপাড়া ব্যারেজে যান চলাচল নিয়ে বড় ঘোষণা সেচ দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূম জেলার পণ্যবাহী ট্রাক মালিকদের বড় স্বস্তি দিল জেলা প্রশাসন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে তিলপাড়া ব্যারেজের উপরের রাস্তা দিয়ে খালি ট্রাক ও ডাম্পার চলাচলের ছাড়পত্র জারি করেছে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। পাশাপাশি তিলপাড়া ব্যারেজের ডাউন স্ট্রিমে ভারী যান চলাচলের উপযোগী কজওয়ে নির্মাণেরও অনুমোদন দিয়েছে

রাজ্য সেচ দফতর। জেলাশাসক বিধান রায় জানান, খালি ট্রাক ও ডাম্পার চলাচলের ক্ষেত্রে গতিবেগের ঊর্ধ্বসীমা ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার রাখা হয়েছে। ব্যারেজের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ আগে ব্যারেজের ডিভাইডারে ফাটল ধরা পড়ায় ভারী যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছিল। এর ফলে বিকল্প সিউড়ি- সাঁইথিয়া রাস্তায় প্রচুর যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল, যা নিয়ে নাকাল ছিলেন সাধারণ মানুষ ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। বীরভূম জেলা ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আনাশ আহমেদ জানান, রাস্তাটি বন্ধ থাকায় আমরা একটিমাত্র বিকল্প রাস্তায় নির্ভর করছিলাম। প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্তে খালি ট্রাক চলাচলের অনুমতি মেলায় অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছি'। তিনি আরও জানান, সেচ দফতরের ছাড়পত্র মেলায় তিলপাড়া জলাধারের পাশে নতুন কজওয়ে নির্মাণের কাজও দ্রুত শুরু হবে। প্রায় চার থেকে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে এই কজওয়ে। যার সমস্ত খরচ বহন করবে জেলা ট্রাক মালিক সমিতি। আহমেদ স্পষ্ট করেছেন, কজওয়ে ব্যবহার করতে কোনও টোল বা অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হবে না। ট্রাক মালিকরা নিজেদের চাঁদার টাকা দিয়েই এই প্রকল্প সম্পন্ন করবেন।

নারায়ণপুর জমিদার বাড়িতে বিসর্জনের সময় মাকে বরণ করেন বাড়ির পুরুষেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ যেখানে প্রত্যেক মণ্ডপ, প্রত্যেক বাড়ির পুজোতে মহিলারা মা দুর্গাকে বরণ করেন , সেখানে এই বাড়ির নিয়ম একেবারেই আলাদা। এখানে মা দুর্গাকে বরণ করেন বাড়ির পুরুষরা। প্রায় ৩০০ বছর আগে বর্ধমান থেকে বাঁকুড়ার হদল গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন মুচিরাম ঘোষ। ওই গ্রামে নদীর ভাঙ্গন শুরু হয়, ফলে সেখান থেকে নারায়ণপুর গ্রামে গিয়ে ফের বসতি স্থাপন করেন মুচিরাম। সেখানে শুভঙ্কর আচার্য নামের এক ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন। তিনি মুচিরাম ঘোষকে নিয়ে যান বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মল্ল রাজার কাছে। সেখানে মুচিরামকে মল্ল রাজা বেশ কিছু জমি দান করেন। তার পর থেকেই তিনি জমিদারি প্রথা শুরু করেন । মুচিরাম ঘোষের জমিদারি চলাকালীন ওই নারায়ণপুর গ্রামে বেশ কিছু নীলকুঠি ছিল। ইংরেজদের আমলে সেখানে নীল চাষ হত। এক সময় নীল বিক্রির লভ্যাংশ দিয়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়। তখন থেকেই এই নারায়ণপুর জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। এখন বিশাল জাঁকজমকভাবে এই পুজো হয়। এখানে ভিন রাজ্য-সহ বিদেশ থেকেও ভক্তরা আসেন। পুজোর পাঁচটা দিন এখানে ভক্তদের জন্য থাকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। এখানে পুজো, গোস্বামী মতে হয়। পাঁচ দিন নিরামিষ খাবার। এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হল, মাকে যখন বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন বাড়ির পুরুষেরা মাকে বরণ করেন। এই নিয়ম-নীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে নারায়ণপুর জমিদার বাড়িতে।

বন্যার জলস্রোতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু ছাত্রের, শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি এক পড়ুয়ার। বাঁধের উপর দিয়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে বন্যার জলস্রোতে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু ছাত্রের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার ভূতনি থানার জুলাব্দিটোলা এলাকায়। জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম রোজ শেখ (২১)। সংশ্লিষ্ট এলাকাতেই তাঁর বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভূতনি থানার জুলাব্দিটোলা এলাকায় বাঁধের উপর রাস্তা দিয়ে প্রবল গতিতে গঙ্গার জল ঢুকছিল। সেই সময় ওই এলাকা দিয়ে সাইকেল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল ওই পড়ুয়া। ফেরার পথে এলাকায় গঙ্গার জল ঢোকার সময় স্রোতে সাইকেল সমেত ভেসে যায় সে। এরপর বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসলে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, একদিকে বন্যা অন্যদিকে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হচ্ছে একের পর এক গ্রামবাসীকে। বন্যা বিপর্যস্ত এলাকায় কোনওরকম বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী নেই বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী থাকলে এমন পরিনতি হতো না বলে দাবি তাঁদের। এদিকে এই ঘটনার পর গোটা গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পড়ুয়ার মর্মান্তিক পরিণতির পর বন্যা কবলিত ভূতনিতে দ্রুত বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও সরকারি সহযোগিতার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা।

তিন শতাব্দীর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ঘটক পরিবারের বনেদি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার দুর্গোৎসব মানেই কেবল আচার-অনুষ্ঠান নয়, আয়োজন চলছে। এই পূজা শাক্ত মতে সম্পূর্ণ আচারানুষ্ঠানসহ পালিত হয়। প্রতিমা একচালা, আর প্রজন্মের

তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনের গল্প। তেমনই এক অনন্য ঐতিহ্যের সাক্ষী ঘটক পরিবারের দুর্গোৎসব। তিনশো বছর আগে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বিঝারি গ্রামে শুরু হয়েছিল এই পূজা। দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করে পূজার সূচনা হয়। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে টানা সত্তরেরও বেশি বছর ধরে পূজার পর প্রজন্ম ধরে একই শিল্পী পরিবার প্রতিমা গড়ে আসছেন। প্রতিমার বিন্যাসেও রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গণেশ থাকেন মায়ের বামে, আর কার্তিক ও নবপত্রিকা মায়ের ডানদিকে। এই বিশেষ বিন্যাসই ঘটক পরিবারের পুজোকে আলাদা মাত্রা দেয়। এই পূজার অন্যতম আকর্ষণ ভোগ। প্রতিদিন প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো ভক্ত প্রসাদ পেইন থাকেন। বিশেষত্ব হলো পরিবারের মেয়েরাই নিজের হাতে রান্না করেন। আমিষ পদ, বিশেষ করে মাছের পদ, এখানে এক বিশেষ ঐতিহ্য বহন করছে। এই পরিবারের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিধুভূষণ ঘটক। তিনি ছিলেন মা সারদার প্রত্যক্ষ শিষ্য। তাঁর আহ্বানে মা সারদা একবার বিঝারি গ্রামেও গিয়েছিলেন। শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। আজও এই পূজায় বজায় রাখা হয় তালপাতার পুঁথি ও চণ্ডীপাঠের প্রথা। পুরোহিত আসেন মেদিনীপুর জেলার বেলদার নিকুশিনী গ্রাম থেকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই পরিবার এই দায়িত্ব বহন করে আসছে, যা এক অনন্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের নিদর্শন। ঘটক পরিবারের দুর্গোৎসব আজ আর শুধু পরিবারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও দূরদূরান্তের মানুষ একত্রিত হন এই পূজার টানে। এযেন হয়ে ওঠে এক সামাজিক মিলনমেলা, যেখানে ঐতিহ্য, ভক্তি ও আনন্দ মিলেমিশে যায় একাকার।

রামপুরহাটে নিখোঁজ ছাত্রীর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার স্কুল শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের রামপুরহাটে ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রকাশ্যে। ২০ দিন থেকে নিখোঁজ থাকার পরে জলাজমি, খাল থেকে উদ্ধার হল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর টুকরো টুকরো করা পচাগলা দেহ। খুনের অভিযোগের তির তার শিক্ষকের দিকে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রায় ২০ দিন নিখোঁজ থাকার পর তার মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনায় গ্রেপ্তার স্কুলের শিক্ষক মনোজকুমার পাল। শিক্ষক ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করত বলে অভিযোগ। ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই নাবালিকার বাড়ি রামপুরহাট ১ নং ব্লকের বোন হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমেসিয়া গ্রামে। অভিযোগ, গত ২৮ আগস্ট থেকে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী নিখোঁজ ছিল। জানা গিয়েছে, ওই বছর ১৩-এর ওই ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর তার কোনও খোঁজ মেলেনি। রামপুরহাট থানায় ছাত্রীর পরিবারের তরফে নিখোঁজের অভিযোগও করা হয়েছিল। এদিন বুধবার সকালে রামপুরহাট থানার বনহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কুল্লাকাটা গ্রামের জঙ্গল থেকে ওই বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। রামপুরহাট থানার পুলিশ ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে। বেশ কয়েক দিন আগেই ওই মৃত্যু হয়েছিল। ফলে দেহে ইতিমধ্যেই পচন ধরেছে। ওই ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক মত পুলিশের। বস্তার মধ্যে মৃতদেহ একাধিক টুকরো আকারে ছিল। খুনের পর কি দেহ টুকরো করা হয়েছিল? নাকি পচে গিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়েছে? সেই প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার পরই রামপুরহাট শ্যামপাহারি শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজকুমার পালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতার পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে ওই ছাত্রীকে বিরক্ত করছিলেন। তার উপর ওই শিক্ষকের 'কুনজর ছিল বলে অভিযোগ। ওই শিক্ষকই কি ছাত্রীকে খুন করে দেহ জঙ্গলে ফেলেছিল? পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। দেহ উদ্ধারের পর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা।

অনির্দিষ্টকালীন রেল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি নিয়েছেন কুড়িমরা, চলছে মক ড্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আদিবাসী তালিকাভুক্তের দাবিতে ফের পুজোর মুখে অনির্দিষ্টকালীন রেল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি নিয়েছেন কুড়িমরা। কুড়মি সমাজের মধ্যেই এই আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ওই সামাজিক সংগঠনের একটি শিবির চাইছে না এইভাবে রেল ও সড়ক অবরোধ করা হোক।

২০ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে এই অনির্দিষ্টকালীন রেল টেকা ও ডহর ছেঁকা আন্দোলনে নামছেন তাঁরা। কুড়িমরা রেললাইন অবরোধ করলে কীভাবে মোকাবিলা করবে রেল পুলিশ! সেই বিষয়ে আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনে কুস্তাউর রেল স্টেশনের পাশে মক ড্রিল করে। ওই মহড়ায় উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে কীভাবে আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যায়। ২০২৩ সালে এই রেল অবরোধকে কলকাতা হাই কোর্ট অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে রায় দিলেও তারপরেও বাংলা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা মিলিয়ে মোট তিন রাজ্যের মানুষকে সমস্যায় ফেলতে এই আন্দোলন বলে জঙ্গলমহলের মানুষের অভিমত। ফলে আদিবাসী এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০২৩-র মতো চলতি বছরেও জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। যার শুনানি আগামী বৃহস্পতিবার। এই অবরোধ আন্দোলনকে একেবারে হালকা ভাবে দেখছে না পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। পুজোর মুখে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, শান্তি বিঘ্নিত না হয় সেই কথা মাথায় রেখে কড়া পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বৃহস্পতিবার হাই কোর্টের শুনানি রয়েছে। সেই রায়ের দিকে আমরা তাকিয়ে রয়েছি। হাই কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'' আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা (প্রধান নেতা) অজিতপ্রসাদ মাহাতো জানিয়েছেন, মৌলিক অধিকার আদায়ে তাঁরা জীবন দিতে প্রস্তুত। সব মিলিয়ে পুজোর মুখে জঙ্গলমহলে প্রশাসন ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘাত চরমে। কুড়মি সমাজ সূত্রে জানা গেছে, বাংলা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা মিলিয়ে তিন রাজ্যের রেল ও সড়ক অবরোধ হবে ১০০টি পয়েন্টে । তার মধ্যে জঙ্গলমহলের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম - মেদিনীপুর এলাকায় রেল ও সড়ক অবরোধের পয়েন্ট রয়েছে প্রায় ৪৫ টি। পুরুলিয়াতেই সবচেয়ে বেশি ৪০টি। এই কর্মসূচি তাঁরা সফল করার জন্য বিভিন্ন স্টেশনে স্টেশন ম্যানেজারকে লিখিত আকারে জানিয়েছেন। আদিবাসী তালিকাভুক্তের দাবিতে আদিবাসী কুড়মি সমাজ প্রায় ২০১৫-১৬ আর্থিক বছর থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। পুজোর মুখে সড়ক অবরোধের কর্মসূচি চলছে বেশ কয়েকবছর ধরে। ২০২২ সালে টানা ৫ দিন রেল অবরোধ হয়েছিল। সেই সঙ্গে ৩ দিন চলেছিল সড়ক অবরোধও। ২০২৩-এ কলকাতা হাই কোর্ট এই আন্দোলনকে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলায় তাঁরা বাধ্য হন আন্দোলন প্রত্যাহার করতে। ২০২৪-এও তাঁরা পুজোর আগে রেল অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের আলোচনার পর তাঁরা তা তুলে নেন। আদিবাসী তালিকাভুক্তের দাবি সমর্থন না হওয়ায় ওই সামাজিক সংগঠন কেন্দ্রকে ব্যাপক দোষারোপ করেছে তাঁদের প্রচার পত্রে। একইভাবে রাজ্যেরও সমালোচনা করে কমেন্ট-জাস্টিফিকেশন না পাঠানোর কারণে।

নদীয়ায় ৪৪৬টি রাস্তা বেহাল রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর আগেই নদীয়া জেলার ৪৪৬টি রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হল জেলা প্রশাসন। আনুমানিক ২৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭০০ কিমি রাস্তা সংস্কার করা হবে। বাইকে চেপে রাস্তা পরিদর্শন করলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী। নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের প্রায় ৪৪৬ টি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিল নদীয়া জেলা প্রশাসন। এই রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ কিমি। সেগুলি সংস্কার করতে আনুমানিক ২৩৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। নদীয়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৫০৬ টি বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেয় গ্রামোন্নয়ন দফতর। নির্দেশ পেয়ে শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলাশাসক নিজে বাইকে চেপে বেহাল রাস্তাগুলি পরিদর্শন করেন ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, উক্ত আবেদনের মধ্যে ৪৪৬ টি রাস্তা বেহাল। সেগুলির অতিসত্বর সংস্কার প্রয়োজন। এরপরই ওই রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। সমীক্ষায় দেখা যায়, ওই ৪৪৬

টি রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৭৭০ কিমি। এরমধ্যে ৩৪১টি পিচের রাস্তা এবং ১০৫ টি কংক্রিটের রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। যার জন্য খরচ হবে প্রায় ২৩৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যেই খসরা বাজেট তৈরি করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে জমা দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। আর্থিক অনুমোদন এলেই শুরু হবে কাজ। জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া।

অনিন্দিতার মৃত্যুতে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বালুরঘাটের বাসিন্দা এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী অনিন্দিতা সোরেনের মৃত্যুকে ঘিরে এবার প্রকাশ্যে এসেছে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব। পুলিশি জেরায় মৃতার প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেন জানিয়েছেন, বাঁকুড়ার এক চিকিৎসা পড়ুয়ার সঙ্গে অনিন্দিতার সম্পর্ক ছিল, যা থেকে সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। মালদা কাণ্ডের রহস্যভেদে গত ২ দিন ধরে মৃতার প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেনকে টানা জেরা করেছে পুলিশ। অনিন্দিতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও গর্ভপাতের পর কেন তিনি রেজিস্ট্রি করলেন না? এমন প্রশ্নের উত্তরেই মৃতার সঙ্গে অন্য যুবকের সম্পর্ক থাকার কথা জানায় উজ্জ্বল। ধৃতের দাবি, ত্রিকোণ প্রেমের কারণে রেজিস্ট্রি করতে চাননি অনিন্দিতাই। পাশাপাশি ধৃতের আরও দাবি, হোটেলে তাঁর সামনে বসেই একসঙ্গে ১৮ টি প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন অনিন্দিতা। বাধা দিতে গেলে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তিও হয়। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীর মৃত্যুর রহস্যের তদন্ত চলার মধ্যেই মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্য পুলিশের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষকে 'ক্লোজ' করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) সদর দপ্তর থেকে এই নির্দেশ মালদার পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হয়েছে। আইসি সঞ্জয় ঘোষকে কলকাতার ভবানী ভবনে রিজার্ভে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে জেলার পুলিশ মহলে নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তবে ডাক্তারি ছাত্রীর মৃত্যুর তদন্তের সঙ্গে এই বিষয়টির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়ে জেলা পুলিশের কর্তারা মন্তব্য করতে নারাজ।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১, গুরুতর আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পূজোর সকালে আনন্দের বদলে নেমে এল শোকের ছায়া। মালবাজারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই ব্যক্তি। দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে, মালবাজার দমকল কেন্দ্রের সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, চালসার দিক থেকে মালবাজারের দিকে আসছিল একটি বেপরোয়া গতির পিক-আপ ভ্যান। রায় অ্যান্ড কাজিন পেট্রল পাম্পের বাঁকে এসে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক বাইক আরোহী ও দুই পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে উল্টে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় পিক-আপ ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় পাপু বর্মন নামে এক যুবকের। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দেবাশিষ পাল, মালবাজারের বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি, এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসাক। দুজনেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার পরই চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মালবাজার দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা ও মালবাজার থানার পুলিশ। দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়। স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্বচ্ছতা অভিযানে নামলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে আজ শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ঝাঁটা হাতে স্বচ্ছতা অভিযানে নামলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিষ্ট। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিধান মার্কেট এলাকায় সাফাই কর্মীদের ন্যায় বড় ঝাঁটা হাতে রাস্তা ঝাড় দিতে দেখা গেল দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিষ্টকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা দেশেই নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। গোটা দেশের ৭৫ টি শহরে হবে ম্যারাথন। শিলিগুড়িতে হবে ২২ সেপ্টেম্বর। আর তার আগে এদিন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে শিলিগুড়ি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করে স্বচ্ছতার বার্তা দিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিষ্ট। তিনি কথা বলেন ব্যবসায়ীদের সাথেও।

পুজোর আগে জেলায় সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মাননা অনুষ্ঠান

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ সামনেই পুজো আর সেই পুজোর আগে অভিনব উদ্যোগ ডিজিটাল ইন্ডিয়ান গোল্ডেন ইন্ডিয়া সংবাদ পত্রের। সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, এছাড়াও এই সংবাদ পত্রের পুজো সংখ্যা উদ্বোধন করেন

সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সি. আই. সি সন্তোষ সিং, ডানকুনির চেয়ারম্যান হাসিনা সাবনাম, কোন্নগরের ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস, সহ শ্রীরামপুরের চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা । সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয় ভারতীয় দলের পাওয়ার লিফটার শম্পা গুহ কে সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয় এছাড়াও জেলার মানুষের সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরার জন্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক শমিত সিনহা ও হেমন্ত যেকব কে সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয় । এই বিভাগে শান্তি রক্ষার জন্যে সম্মানিত করা হয় সেখ আব্দুল আজিমকে এছাড়াও ভারতীয় থিয়েটার চর্চা কে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব মনীষ মিত্র কেও সম্মানিত করা হয়, বাংলা ও বাঙালিদের নিয়ে লড়াইয়ের জন্যে গর্গ চ্যাটার্জী কে সেরা বঙ্গ সন্তান সম্মানে সম্মানিত করা হয়। বেস্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুন্সর সম্মানে সম্মানিত করা হয় পুজা স্বর্ণজিত ও সুজয় প্রিয়ঙ্কা, লেখনীর মাধ্যমে যুব সমাজে আচ ফেলার জন্যে সুবীর মুখার্জী মহাশয় কে সাহিত্য সম্মানে সম্মানিত করা হয়। জেলার মানুষের অসুবিধা তুলে ধরার জন্যে সাংবাদিক মুরলী চৌধুরী, রঞ্জন বসু, সোমনাথ বোটব্যাল, শুভঙ্কর মুখার্জী, মার্জান সিদ্দিকী, কাজী জিয়াউল হক সহ, বনস্পতি দে, পুলক চক্রবর্তী একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক কে। এই পত্রিকার সাংবাদিক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী ও সৌমিলি গাঙ্গুলী চক্রবর্তী সবাই কে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিনে এই অনুষ্ঠান কে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই অঙ্গীকার করেন।

পুজোর আগেই রাজ্যে এল পদ্মার ইলিশ, বাংলাদেশ থেকে ঢুকল রূপোলি শস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে দুর্গাপুজোর আনন্দের আগে জেলেদের এবং মাছ ভক্তদের জন্য সুখবর। বাংলাদেশ থেকে এই বছরও রাজ্যে এসেছে পদ্মার ইলিশ। বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকেছে ইলিশ বোঝাই ৩টি ট্রাক। প্রতিটি ট্রাকে প্রায় ৪ টন করে ইলিশ রয়েছে। এই ইলিশগুলো মূলতঃ পুজোর বাজারে সরবরাহের জন্য আসছে। বাংলাদেশ সরকার দুর্গাপুজোর সময় ভারতের বাজারে ইলিশ সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ৩৭টি সংস্থাকে ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে। রফতানি কার্যক্রম ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সীমিত সংখ্যক ট্রাক বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করবে, যাতে বাজারে ইলিশের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকে এবং দামও স্থিতিশীল থাকে। এবারের ইলিশ বিশেষভাবে বড় এবং আকর্ষণীয়। প্রতিটি ইলিশের ওজন ১ কেজি থেকে দেড় কেজি পর্যন্ত। জেলেদের মতে, পদ্মার ইলিশ এই বছরও স্বাদে এবং গুণমানে অন্য বছরের থেকে কম নয়। এই ইলিশ বাংলাদেশের নদী এবং খাল থেকে ধরা হয়েছে, যেখানে বিশেষভাবে ভেজালমুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাছ ধরা হয়। পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে পৌঁছানোর পর স্থানীয় বাজারে ইলিশের সরবরাহ শুরু হবে আজ থেকেই। স্থানীয় পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ বছরও ইলিশের সমাহার যাতে পুজোর সময় সমস্ত শহরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সকল প্রস্তুতি শেষ করেছে। বাংলাদেশ থেকে আসা এই ইলিশ সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও শহরের বাজারে পৌঁছে যাবে। কলকাতা, হাওড়া, দমদম, শিয়ালদা, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়ার বাজারে বিশেষভাবে সরবরাহ শুরু হবে। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় ও ছোট বাজারগুলোতেও মাছ পৌঁছানো হবে। স্থানীয় পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ক্রেতাদের সুবিধার জন্য বাজারে ইলিশকে ছোট এবং বড় আকারে প্যাকেটজাত করা হবে। পুজোর সময় ইলিশের চাহিদা সবসময়ই বেশি। কারণ অনেক বাঙালি পরিবারের কাছে ইলিশ দুর্গাপুজোর প্রধান উসবের অংশ। বাংলাদেশের পদ্মা নদী থেকে আসা এই ইলিশের স্বাদ এবং স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লোভনীয়। ব্যবসায়ীরা আশা করছেন, এ বছরও আগের বছরের মতোই ইলিশের চাহিদা অত্যন্ত বেশি থাকবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ইলিশের রফতানির সঙ্গে সব ধরনের স্বাস্থ্য ও মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাছের তাজা অবস্থার নিশ্চয়তার জন্য প্রতিটি ট্রাকের সঙ্গে কুলিং ব্যবস্থা এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও রফতানি প্রক্রিয়ার সময় সমস্ত কাগজপত্র এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এই ইলিশ আসার মাধ্যমে শুধু মাছ ভক্তরাই উপকৃত হচ্ছেন না, বরং জেলেরা এবং স্থানীয় অর্থনীতিও লাভবান হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে মাছ আনা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থানীয় পেশাজীবীদের কর্মসংস্থানও বাড়াচ্ছে। একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা মাছ বিক্রি করে উপার্জন করছেন, অন্যদিকে পরিবহন, লোডিং-আনলোডিং এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মীরা আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। এবারের ইলিশ আসার পরে দাম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজারে তেলের দাম, পরিবহন খরচ এবং অন্যান্য খরচ বিবেচনা করে ইলিশের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ ক্রেতারা যাতে সহজে মাছ কিনতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে পুজোর সময় ইলিশ ক্রেতাদের জন্য সহজলভ্য হবে। পুজোর বাজারে ইলিশের প্রাপ্তি সবসময়ই সামাজিক উৎসব এবং সাংস্কৃতিক সমাবেশের সঙ্গে জড়িত। এই বছরও কাকশাপাথর, ধানমণ্ডি, নিউ মার্কেটসহ শহরের বড় বড় বাজারে ইলিশের বিশেষ স্টল বসানো হয়েছে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানান, তারা আগেই অর্ডার নেওয়া শুরু করেছেন, যাতে ক্রেতারা পছন্দমতো মাছ পেতে পারেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরও নিয়মিত নজর রাখছে যে, কোন সংস্থা বা ব্যবসায়ী বাজারে অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি বা অন্য কোনো অনিয়ম করছেন কি না। এইধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে যে, পুজোর আনন্দ সব শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

ভেজাল হলুদ-লঙ্কা গুঁড়ো-সহ আটক ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশের চোখ এড়িয়ে অবৈধ ভাবে চলছিল ভেজাল হলুদের কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামশেরগঞ্জ থানার নতুন ডাকবাংলা নুর মহম্মদ কলেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশের এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো-সহ আরও কিছু মশলা বাজেয়াপ্ত করেছে সামশরগঞ্জ থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে প্রায় ৬ জন ভেজাল মশলা কারবারিকে। যদিও পলাতক জাল হলুদ কারখানার মালিক শামীম শেখ। মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষের নেতৃত্বে ওই ভেজাল হলুদ কারখানায় হানা দেয় পুলিশ। অবৈধ হলুদ বাজেয়াপ্ত করার কাজ। পুলিশ সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শামীম শেখ নামে ওই ব্যক্তি তার নিজস্ব হলুদের ব্যবসার আড়ালে অবৈধভাবে কারবার চালাচ্ছিলেন। পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলছিল ভেজাল হলুদের কারবার। খবর পেয়ে মঙ্গলবার মধ্যরাতে হঠাৎই হানা দেন সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো- সহ আরও নানান সামগ্রী। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। হলুদ মিলের মালিক শামীম সেখের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmc.org.in

NIT No.06-TN/EE/P&D/25-26 Date: 10.9.2025

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগম-এর নির্বাহী প্রকৌশলী (P&D) কর্তৃক NIT অনুসারে হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার ১টি কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং P&D বিভাগ / https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০৪.১০.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।

হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৩২(৩) / ২৫-২৬

১৬.৯.২৫

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

এএফসির ক্লাব র‍্যাঙ্কিংয়ে বদল, কয়েক ধাপ নিচে নামল ভারত

হি.স., নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ গত মরসুমে দেশীয় ফুটবলে অনবদ্য পারফরম্যান্স ছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। একের পর এক হেভিওয়েট দলকে পরাজিত করে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল লিগ কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি লিগ শিল্ড ও জয় করেছিল ময়দানের এই প্রধান। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় পাওনা ছিল সকলের কাছে। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের দরুন এবার ও এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। আগের বছর খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে মরিয়া মেরিনার্সরা। সেই লক্ষ্য নিয়েই গত মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ময়দানের এই প্রধান। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল তুর্কমেনিস্তানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব আহাল এফকে। তবে নিজেদের ঘরের মাঠে ম্যাচ থাকায় প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। তবে শুরুতে রক্ষণাত্মক ফুটবল যথেষ্ট প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছিল সমর্থকদের। তবুও গোল তুলে আনার একাধিক সুবর্ণ সুযোগ ছিল সবুজ-মেরুনের কাছে। কিন্তু কেউই গোলের মুখ খুলতে সক্ষম হয়নি। যারফলে অমীমাংসিত ফলাফলে শেষ হয়েছিল ম্যাচের প্রথমার্ধ। পরবর্তীতে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে গোল তুলে আনার লক্ষ্য নিয়ে দলের মধ্যে বিদেশি সংখ্যা বাড়ানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের শেষ কোয়ার্টারের মাঝামাঝি সময় প্রতি আক্রমণে উঠে এসে গোল তুলে নিয়ে যায় আহাল। তুর্কমেনিস্তানের এক তরুণ ফুটবলারের গোল নিঃসন্দেহে নিস্তব্ধ করে দিয়েছিল গোটা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে। পরবর্তীতে বহুবার গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন সাহাল আব্দুল সামাদ থেকে শুরু করে অনিরুদ্ধ থাপা ও জেসন কামিঙ্গের মতো ফুটবলাররা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঘরের মাঠে একটি গোলের ব্যবধানেই পরাজিত হতে হয় বাগান ব্রিগেডকে। আগামী ম্যাচ থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য থাকবে মোহনবাগানের। তবে এসবের মাঝেই এবার প্রকাশিত হয়েছে এএফসি ক্লাব তালিকা। পূর্বে সেক্ষেত্রে বেশ কিছুটা উপরের দিকে থাকলেও এবার এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের আটকে যাওয়ার পর এবার অনেকটাই নেমে আসল ভারত। বর্তমানে ১৯ নম্বরে রয়েছে আমাদের দেশ। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ প্রত্যেকে। তবে এই ধাক্কা কাটিয়ে এবার সহজেই ঘুরে দাঁড়াতে চাইবেন বাগান কোচ। সেক্ষেত্রে ফের বদল হতে পারে ভারতের অবস্থান।

এবার ভারতের গলায় 'বয়কটের' সুর

হি.স., মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপে হাত না মেলানো বিতর্কের পর এবার নাটক ঢুকে গেল ট্রফি উত্তোলনের মঞ্চে। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন-ফাইনালে যদি ভারত জেতে, তবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তথা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি যেন ট্রফি দিতে পোডিয়ামে না আসেন। এনডিটিভি সূত্রের খবর, সূর্যর দাবি সরাসরি জানানো হয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে। এই অবস্থান কার্যত ভারতীয় শিবিরের পক্ষ থেকেও বয়কট-বার্তা বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। খোলা গলায় প্রকাশ্যে না হলেও, আ.ড়লে শর্ত বেঁধে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-নকভি থাকলে ভারত মঞ্চে উঠবে না। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের

অভিযোগেই শুরু হয় হাত না মেলানো বিতর্ক। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট নাকি পাক অধিনায়ক সলমন আঘাকে সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন না করার উপদেশ-এই যুক্তি টেনে পিসিবি অভিযোগ দায়ের করে আইসিসির কাছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবারের পাকিস্তান-আমিরশাহি ম্যাচে রিচি রিচার্ডসনকে দায়িত্বে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পাইক্রফটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত ঘোষণা হয়নি। অন্যদিকে, এশিয়া কাপে পাকিস্তান খেলবে কি না-তা নিয়েও ধোঁয়াশা। নকভি জানিয়েছেন, 'নো হ্যান্ডশেক'সিদ্ধান্ত আগেভাগে ঠিক থাকলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে মাঠে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। তাই বোর্ডের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি প্রতি ঘণ্টায় আরও ঘোলাটে হয়ে উঠছে। একদিকে পাকিস্তানের অভিযোগ, হুমকি। অন্যদিকে ভারতও ট্রফি মঞ্চ নিয়ে লক্ষ্ণরেখা টেনে দিল। ক্রীড়া-কূটনীতির দড়ি টানাটানি যত চওড়া হচ্ছে, তত মাঠের ক্রিকেটকে ছাপিয়ে শিরোনামে বাইশ গজের বাইরের নাটক!

এমবাপের ২ পেনাল্টি গোলে ১০ জন নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের জয়

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে মঙ্গলবার রাতে মার্সেইয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে শাবি আলোন্সোর দল। টিম ওয়েহর গোলে পিছিয়ে পড়ার পর, জোড়া পেনাল্টি গোলে ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপে। শুরুর দিকে বেশিরভাগ সময় পজেশন রাখার পাশাপাশি আক্রমণে একচেটিয়া আধিপত্য করে রিয়াল মাদ্রিদ। ধীরে ধীরে চিত্র বদলায়। শেষ পর্যন্ত বল দখলে রাখার হিসেবে অনেকটাই এগিয়ে যায় সফরকারীরা। ৪০ শতাংশের একটু বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৮টি শট নিয়ে ১৫টি লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল। আর মার্সেইয়ের ১৫ শটের পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। ঘরোয়া লিগে শতভাগ সাফল্যের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এখানে মাঠে নেমে দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতে রিয়াল। প্রতিপক্ষের ভুলে ছয় গজ বক্সের মুখে বল পেয়ে বাইসাইকেল কিক মারেন এমবাপে, বল দূরের পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়। পঞ্চম মিনিটেই বেশ একটা ধাক্কা খায় রিয়াল মাদ্রিদ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার আর্নল্ড। বদলি নামেন দানি কার্ভাহাল। পরের মিনিটে তাদের সামনে আরেক দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে কাছ থেকে ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর প্রচেষ্টা পোস্টে লাগে। প্রবল চাপ তৈরি করে পরের পাঁচ মিনিটে আরও চারটি শট নেয় রিয়াল কিন্তু একটিও ঠিকানা খুঁজে পায়নি। এমবাপের জোরাল শট গোলরক্ষক জেরোনিমো

রুলির পায়ে লেগে বাইরে যায়। শুরুর দিকে কোণঠাসা মার্সেই ২২তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শটেই এগিয়ে যায়। মাঝমাঠে ডিন হাউসেনের ছোট পাস ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি আর্দা গিলের। বল কেড়ে নিয়ে দ্রুত আক্রমণে ওঠেন ম্যাসন গ্রিনউড। ডি-বক্সের মুখে গিয়ে তিনি পাস দেন ডান দিকে, আর বল ধরেই জোরাল শটে রেয়ালকে হতভম্ব করে দেন টিম ওয়েহ। পিছিয়ে পড়ার ছয় মিনিটের মধ্যে সফল স্পট কিকে সমতা টানেন এমবাপে। ডি-বক্সে রদ্রিগো ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টিটি পায় তারা। ৩৩তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে অহেলিয়া চুয়ামেনির বুলেট গতির শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক রুলি। পরের দুই মিনিটে দুই পক্ষই ভুল করে বিপদে পড়তে বসেছিল তবে কেউই প্রতিপক্ষের মুহূর্তের দুর্বলতাকে পুঁজি করতে পারেনি। পিয়েরে-এমেরি অবামেয়াং লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেওয়ার পর, অন্য পাশে এমবাপে পারেননি গোলরক্ষকের বাধা এড়াতে। শুরু থেকে দারুণ খেলা মাস্তানতুয়োনো বিরতির ঠিক আগে পরিষ্কার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। এমবাপের পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে শট নেন ১৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড, ঝাঁপিয়ে রুখে দেন রুলি। বিরতির পরও একইভাবে শুরু করে রেয়াল। ৫০তম মিনিটে এমবাপের শটে বল প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লেগে রুলির ওপর দিয়ে গিয়ে ক্রসবারে লাগে। উত্তেজনায় ঠাসা লড়াইয়ে ৭০তম মিনিটে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি খায় রিয়াল। প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে তাদের গোলরক্ষকের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন কার্ভাহাল, মেজাজ হারিয়ে মাথা দিয়ে রুলির চোখের কাছে গুতো মেরে বসেন। ভিএআর মনিটরে দেখে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। দলে একজন কমে গেলেও রিয়ালের আক্রমণের ধার কমেনি। পুনরায় খেলা শুরু হতেই বাঁ দিক দিয়ে পরপর কয়েকবার আক্রমণে শাণান রদ্রিগোর বদলি নামা ভিনিসিউস জুনিয়র। তেমনই একটি আক্রমণে ডি-বক্সে ফাকুন্দো মেদিনার হাতে বল লাগলে ফের পেনাল্টি পায় রিয়াল এবং ৮১তম মিনিটে স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন এমবাপে। ম্যাচে ফিরতে শেষ দিকে কয়েকটি ভালো আক্রমণ করে মার্সেই। তবে আর কোনো বিপদ হতে দেয়নি টুর্নামেন্টের ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে হারের দুয়ার থেকে জুভেন্তাসের অবিশ্বাস্য ফেরা

সংবাদ সংস্থা, তুরিন, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে ৯৩ মিনিট পর্যন্ত ৪-২ গোলে পিছিয়ে ছিল জুভেন্তাস। রোমাঞ্চ-উত্তেজনায় ঠাসা, নাটকীয়তায় ভরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে ৪-৪ গোলে। এই মাঠেই দর্শকরা আরেকটি শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ের সাক্ষী হয়েছিল গত শনিবার সেরি আর ম্যাচে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতেছিল জুভেন্তাস। এবারের লড়াইয়ে সবগুলো গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। প্রথম পাঁচটি হয়েছে ২২ মিনিটের মধ্যে, ১০ মিনিটের মধ্যে পরের তিনটি। বলের লড়াইয়ে দুই দলই ছিল প্রায় সমানে-সমান। গোলের জন্য জুভেন্তাসের ১৯ শটের সাতটি ছিল লক্ষ্যে। ডর্টমুন্ড ১০টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে পাঁচটি। পিছিয়ে পড়ে জুভেন্তাস দুই দফায় সমতা ফেরানোর পরও ডর্টমুন্ড ৪-২ গোলে এগিয়ে যায় ৮৬ মিনিটে। কিন্তু খুব কাছে গিয়েও জয়টা পাওয়া হলো না জার্মান দলটির। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে জুভেন্তাসের হয়ে জোড়া গোল করেন দুসান ভ্লাহোভিচ। ইতালিয়ান দলটির অন্য দুই গোলদাতা কেনান ইলদিজ ও লয়ড কেলি। ডর্টমুন্ডের হয়ে জালের দেখা পান কারিম আদেইয়েমি, ফিলিক্স মেচা, ইয়া কৌতো ও রামি বেনসেবেইনি। প্রথমার্ধে বিবর্ণ ফুটবল খেলে দুই দলই, এই সময়ে কেবল দুটি শট ছিল লক্ষ্যে আর দুটিই জুভেন্তাসের। গোলের জন্য নিজেদের চতুর্থ ও লক্ষ্যে প্রথম শটে দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। সতীর্থের পাস ধরে একটু এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন জার্মান ফরোয়ার্ড আদেইয়েমি। ৬৩তম মিনিটে দুর্দান্ত গোলে সমতা ফেরান ইলদিজ। বক্সের বাইরে থেকে তার শট দূরের পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে জালে জড়ায়। তিন দিন আগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষেও বক্সের বাইরে থেকে শটে গোল করেছিলেন তুরস্কের ২০ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। সেই রেশ থাকতেই দুই পাশের জালে বল যায় আরও একবার করে। ৬৫তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে গোল করে ডর্টমুন্ডকে দ্বিতীয়বার এগিয়ে নেন জার্মান মিডফিল্ডার মেচা। ৬৭তম মিনিটে সেটাও শোধ করে দেয় জুভেন্তাস। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষকের কোবেল। বক্সের বাইরে থেকে ইলদিজের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে পড়া গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে পোস্টে লাগে। নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে সফল স্পট কিকে ডর্টমুন্ডের ব্যবধান বাড়ান বেনসেবেইনি। প্রতিপক্ষের হ্যান্ডবলের কারণে পেনাল্টি পেয়েছিল সফরকারীরা। ডর্টমুন্ডের জয় মনে হচ্ছিল তখন কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সব কিছু পাল্টে যায় ছয় মিনিট যোগ করা সময়ে। চতুর্থ মিনিটে ডান দিক থেকে সতীর্থের পাসে ছুটে গিয়ে কাছ থেকে বল জালে পাঠান ভ্লাহোভিচ। ষষ্ঠ মিনিটে পরের

পাশ দিয়ে শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ভ্লাহোভিচ। ৭৪তম মিনিটে তৃতীয় দফায় এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বক্সে ঢুকে কাছের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন কৌতো। ৮০তম মিনিটে দুর্দান্ত সেভে ব্যবধান ধরে রাখেন ডর্টমুন্ড গোলরক্ষক গ্রেগর গোলেও অবদান রাখেনি তিনি। ডান দিক থেকে তার ক্রসে বক্সে হেডে বল জালে পাঠান কেলি। উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা স্টেডিয়াম। এই গোলে ডর্টমুন্ডের রক্ষণের দায়ও ছিল যথেষ্ট, ফাঁকায় থেকে গোলটি করেন কেলি। ম্যাচের বাকি তখন ৪০ সেকেন্ড!

বোর্ডের নির্বাচন কমিটিতে দুই প্রাক্তন

হি.স., মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক কমিটিতে আসতে চলেছেন দুই প্রাক্তন তারকা বোলার-রুদ্র প্রতাপ সিং ও প্রজ্ঞান ওঝা। অজিত আগরকর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সিনিয়র সিলেকশন কমিটির দু'জন সদস্য এস শর ও সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁদের জায়গাতেই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তনকে বসানো হবে। আরপি সিং, যিনি আগামী ডিসেম্বরে ৪০-এ পা দেবেন, ভারতের হয়ে খেলেছেন ১৪ টেস্ট, ৫৮ ওয়ানডে ও ১০ টি-টোয়েন্টি। অন্যদিকে, বাঁহাতি স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা মূলত টেস্ট ফরম্যাটের বিশেষজ্ঞ। ১১৩টি টেস্ট উইকেট-সহ আন্তর্জাতিক স্তরে মোট ১৪৪ শিকার। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন সচিন টেন্ডুলকরের বিদায়ী ম্যাচে। যেখানে দু'ইনিংস মিলে একাহাতে তুলে নেন ১০ উইকেট। ঘরোয়া ময়দানে দীর্ঘদিন হায়দরাবাদের জার্সিতে খেলার পাশাপাশি বাংলার এবং বিহারের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব ছাড়লে শুধু রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বই নেবেন আনচেলত্তি

হিন্দুস্তান সমাচার, সাও পাওলো, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ কঠিন এক চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ব্রাজিলের কোচ হয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র এক বছর আগে বিশ্বকাপে সফলতম দলটির কোচ হয়েছেন তিনি। আনচেলত্তি যে পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের কোচ হয়েছেন, তা মোটেই স্বস্তির ছিল না। ব্রাজিল নিজেদের ইতিহাসে অন্যতম বাজে সময় পার করছে। এমন দলকে নিয়ে বিশ্বকাপ অভিযানে যাওয়া যেকোনো কোচের জন্য চাপের। কারণ, বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জন্য শিরোপা জয় ছাড়া বাকি সবকিছুই ব্যর্থতা। ব্রাজিলের হয়ে শিরোপা জিততে না পারলে আনচেলত্তিকে পড়তে হবে কঠিন সমালোচনার মুখে। তবে এটাও সত্য, ব্রাজিলকে এই পরিস্থিতিতে পথ দেখানোর মতো যে কজন কোচ আছেন, আনচেলত্তি তাঁদের অন্যতম। অন্তত সাফল্য ও অর্জনের নিরিখে তো বটেই। ফরাসি দৈনিক 'লেকিপ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি যদিও বলেছেন, তাঁর ওপর কোনো চাপ নেই। 'জিততেই হবে'-প্রত্যাশার এই বোঝা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি ব্রাজিলের দায়িত্ব ছাড়লে তিনি শুধু রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বই নিতে চান বলে মন্তব্য করেছেন। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পর কঠিন এক সময় পার করছে ব্রাজিল। একের পর এক ব্যর্থতা দলটিকে রীতিমতো কোণঠাসা করে রেখেছে। এ সময়ের মধ্যে তিনজন কোচও বদলেছে তারা। এমনকি

নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বও শেষ করেছে দলটি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কাটলেও বিশ্বকাপ জয়ের চাপটা অনুভব করছেন কি না, এই প্রশ্নে আনচেলত্তি বলেছেন, ''চেষ্টা করাটাই আসল, জেতাটা নয়। ফুটবলে কে বাধ্য জেতার জন্য?'' আনচেলত্তি এখন পর্যন্ত ব্রাজিলের হয়ে চারটি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। বিশ্বকাপের আগে তাঁর হাতে আছে ছয়টি ম্যাচ। অক্টোবর, নভেম্বর ও মার্চের ফিফা উইন্ডোতে দুটি করে ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এ ছাড়া বিশ্বকাপের আগে হয়তো আরও কিছু প্রীতি ম্যাচ খেলবে তারা। সব মিলিয়ে সময় খুব অল্পই বলা যায়। এরপরও অবশ্য অস্থির হতে চান না আনচেলত্তি, ''ফুটবলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, যা ফল বদলে দেয়। আমি রিয়াল মাদ্রিদকে ছয় বছর কোচিং করিয়েছি। ছয়টা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারিনি, তিনটা জিতেছি।'' রিয়াল মাদ্রিদ প্রসঙ্গেও কথা বলেন আনচেলত্তি। ৬৬ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান কোচ দুই দফায় রিয়াল মাদ্রিদে কাজ করেছেন। সেখানে তিনটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও দুটি লা লিগা শিরোপাসহ বেশ কিছু শিরোপা জেতেন। আনচেলত্তি বলেছেন, ব্রাজিলের পর তিনি যদি কোনো দলের দায়িত্ব নিতে চান তবে সেটি শুধু রিয়ালই, ''ব্রাজিলের পর আমি শুধু রিয়াল মাদ্রিদকেই কোচিং করাতে পারি। তবে আমার মনে হয়, সেটি আর হবে না। এখানে আমার এক বছরের চুক্তি আছে, এরপর যেকোনো কিছু ঘটতে পারে। আমি এক বছরের জন্য সই করেছি কারণ, আমার কাছে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে।'' আগামী ১০ অক্টোবরে সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।

সেই সাউন্ডার্সের বিপক্ষেই ইন্টার মায়ামির দারুণ জয়ে মেসির '২০'

কিক-অফ হতেই ধারাভাষ্যকার বললেন, 'শুরু হলো লিগস কাপ ফাইনালের রিম্যাচ...।' সেই দুই দলই আবার মুখোমুখি, 'রিম্যাচ' তো বটেই। তবে ম্যাচের চিত্র গেল বদলে। ১৫ দিন আগে লিগস কাপের ফাইনালে বিধ্বস্ত হওয়া ইন্টার মায়ামি এবার জিতে গেল দাপটে। যথারীতি সেই জয়ে বড় ভূমিকা লিওনেল মেসির।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ লিগস কাপের ফাইনালে যে দলের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল ইন্টার মায়ামি, মেজর লিগ সকারে সেই সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ৩-১ গোলে হারাল মেসির দল। ঘরের মাঠে দ্বাদশ মিনিটে জর্দি আলবার গোলের পর প্রথমার্ধেই জালের দেখা পান মেসি। চলতি লিগে ২১ ম্যাচে তার গোল হয়ে গেল ২০টি। গত মরসুমে তিনি ঠিক ২০ গোলই করেছিলেন। এবারের লিগে ৩০ ম্যাচে ২১ গোল করে মেসির ওপরে আছেন এখনও পর্যন্ত ন্যাশভিলের স্যাম সারিজ। ২০ গোলের পাশাপাশি ১২টি গোলে সহায়তাও করেছেন মেসি। এই ম্যাচেই করেছেন একটি। গোল করার সঙ্গে এ দিন আরেকটি গোল বানিয়ে দিয়েছেন আলবাও। ফ্লোরিডার চেইস স্টেডিয়ামে দ্বাদশ মিনিটে মেসি বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘিরে থাকা তিনজনের মধ্য থেকে পাস দেন আলবাকে। ছুটে আসা ডিফেন্ডার ফাঁকা থেকে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে নিখুঁতভাবে শেষ করেন কাজ। ষষ্ঠদশ মিনিটে বক্সের ভেতর মেসির পাস থেকে বল পেয়ে শট নেন ইয়ান ফ্রে। সেটি ফিরিয়ে দেন সাউন্ডার্স

গোলকিপার। ২৮তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পান মেসি। অফ সাইড ফাঁদ এড়িয়ে উড়ে আসা বল যখন তিনি বক্সের ভেতর ধরেন, তখন সামনে শুধু গোলকিপার। তবে বল নিয়ন্ত্রণে নিতে একটু দেরি হয় তার। ততক্ষণে চলে আসেন দুই ডিফেন্ডার। তাদেরকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের কোনা দিয়ে শট নেন তিনি। তবে বল ফিরে আসে পোস্টে লেগে। ৩৩তম মিনিটে আলবার ক্রস থেকে ফ্রের হেড কোনোরকমে কর্নার করে রক্ষা করেন সাউন্ডার্সের গোলকিপার। ৪১তম মিনিটে ভুল করেননি মেসি। বাঁ পাশ থেকে বক্সের ভেতর গড়ানো ক্রস করেন আলবা। ছুটে এসে শুয়ে পড়ে পা বড়িয়ে দেন মেসি। বল আলতো করে চলে যায় জালে। সাউন্ডার্সের গোলকিপার হয়তো আরেকটু ভালো করতে পারতেন সেখানে। দুই মিনিট পর আরেকটি গোল পেতে পারতেন মেসি। বক্সের ভেতর বাঁ পাশ থেকে তার ডান পায়ের শট দারুণ রিফ্লেক্সে ফিরিয়ে দেন গোলকিপার। দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে রদ্রিগে দে পলের কর্নার থেকে গতিময় হেডে ব্যবধান আরও বাড়ান ফ্রে। ৬৯তম মিনিটে একটি গোল ফিরিয়ে দেয় সাউন্ডার্স। ৭৬তম মিনিটে আরেকটি দারুণ সুযোগ পান মেসি। সঙ্গে থাকা ডিফেন্ডারকে ছিটকে একদম ফাঁকা চলে গেলেও গোলকিপার সোজা শট নিয়ে ফেলেন তিনি। আর সুযোগ মেলেনি। লিগস কাপের ফাইনালের প্রতিশোধ এই জয়কে বলা যায় বটে, ফাইনাল তো আলাদাই। তবে মেজর লিগ সকারে এই জয়টি দারুণ জরুরি ছিল মায়ামির জন্য। ২৭ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে এখন পয়েন্ট তালিকার পাঁচে মায়ামি। ৩০ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া। নিজেদের ম্যাচগুলি জিততে পারলে শীর্ষে ওঠার সুযোগ তাই থাকবে মেসিদের।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com